জোসেফ আর গারবার-এর

ভার্টিকাল রান

অ নু বা দ : অনীশ দাস অপু

জোসেফ আর. গারবার-এর

ন্যাশনাল বেস্টসেলার

ভার্টিকাল রান

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু



বাতিঘর প্রকাশনী

ভার্টিকাল রান

মূল : জোসেফ আর. গারবার

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

Vertical Run

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১০

প্রচ্ছদ : ডিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; কম্পোজ : অনুবাদক

মূল্য : দুইশত টাকা মাত্র

ভূমিকা

জোসেফ আর গারবার *'ফোর্বস'* সাময়িকীর একজন কলামিস্ট, মাঝে মধ্যে *সান ফ্রান্সিকো রিভিউ অভ বুকস*-এ গ্রন্থ সমালোচনা লেখেন। তিনি খুব বেশি থ্রিলার রচনা করেননি। তবে *'ভার্টিকাল রান'* তাঁর সর্বাধিক আলোচিত থ্রিলার। রুদ্ধশ্বাস এ বই সম্পর্কে বিশ্বখ্যাত থ্রিলার লেখক ক্লাইভ কাসলার মন্তব্য করেছেন, 'এরচেয়ে শ্বাসরুদ্ধকর থ্রিলার আর হতে পারে না।'

'ভার্টিকাল রান' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ন্যাশনাল বেস্টসেলারে পরিণত হয়! প্রখ্যাত টিভি উপস্থাপক ল্যারি কিং বলেছেন, 'আমি এমন চমৎকার থ্রিলার আর পড়িনি,' আর *ইউএস টুডে*র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, 'এক নিঃশ্বাসে পড়ার মত একটি বই।' *শিকাগো ট্রিবিউন* বলছে, 'বইটি পড়ে শেষ না করা পর্যন্ত আপনার রক্তস্রোতের উন্মাদনা কিছুতেই থামবে না!'

এ বইটি গত বছর আমি নীলক্ষেত থেকে কিনেছি। লেখকের নামও কোনদিন শুনিনি। তবে বইয়ের শেষ প্রচ্ছদে বইটি সম্পর্কে এমন দারুণ দারুণ সব মন্তব্য দেখে *'ভার্টিকাল রান'* সম্পর্কে আমার আগ্রহ তৈরি হয়।

বইটি কিনে নিয়ে আসি তবে সময়ের অভাবে তখন আর পড়া হয়ে ওঠেনি। পরবর্তীতে বাতিঘর-এর প্রকাশককে যখন একটি রুদ্ধশ্বাস থ্রিলার দেবার জন্য কথা দিলাম তখন *'ভার্টিকাল রান'*-এর কথা মনে পড়ে গেল। বইটি পড়ে চমকিত হলাম। বুঝতে পারলাম কেন এ বই সম্পর্কে এত ভালো ভালো মন্তব্য করা হয়েছে।

বাতিঘর-এর প্রকাশক সব সময় বেছে বেছে খ্যাতনামা লেখকদের থ্রিলার বই বের করেন। আমি আমার বাছাই থেকে তাঁকে একজন নতুন লেখকের বই দিয়েছি। *'ভার্টিকাল রান'* ভালো লাগলে প্রকাশককে ধন্যবাদ দিন, আর পচা লাগলে পাঠকের বকা খেতে আমি রাজি আছি।

অনীশ দাস অপু

ধানমন্ডি, ঢাকা।

পূর্বাভাস

ঘোড়ার পিঠে চড়ে আসছে ওরা দুই তরুণ।

লম্বা জনের নাম ডেভিড এলিয়ট, সে রোগা, গায়ের রঙ ফর্সা। বাদামী চোখজোড়া গম্ভীর তবে ঠোঁটে লেগে আছে সূক্ষ্ম একটুকরো হাসি। তার সঙ্গী বেঁটে, ট্যাফি ওয়েলার, বুলডগের মত বিশাল বপু; মাথায় তারের মত পেঁচানো চুল, চোখ ধাঁধানো টকটকে লাল, পরনে টী শার্ট। নীল চোখে ঠিকরে বেরুচ্ছে শয়তানী আর বদমায়েশী।

ডেভ এসেছে ইন্ডিয়ানা থেকে। ট্যাফির জন্ম নিউইয়র্কে। ওখানেই বেড়ে উঠেছে সে। ওদের পরিচয় সানফ্রান্সিসকো শহরে। খুব দ্রুত গড়ে উঠেছে বন্ধুত্ব।

এখন গ্রীষ্ম। সেপ্টেম্বর নাগাদ ট্যাফি স্যান হোসের কাছে মাঝারী আকারের একটি ইলেকট্রনিক্স কোম্পানিতে শুরু করবে কাজ। আউটফিটটির নাম হিউলেট-প্যাকার্ড। নিউইয়র্কের অধিবাসীরা এ কোম্পানির নাম খুব কমই শুনেছে। ডেভ ইন্ডিয়ানার R.O.T.C প্রোগ্রাম শেষ করেছে, ঢুকতে যাচ্ছে সেনাবাহিনীতে। আগস্টের তৃতীয় হপ্তায় তার রিপোর্ট করার কথা। সন্দেহ নেই তাকে ভিয়েতনাম পাঠানো হবে।

এক সঙ্গে এই রাইড তাদের সর্বশেষ ভ্রমণ। গ্রীষ্মের শেষে দু'জনেই প্রাপ্তবয়স্কদের রাজ্যে প্রবেশ করতে চলেছে।

ওরা এসেছে হাই সিয়েরায়, সানফ্রান্সিসকোর দুশো মাইল পুবে। গতকাল ওরা পাহাড় ডিঙিয়েছে, এক লোকের কাছ থেকে ভাড়া করেছে ঘোড়া এবং খচ্চর। খচড়া চেহারার লোকটা একটা পিকআপ ট্রাকে অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য। তারপর ওরা পশ্চিমের পাহাড়ের উদ্দেশে সবেগে ছুটতে শুরু করেছে।

ওরা এ মুহূর্তে রয়েছে মাটি থেকে নয় হাজার ফুট উচ্চতায় নুড়ি বেছানো একটা ঢালে। ঘোড়া দুটো বেজায় ক্লান্ত, শ্বাস নিচ্ছে ঘনঘন। ট্রেইলের কোনও চিহ্ন নেই; পাহাড়ের কিনার খাড়া, ধপ করে নেমে গেছে নীচে। জমিন গ্রানিট পাথরের। ধূসর রঙা, কালো কালো ছোপ। ছোট ছোট সাদা খনিজ পাথর খণ্ড ঘোড়ার খুড়ের লাথিতে ছিটকে যাচ্ছে। বিকেলের উজ্জ্বল রোদে এমন চমকাচ্ছে, তাকিয়ে থাকা যায় না।

একটু পরপর লম্বা মোচে তা দিচ্ছে ডেভ। এবারের গরমে গোঁফটা গজিয়েছে ডেভ। এ নিয়ে তার গর্বের অন্ত নেই। তার ধারণা গোঁফে তাকে বয়সী লাগে। কিন্তু ধারণাটা ভুল।

ট্যাফি আড়চোখে তাকাল বন্ধুর দিকে। 'একটা কথা তুমি আমাকে দাও, দোস্তো। বলো যেদিন শপথ নেবে সেদিনও তোমার মুখে গোঁফটা থাকবে।'

'গোঁফ থাকবে না। আমি কদমছাঁটা চুলের, ক্লিনশেভড পুরোদস্তুর একজন আমেরিকান ছোকরার চেহারায় ওখানে হাজির হব।'

'ওহ্, ম্যান!'

'রাখো তোমার 'ওহ্ ম্যান'। এখন মদের ক্যানটা দাও তো। তোমার সঙ্গে তর্ক করে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ।'

ট্যাফি স্যাডলব্যাগ থেকে ব্যালেনটিনের একটি ক্যান বের করল। ছিপি খোলার চাবিসহ ওটা এগিয়ে দিল ডেভকে। ডেভ বিয়ারের মুখ খুলল। দ্রুত নিজের মুখে ঢালতে লাগল তরল পদার্থটি। বিয়ার গিলে মাথা থেকে খুলে নিল খড়ের হ্যাট। ওর মায়ের দেয়া রুমাল দিয়ে মুছল কপালের ঘাম।

'আর কতদূর?' জিজ্ঞেস করল ও।

ট্যাফি আলগা একটা হাসি দিল। 'আমার সোর্সের তথ্য অনুযায়ী, আমাদের ইতিমধ্যে ওখানে পৌঁছে যাবার কথা।'

চাপা হাসল ডেভ।

আবার পথ চলা শুরু হলো ওদের।

ওরা যখন গন্তব্যে পৌঁছুল, সাঁঝের আকাশে তখন রঙের আগুন, পাহাড়ি এলাকাটিতে আশ্চর্য সুনসান নীরবতা। ছোট একটি উতরাই পার হলো দুই বন্ধু, তাকাল নীচের দিকে।

ইস্, কী সুন্দর দৃশ্য! দম বন্ধ হয়ে এল ডেভের।

'একদম পারফেক্ট,' ফিসফিস করল ট্যাফি। 'ঠিক সেরকমটা বলেছিল ওরা। যথার্থ একটি জায়গা। কি ঠিক বলিনি?'

জবাব দিল না ডেভ। যা দেখছে তাতে রীতিমত বিমোহিত সে। ছোট একটি উপত্যকা, ইন্ডিয়ানা রাজ্যের চেয়ে পাঁচ, বড়জোর ছয়গুণ বড় হবে আয়তনে। প্রায় নিখুঁত একটা বৃত্ত, তিন দিক থেকে ঘিরে রেখেছে খাড়া সাদা পাহাড়, একদম দূরপ্রান্তে মোচাকৃতির ফারের সারি, মাঝখানে ছোট্ট সবুজ একটি হ্রদ। পান্না-সবুজ। সবুজ বোতলের চেয়েও গাঢ় রঙ। সন্ধ্যার নরম ছায়া পড়েছে হ্রদের টলটলে পানিতে। বাতাসে মদিরার গন্ধ। ডেভের অদ্ভুত, অচেনা একটা অনুভূতি হতে লাগল। এরকম অনুভূতি আর কখনও হয়নি তার। আর কোনদিন হবে বলেও আশা করে না। ওর বুকটা আনন্দে কানায় কানায় ভরে গেছে।

অকস্মাৎ শূন্যে ডানা ঝাপটানোর শব্দ তুলে আকাশের বুক চিরে নেমে এল লাল লেজের একটি বাজপাখি। ক্ষুরধার থাবায় হামলা চালাল ছোট একটি প্রাণীর ওপর। তারপর বিজয়ের তীক্ষ্ণ একটা ডাক ছেড়ে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল শিকার নিয়ে। এই ছিল এই নেই। বাজটা যে একটু আগেও এখানে ছিল তার প্রমাণ বাতাসে উড়তে থাকা কয়েকটি পালক। ডেভের ঘোড়াটা নার্ভাস ভঙ্গিতে পিছু হঠল। ডেভ আদর করে চাপড়ে দিল জানোয়ারের ঘাড়।

'আমরা লেকের ধারে ক্যাম্প করব। ঠিক আছে, দোস্তো?'

'আমার কোনও আপত্তি নেই,' জবাব দিল ডেভ। ট্যাফির কথায় ঠিক মনোযোগ নেই ওর। সে হারিয়ে গেছে স্বপ্নের মাঝে। শাংগ্রিলা, বালি হাই, আভালন, আর্মেনিয়া-ইন-দ্য-স্কাই, ওজ, ওয়ান্ডারল্যান্ড, বারসুম–সবারই স্বপ্ন দেখার একটি নিজস্ব জায়গা রয়েছে। এ উপত্যকাটি ওর নিজের। জায়গাটির অপূর্ব সৌন্দর্য ওকে যেন বন্দী করে ফেলেছে। আসলে ও নিজেই এখানে বন্দী হয়ে গেছে। ডেভ জানে এ উপত্যকার কথা জীবনেও ভুলতে পারবে না। জানে বাকি জীবনে যতই ঝক্কি-ঝামেলা কিংবা বিপদ আসুক, এ মুহূর্তটির স্মৃতি এবং দৃশ্যটি ওর অন্তরে বইয়ে দেবে শান্তির ফল্গুধারা, শান্ত করে তুলবে অশান্ত মন।

এ মুহূর্তটি ওর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি মুহূর্ত। এত চমৎকার মুহূর্ত ওর জীবনে আর কোনদিন আসেনি। সারাজীবন তৃষ্ণার্তের মত মুহূর্তটির কথা স্মরণ করবে ডেভ। আর এ ভাবনাটা ওর মনে জাগিয়ে তুলল বিষাদের করুণ সুর।

প্রথম খণ্ড

অফিসের একটি বাজে দিন

অধ্যায় ১

যেদিন সকালে অদৃশ্য হয়ে গেল ডেভ এলিয়ট, বরাবরের মত ভোর পৌণে ছয়টায় ঘুম ভেঙে গেল তার। এ অভ্যাসটা সে করেছে পঁচিশ বছর আগে। যখন ইচ্ছে জেগে উঠতে পারে ঘুম থেকে।

প্রাটেসি চাদরের তলা থেকে পা জোড়া বের করল ডেভ। তাকাল স্ত্রী হেলেনের দিকে। সে কুঁকড়ে, প্রায় বলের মত একটা আকৃতি নিয়ে শুয়ে আছে ডান পাশে। হেলেনের নাইটস্ট্যান্ডের ওপর রাখা প্যানাসনিক ক্লক রেডিওতে সকাল ৮:২০-এর অ্যালার্ম দেয়া আছে। যখন ঘুম থেকে উঠবে হেলেন ততক্ষণে ডেভ তার মিডটাউন অফিসে কাজ শুরু করে দিয়েছে।

ক্লজিটের কাছে গেল ডেভ। নাইকি জুতো, সুট, মোজা আর হেডব্যান্ড নামিয়ে আনল একটি তাক থেকে। তারপর ড্রয়ার খুঁজে বের করল আন্ডারওয়ার, ওয়ালেট, চাবি এবং সোনার রোলেক্স প্রেসিডেন্ট ঘড়ি।

গেস্ট বাথরুমে ঢুকে দশ মিনিটে ফ্রেশ হয়ে নিল ডেভ। দাঁত মাজল তারপর ঢুকল কিচেনে। তোশিবা কফি মেকারের সবুজ আলোটা জ্বলছে। ডিসপ্লেতে বাজে ৫:৪৮। প্রতিদিন এ সময়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওর জন্য কফি তৈরি হয়ে থাকে কফি মেকারে। একটি এনামেল করা মগে কফি ঢালল ডেভ। মগটা সে কিনেছে টোকিওর সেংগাবুজি টেম্পল থেকে। বিজনেস ট্রিপে টোকিও গিয়েছিল ডেভ। মেশিনে আবার কফি এবং পানি চাপিয়ে রাখল ও। সময় সেট করল ৮:১৫। সকালে ঘুম থেকে উঠে স্বামীর মতই কফির তেষ্টা পায় হেলেনের।

গরম, ঘন কফি তাড়িয়ে তাড়িয়ে পান করতে লাগল ডেভ।

ওর পাজামায় নরম একটা শরীর ঘষা খাচ্ছে। নীচে তাকাল ডেভ। অ্যাপাচি। ওদের বেড়াল। মুখ ঘষছে ডেভের পায়ে।

অ্যাপাচি নামটা হেলেনের মোটেও পছন্দ নয়। সে ডেভকে বহুবার বলেছে বেড়ালটার নাম যেন বদলে রাখা হয়। দ্বিতীয় বিয়েতে সবসময়ই প্রথমটার চেয়ে বেশি সমঝোতা করে চলতে হয়। ডেভ জানে সেটা। জানে বউ'র অনুরোধ তাকে রক্ষা করতে হবে। তবে বেড়ালের নামে কী বা আসে যায়? তাই দ্বিতীয় বিয়ের

পাঁচ বছর পরেও সে জানোয়ারটাকে 'অ্যাপাচি' বলেই ডাকছে আর স্বর্ণকেশী হেলেন বেড়ালের প্রসঙ্গ এলে শীতল গলায় সম্বোধন করে 'ওই বেড়ালটা।'

ডেভ তার অ্যাপার্টমেন্টের দোরগোড়া থেকে তুলে নিল সকালের 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকা। তারপর খবরের কাগজ এবং কফির কাপ নিয়ে বসল ডাইনিং রুমে। কাগজের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে চুমুক দিতে লাগল কফিতে। সে আসলে সকালবেলার কফিটা উপভোগ করার জন্যই কাগজে চোখ বুলায়।

অর্থনীতির পাতায় চলে এসেছে ডেভ, লক্ষ করল অবচেতনভাবে তার ডান হাতটা চলে এসেছে বাম বুকের ওপর। ওখানে মৃদু চাপড় মারছে। মুচকি হাসল ডেভ। ওর ভেতরে কেউ যেন বলে উঠল *এখনও সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে, তাই না? বারো বছর হলো তুমি ধূমপান ছেড়েছ, অথচ শরীর এখনও সকালবেলার নিকোটিনের উত্তাপ চায়।*

'মর্নিং, মি. এলিয়ট, জগিংএর জন্য আজ চমৎকার একটি সকাল,' বলল ডোরম্যান। সে এ ভবনের প্রতিটি জগারকে প্রতিদিন এই কথাটি বলে।

'গুড মর্নিং, ট্যাড। আজকের কাগজে লিথুয়ানিয়ার কথা কিছু লিখেছে?'

ট্যাডের পূর্ব-পুরুষরা ১৮৮০ সালের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হয়, কিন্তু ট্যাডের কাছে মনে হয় তারা মাত্র গতকাল এদেশে এসেছে। সে ভয়ানক জাতীয়তাবাদী। ডেভ তিন বছর হলো এ অ্যাপার্টমেন্টে এসেছে, মনে পড়ে না এমন একটি দিন গেছে কিনা যেদিন ট্যাড লিথুয়ানিয়া সম্পর্কে কিছু ওকে বলেনি।

'*নিউজ* কিংবা *টাইমস*-এ কোনও খবর নেই, মি. এলিয়ট। তবে আপনি তো জানেনই আমার কাছে ভিলনিয়াস থেকে ডাকে কাগজ পাঠায়। বুধ কিংবা বৃহস্পতিবারের মধ্যে কাগজ পেয়ে যাব হাতে। তখন বলতে পারব ওখানে কী ঘটছে।'

'বেশ।

'আপনার হাতে কী হয়েছে?' ডেভের বাম হাতের ব্যান্ডেজ বাঁধা তালুতে ইঙ্গিত করল ট্যাড।

'এক এমপ্লয়ি আমাকে কামড়ে দিয়েছে।'

চোখ পিটপিট করল ট্যাড। 'আপনি আমার সঙ্গে মশকরা করছেন।'

'না। আমরা...আমার কোম্পানি লং আইল্যান্ডে একটি রিসার্চ আউটফিট কিনেছে। গতকালে ওখানে ঘুরতে গিয়েছিলাম। এক শ্রমিক নতুন ম্যানেজমেন্ট নিয়ে খুব চেঁচামেচি করছিল।' হাসল ডেভ।

ট্যাড সদর দরজা খুলে দিল। 'আপনাদের অনেক বৈরী পরিবেশ সামাল দিতে হয়, না?'

'আরে, কর্পোরেট জীবনে এগুলো সাধারণ ঘটনা,' বলল ডেভ।

ট্যাড হাসল। 'ভাগ্যিস, আমি সামান্য ডোরম্যান মাত্র। হ্যাভ আ নাইস ডে, মি. এলিয়ট।'

'সেম টু ইউ, ট্যাড।'

শনি এবং রোববারে ডেভ শহরের পশ্চিমে যায় জগিং করতে। ফিফটি সেভেনথ স্ট্রীট থেকে ফিফথ এভিন্যু পর্যন্ত দৌড়ায়, তারপর উত্তরে সেন্ট্রাল পার্কে যায়। সে জগিং খুব ভালোবাসে। আর দৌড়টা উপভোগ্য হয়ে ওঠে যখন তার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলে মার্ক তার সঙ্গী হয়। ডেভের প্রথম বউ অ্যানির গর্ভে জন্ম মার্কের। মার্ক কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। সাপ্তাহিক ছুটিতে বাবার বাড়ি আসে।

ডেভ সেই দিনগুলোর অপেক্ষায় মুখিয়ে থাকে।

ডেভ হেলেনকে বহুবার অনুরোধ করেছে ছুটির দিনগুলোতে সে যেন ওদের সঙ্গে যোগ দেয়। কিন্তু হেলেন কোনদিনই তার অনুরোধ রক্ষা করেনি। সে জিমনাশিয়ামে গিয়ে ব্যায়াম করতে পছন্দ করে।

তবে মার্ক তার বাপের সঙ্গে দৌড়ায়। সে সূর্যালোকিত দিন আর বর্ষাভেজা সকালই হোক।

তবে জগিং করার সময় কিছু কিছু জায়গা এড়িয়ে চলে ডেভ। ওই জায়গাগুলো তার কাছে ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয়। ব্রিজের নীচে কিংবা ওভারপাস দিয়ে জগিং না করার চেষ্টা করে ডেভ। তবে সকালে দৌড়ানোর সময় মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনটা দেখে নেয় নিজেকে অজাতশত্রু বলে দাবি করা ডেভ।

রুটিন অনুযায়ী পুবে ফিফটি সেভেনথ থেকে সাটন প্লেস পর্যন্ত দৌড়াল ডেভ। তারপর উত্তরে ইয়র্ক এভিন্যু হয়ে এফডিআর ড্রাইভে পায়ে হেঁটে চলা একটি ব্রিজে পৌঁছাল। তারপর ইস্ট রিভার হয়ে হাই নাইনটিজে গেল। ওখান থেকে দক্ষিণমুখো হলো ডেভ। দ্বিতীয়বার ব্রিজটি পার হয়ে পশ্চিমে পার্ক এভিন্যুতে চলল।

সকাল সাতটায় অফিসে পৌঁছাল ডেভ।

ডেভিড এলিয়ট তার কোম্পানির একজন এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট। তার অফিস পঁয়তাল্লিশ তলায়। আটশ স্কোয়ার ফিট নিয়ে গঠিত সুপ্রশস্ত অফিসে রয়েছে একটি ওয়াক-ইন ক্লজিট, চমৎকার একটি বার এবং টাব ও শাওয়ারসহ বাথরুম।

গরম পানিতে গোসল করতে পছন্দ করে ডেভ। গরম পানির বাষ্প উঠছে, গায়ে সাবান মাখাতে লাগল ও। শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়েই একটি জিলেট সেফটি রেজর এবং শেভিং ক্রীমের একটি ক্যান তাক থেকে হাত বাড়িয়ে নিল। শেভ করার সময় কখনও আয়না ব্যবহার করে না ডেভ। যুদ্ধের সময় আয়না ছাড়াই দাড়ি কামাতে হতো ওকে। এখনও সে অভ্যসটা রয়ে গেছে।

সকাল ৭:২০

কোমরে একটি তোয়ালে জড়িয়ে বাথরুম থেকে বেরোল ডেভিড এলিয়ট, ঢুকল নিজের অফিসে। ওর মেহগনি ডেস্কের পেছনে রাখা বাড়ির মত তোশিবা ক্রুয়ারের আরেকটি সংস্করণ তিনবার বিপ বিপ করে বেজে উঠে সংকেত দিল–কফি রেডি। ডেভ চকোলেট-বাদামী রঙের একটি মগে কফি ঢালল। কাপের গায়ে কৌণিক একটি ডিজাইন : সেনটেরেক্স কর্পোরেট লোগো।

ডেভ কফির কাপে একটা চুমুক দিয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কফি ছাড়া জীবন কল্পনাই করা যায় না।

কফি পান করতে করতে স্টেরিওতে মিউজিক চালিয়ে দিল ডেভি। ডিং শান ডে'র *'লং মার্চ সিমফনি'* মৃদু লয়ে স্পীকারে ছড়িয়ে পড়ল ঘরময়। ডেভ ভেবে পায় না আমেরিকান মিউজিক এস্টাবলিশমেন্ট কেন চীনা রোমান্টিক গান পছন্দ করে না।

ডেভ সবার আগে অফিসে এসেছে। তার বস্, এ কর্পোরেট অফিসের প্রভু বার্নি লেভি আটটার আগে অফিসে ঢুঁ মারেন না। নিউ জার্সির শর্ট হিলস থেকে বার্নির লিমুজিন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ছ'টায় রওনা হয়ে যায়। বাকি নির্বাহী কর্মকর্তারা সকাল সোয়া আটটা থেকে পোনে ন'টার মধ্যে অফিসে চলে আসে। তবে তাদের উপস্থিতির বিষয়টি নির্ভর করে গ্রীনউইচ, স্কার্সডেল কিংবা ডেরিয়েন থেকে কে ক'টার ট্রেন ধরতে পেরেছে তার ওপর। আর ট্রেনও সঠিক সময় ছাড়ছে কিনা অফিসে যথাসময়ে পৌছার ব্যাপারে এ বিষয়টিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

অফিসের প্রথম সেক্রেটারিটি ঠিক সাড়ে আটটায় অফিসে ঢোকে।

এ কারণে স্রেফ একটা তোয়ালে পরে, প্রায় নগ্ন শরীরে দিনের দ্বিতীয় কাপ কফি পান করার বিলাসিতাটি উপভোগ করার সুযোগ পাচ্ছে ডেভ। সেই সঙ্গে *দ্য ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল*-এর পাতায় চোখ বুলাচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে, তৃতীয় কাপ কফি হাতে নিয়ে নিজের ওয়াক-ইন ক্লজিটের সামনে হেঁটে এল ডেভ। আজ কী সুট পরবে ভাবছে।

খাকি রঙের লাইট ওয়েট সুটটি পছন্দ করল সে। গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহ

বিদায় নিলেও সেপ্টেম্বরের শেষার্ধের বাতাসে তাপ এখনও খুব একটা কম নয়। আরও কয়েক হপ্তা পরে উলের সুটের দিকে হাত বাড়াবে ডেভ।

প্যান্ট পরে, কোমরে বেল্ট বেঁধে, পায়ে নরম চামড়ার বাল্লি জুতো গলিয়ে আরাম পেল ও। নতুন, পাটভাঙা একটি শার্ট গায়ে চড়াল। একটু চিন্তা করে হালকা হলদে রঙের টাই বেছে নিল। ডেভের ক্লজিট ডোরে মানুষ সমান আয়না বসানো। দরজাটা ভিজিয়ে দিল ডেভ যাতে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখা যায়।

আয়না ছাড়া এখনও টাই বাঁধতে শিখলে না, না? জিজ্ঞেস করল ওর গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল।

আয়নায় নিজেকে পরখ করছে ডেভ। মন্দ লাগছে না দেখতে। কোমরের মাপ এখনও কলেজ জীবনের মতই রয়ে গেছে। ওর সাতচল্লিশ চলছে কিন্তু দেখায় অনেক কম। *ওরে সুদর্শন কুকুর, তুই বাঁচবি অনেকদিন*, মনে মনে বলে ডেভ। সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকায়। প্রতিদিনকার জগিং, হপ্তায় দু'দিন ওয়েট লিফটিং, বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া ধূমপান না করা এবং নিয়মিত ডায়েট যাতে হেলেনও দোষের কিছু দেখতে পায় না, সব মিলে এই বয়সেও নির্মেদ, সুঠাম একটা শরীর উপহার দিয়েছে ডেভকে।

'ডেভি?'

ডেভের অফিসের পেছন থেকে কণ্ঠটা ভেসে এল। বার্নি লেভি ডাকছেন ওকে। ঘড়ি দেখল ডেভ। ওর রোলেক্স ঘড়িতে বাজে ৭:৪৭। আজ নিশ্চয় জ্যামে পড়েননি ওর বস্‌। তাই সেনটেরেক্সের চেয়ারম্যান এবং সিইও বার্নি আজ নির্ধারিত সময়ের আগেই এসে পড়েছেন অফিসে।

ডেভি টাইয়ের নট ঠিক করে, হাতে গরম কফির মগ নিয়ে ক্লজিট ডোর খুলল। 'কী ব্যাপার, বার্নি?'

বার্নি মুখ ঘুরিয়ে বসেছিলেন। ঘুরতেই ডেভ দেখল বুড়োর হাতে চকচক করছে একটা পিস্তল। ওর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

•

অধ্যায় ২

বার্নি লেভির মাংসল, বিরাট হাতের মধ্যে খুদে পিস্তলটা হাস্যকর লাগছে। বার্নি ডেভের চেয়ে পাঁচ ইঞ্চি খাটো, তবে ওজন দুশো পাউন্ড বেশি। পিস্তলটা নিকেল প্লেটের, সম্ভবত .২২ ক্যালিবার। তেমন শক্তিশালী নয়। তবে এ স্বল্প দূরত্বের জন্য যথেষ্ট মারাত্মক।

'বার্নি, তোমার হাতে...'

বার্নিকে বিধ্বস্ত লাগছে। চোখজোড়া লাল টকটকে, চোখের নীচে কালি পড়েছে, যেন অনেকদিন ঘুমান না তিনি। এক সময়ের ধারাল, বাজপাখির মত তীক্ষ্ণ চেহারাটা বয়সের চাপে বুড়িয়ে গেছে। তাঁর চোয়ালের পেশী কেন তিরতির করে বারকয়েক কাঁপল জানে না ডেভ। *বয়স কত লোকটার? তেষট্টি চলছে না?* জানে না ডেভ।

'...বন্দুক কেন?'

বার্নির চোখের দৃষ্টি শূন্য, পাতাদুটো অর্ধ-নিমীলিত। চোখের তারায় কোনও ভাষা ফুটে নেই। সাপের মত শীতল। ডেভ ওই চোখে কিছু একটা দেখার প্রত্যাশা করছে। কিন্তু কী দেখতে চাইছে নিজেও জানে না।

'ঈশ্বরের দোহাই, কেন?'

বার্নির হাত ইঞ্চি খানেক সামনে বাড়ল, পিস্তল তুললেন তিনি।

হলি ক্রাইস্ট, এ লোক দেখছি ট্রিগার টানতে যাচ্ছে।

'বার্নি, কাম অন! আমার সঙ্গে কথা বলো।'

বার্নির ঠোঁট কেঁপে উঠল, তারপর দুঠোঁট শক্ত করে চেপে ধরলেন তিনি, আবার ফাঁক হলো ওষ্ঠদ্বয়। ডেভ লক্ষ করল বার্নির হাত টানটান হয়ে যাচ্ছে।

'বার্নি, তুমি আমাকে গুলি করতে পারবে না। অন্তত আমার সঙ্গে কথা না বলে এ কাজ তুমি কিছুতেই করতে পারবে না...'

বার্নির কাঁধজোড়া কেঁপে উঠল। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলেন।

'ডেভি, এটা...যদি আমার অন্য কোনও উপায় থাকত...ডেভি...এজন্য আমি নিজেকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না। কিন্তু, ডেভি, তুমি জান না কাজটা করতে কীরকম খারাপ লাগছে আমার।'

হাতটা সোজা করলেন বার্নি, এবারে গুলি চালাবেন। ডেভ এলিয়ট হাতে ধরা কফির কাপের গরম কফিটুকু ছুঁড়ে দিল বার্নির মুখ লক্ষ্য করে। মনে হলো কফিটুকু বার্নির মুখে আছড়ে পড়তে অনন্তকাল সময় লাগছে। উষ্ণ কফি সোজা বৃদ্ধের খোলা চোখে ঢুকে গেল। তিন লাফে বার্নির কাছে পৌছে গেল ডেভ। হাঁটু তুলে বেমক্কা গুঁতো মারল বার্নির কুঁচকিতে। বার্নির মুখ দিয়ে পাংচার হওয়া টায়ারের মত হুউউশ করে বেরিয়ে এল বাতাস। হাত থেকে খসে পড়ে গেল পিস্তল। মাটিতে পড়ার আগেই ওটাকে ক্যাচ ধরল ডেভ। বার্নির মাথাটা ঝুঁকে এসেছে ডেভের কোমরের কাছে। চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁর খুলির পেছনে পিস্তলের বাঁট দিয়ে ধাঁই করে মেরে বসল ডেভ। সজোরে। দুইবার।

বার্নি হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ে গেলেন। অজ্ঞান। ডেভিড এলিয়ট তাঁর সামনে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। ভাবছে বার্নি কেন তাকে মারতে চেয়েছেন। এটা কি কোনও ঠাট্টা ছিল?

উহুঁ, বার্নির চেহারা দেখে মনে হয়নি তিনি ঠাট্টা করছেন।

হাতের পিস্তলের দিকে তাকাল ডেভ। বেবী ব্রাউনিং। তবে খেলনা অস্ত্র নয়। ম্যাগাজিন বের করে দেখল আটটি গুলি ভরা আছে। স্লাইড টেনে দিল ডেভ। চেম্বার থেকে একটা বুলেট বেরিয়ে পড়ল মেঝেয়। ঠকঠক শব্দ তুলল। বুলেটটা তুলল ডেভ। .২৫ ক্যালিবার।

না, ওটা ঠাট্টা ছিল না।

তাহলে? তাহলে বার্নার্ড লেভির মত শান্ত স্বভাবের মানুষ কেন তাঁরই অফিসের একজন কর্পোরেট কর্মকর্তার দিকে পিস্তল তাক করেছিলেন?

এর কোনও ব্যাখ্যা নেই। গতকাল, লং অ্যাইল্যান্ডে যাবার দিন সকালে ডেভ বার্নির অফিসে বসে তাঁর সঙ্গে কতগুলো মার্কেটিং রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করছিল। মিটিংটা চমৎকার হয়েছিল। উষ্ণ এবং আন্তরিক। ডেভের পরামর্শ সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছিলেন বার্নি।

কোনও নেতিবাচক কিছু আলোচনা হয়নি তাদের মধ্যে। সামান্যতম উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ও হয়নি।

এর আগে? নাহ্, সেরকম কিছু মনে পড়ছে না।

ডেভ সেনটেরেক্সের দুই ডজন শাখা চালায়। আর অত্যন্ত দক্ষ হাতে ডিভিশনগুলো নিয়ন্ত্রণ করে সে এবং এর ফলাফল সর্বদাই ছিল প্রত্যাশিত এবং ইতিবাচক। এখানেও তো কোনও ঝামেলা দেখতে পাচ্ছে না ডেভ।

তবে এমন নয় যে বার্নির সঙ্গে সব বিষয়েই একাত্ম হতে পারে ডেভ। বার্নি একজন ডিল-মেকার, তিনি ব্রুকলিনের রাস্তা থেকে উঠে এসেছেন, অভিবাসীদের সন্তান। নার্ভ, সুযোগ সন্ধান আর চতুর সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে সেনটেরেক্সকে

তিনি অত্যন্ত মজবুত একটি ভিতের ওপর দাঁড় করিয়েছেন।

তবে বার্নি এখনও সুযোগ খোঁজেন। না খুঁজে পারেন না। এ যেন তাঁর রক্তে মিশে গেছে। তিনি ছোট ছোট কোম্পানি খুঁজে বের করেন—কোনটি লাভজনক, কোনটি লাভজনক নয়। সস্তায় এগুলো কিনে এর উন্নয়ন ঘটান বার্নি। কিছু কোম্পানি তিনি রেখে দেন সেনটেরেক্স পোর্ট ফোলিওর অংশ হিসেবে, কিছু বিক্রি করে দেন। তবে কখনোই তাঁর লস্ হয় না। প্রায়ই সেনটেরেক্স-এর অন্যান্য নির্বাহীরা বার্নির সুযোগ্য টার্গেট নিয়ে আপত্তি জানায়, তাঁর সঙ্গে তর্ক করে। বার্নি লক ইয়ার ল্যাবরেটরিজ কেনার সময় ডেভ রীতিমত আপত্তি জানিয়েছিল। এ নিয়ে তর্কও হয়েছে দু'জনে।

কিন্তু সামান্য তর্কের জের ধরে কি কেউ কাউকে হত্যা করতে চায়? কক্ষনো না।

নাকি এর মধ্যে কোনও ব্যক্তিগত বিষয় জড়িত রয়েছে?

ডেভ কি বার্নিকে কখনও অপমানজনক কিছু বলেছিল? অথবা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? নাহ্, তেমন কোনও কাজ ডেভ করেনি। বার্নি নিরিবিলি, একাকী থাকতে পছন্দ করেন। ডেভ কোনদিন কোনও পার্টিতে বার্নিকে যেতে দেখেনি। বার্নির সঙ্গে তার সম্পর্ক বন্ধুত্বের চেয়েও বেশি।

আর সেই বার্নি কিনা তাকে খুন করতে চাইছে। কোনও ব্যাখ্যা নেই। বন্দুক একটা তুলে বলছে, 'এ জন্য নিজেকে আমি কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না। এ জন্য আমিই দায়ী। ঈশ্বরও আমাকে ক্ষমা করবেন না।'

'হেল বার্নি,' ফিসফিস করল ডেভ, নিজের সঙ্গে কথা বলছে।

'কাউকে খুন করতে চাইলে বিশেষ কাউকে গুলি করো। আমার মত মাছিমারা কেরানীকে কেন?'

নিজেকে মাছিমারা কেরানীই ভাবে ডেভ। অতি সাধারণ একজন মানুষ। যে অতি সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। তরুণ বয়সে সে সোনার মেডেল পাবার প্রত্যাশা করত। কিন্তু এখন করে না। সে অতি সাধারণ, আপার-ইনকামের একজন কর্পোরেট এক্সিকিউটিভ। তার নেমপ্লেটে লেখা ডেভিড পি। পি মানে পেরী এলিয়ট। সে দুটি বিয়ে করেছে। প্রথম বউয়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, সে ধর্ম-কর্ম খুব কম করে। নিয়মিত কর পরিশোধ করে, সামাজিকতাও রক্ষা করে চলে, সে ফিজিকালি ফিট একজন মানুষ, ভালোবাসে ফুটবল, বিরক্তি বোধ করে বেসবল-এ, যতটা বই পড়া উচিত তারচেয়ে কম বই পড়ে, যতটা টেলিভিশন দেখা উচিত তারচেয়ে বেশি দেখে, একগামী পুরুষ, খানিকটা প্রুডিশ, হপ্তায় গড়ে ছাপ্পান্ন ঘণ্টা কাজ করে, স্টক মার্কেট নিয়ে মাথা ঘামায়, ট্যাক্স নিয়ে আপত্তি জানায়, জুয়া খেলে না, কোনওরকম মাদক ব্যবহার করে না, সাধারণ সব

জায়গায় ছুটি কাটাতে যায়, সাধারণ কোম্পানির সঙ্গে তার ওঠ-বস এবং গত পঁচিশ বছর ধরে সে শুধু সাধারণ জিনিসের প্রতিই আগ্রহ দেখিয়ে এসেছে, কোনদিন অসাধারণ হবার খায়েশ হয়নি। স্রেফ সাধারণ, অতি সাধারণ একজন মানুষ সে।

তবু, বার্নি, কেন তুমি আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলে?

এ প্রশ্নের জবাব জানা নেই সাধারণ মানুষ ডেভিড এলিয়টের।

ঘড়ি দেখল ডেভ। কাঁটায় কাঁটায় সকাল ৭-৪৫ বাজে। এখন তার করণীয় একটাই–কারও সাহায্য প্রার্থনা করা। বলবে বার্নি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছেন।

কিন্তু ওর গার্ডিয়াক অ্যাঞ্জেল ওকে ধমকে উঠল। *তুমি ৮ বিলিয়ন ডলার মূল্যের NYSF-তালিকাভুক্ত একটি কোম্পানির প্রধান নির্বাহীকে পিস্তল দিয়ে বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছ। তিনি মেঝেয় চিৎ হয়ে পড়ে আছেন। উনি মারা গেছেন কিনা কে জানে?*

ডেভ নিজের সুট কোটের পকেটে বার্নির পিস্তলটা ফেলল। বেরিয়ে এল অফিস থেকে। বুক ভরে দম নিল। তারপর কার্পেট মোড়া লম্বা করিডর ধরে জগিং-এর ভঙ্গিতে এগোল সামনে। এ করিডরে তার অফিস ছাড়া অন্যান্য আরও কয়েকটি এক্সিকিউটিভ সুইট রয়েছে। ডেভ আশা করছে তার দু'একজন কর্পোরেট কর্মকর্তা আজ একটু আগেই হয়তো অফিসে এসে পড়েছে। অথবা কোনও সেক্রেটারি। কিংবা রিসেপশনিস্ট। অথবা অন্য যে কেউ।

হল-এর মাথায় রিসেপশন এলাকায় চলে এল ডেভ। ওখানে, কিনারে, শীতল চোখের দুই লোক দাঁড়িয়ে আছে। ডেভকে দেখা মাত্র তারা জ্যাকেটের মধ্যে হাত ঢোকাতে লাগল। চমকে গেল ডেভ এলিয়ট।

অধ্যায় ৩

ডেভ জোর করে হাসি ফোটাল মুখে। 'গুড মর্নিং, আমি পিট অ্যাশবি। ক্যান আই হেল্প য়ু?'

লোক দুটো মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল। লম্বা লোকটার চোখ সরু হয়ে এল। ডেভের মুখে দৃষ্টি বোলাচ্ছে।

'আপনারা কি ডেভ এলিয়টের জন্য অপেক্ষা করছেন? উনি সাধারণত সবার আগে অফিসে আসেন। কিন্তু আমি একটু আগে তাঁর অফিসের সামনে দিয়ে আসার সময় দেখলাম দরজা বন্ধ।'

লোক দুটোর পেশীতে সামান্য ঢিল পড়ল। দু'জনের কেউই ডেভের মত লম্বা নয়, তবে চওড়ায় দ্বিগুণ–প্রকাণ্ডদেহী। দেখলে মনে হয় ওয়েট লিফটার। প্রফেশনাল কুস্তিগীর কিংবা জ্যাক হ্যামার অপারেটর।

ওরা তোমাকে চিনতে পারেনি, বন্ধু। এ তোমার ভাগ্যই বলতে হবে। জানে না তুমি দেখতে কীরকম। ওরা হয়তো তোমার ছবি দেখেছে তবে তাও ঝাপসা ছবি। শান্ত থাকো। তাহলে হয়তো এ ঝামেলার কবল থেকে রক্ষা পাবে।

দু'জনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত লম্বা, চৌকোনা চেহারার, খাটো চুলের লোকটা বলে উঠল, 'না, মি. অ্যাশলি...'

'অ্যাশবি, পিট অ্যাশবি। আমি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট।'

'এক্সকিউজ মী, মি. অ্যাশবি। আমি আর আমার বন্ধু এসেছি, মি. লেডির সঙ্গে দেখা করতে।' লোকটার কথায় পূর্ব টেনেসির অ্যাপালাচিয়ান টান আছে। উত্তর-দক্ষিণ ক্যারোলিনার, পাহাড়ি মানুষ। এ ধরনের অ্যাকসেন্ট অনেকের পছন্দ হলেও ডেভের গা এ মুহূর্তে ছমছম করে উঠল।

'বার্নির অফিস আপনাদের বামে। তার তো এতক্ষণে চলে আসার কথা। আমি কি একবার দেখে আসব?'

লম্বু বামে তাকাল। এই প্রথম ওরা ডেভের মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়েছে। 'দরকার নেই। উনি বলেছেন আমাদের সঙ্গে এখানে দেখা করবেন।'

ডেভের হাতের তালু ঘেমে উঠল। সেনটেরেক্স এক্সিকিউটিভ রিসেপশন এলাকার দরজা সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত বন্ধ থাকে। চাবি ছাড়া কারও ভেতরে ঢোকার জো নেই। 'আপনারা কি কফি খাবেন, মি....আ, আমি দুঃখিত আপনার

নামটা ভুলে গেছি।'

'জন,' তারপর সংক্ষিপ্ত বিরতি। বোঝাই যায় লোকটা নিজের নাম বলতে রাজি নয়। 'র‍্যানসম। আর আমার বন্ধু মার্ক কারলুচ্চি। আমরা... অ্যাকাউনটেন্ট। আমরা এখানে এসেছি... মি. লেভির সঙ্গে অডিট রিপোর্ট নিয়ে কথা বলতে।'

'প্লীজড টু মীট য়্যু' ডেভ লক্ষ করল ওরা কেউই হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়নি। 'কফি চলবে তো? আমি আপনাদের জন্য কফি নিয়ে আসি। আমরা নিজেরাই যাতে কফি বানিয়ে খেতে পারি সে ব্যবস্থা রয়েছে এ ফ্লোরে। বেশিরভাগ কোম্পানিরই, জানেন নিশ্চয়, কিচেন থাকে...

চুপ, চুপ, চুপ। তুমি বড্ড বেশি ফালতু বকছ।

'...আমার জন্য একটু আগেই কফি বানিয়েছি। আপনারা যদি খেতে চান তো...'

'নো, থ্যাংকস, মি. অ্যাশি।'

'অ্যাশবি।'

'সরি। আমি মানুষের নাম মনে রাখতে পারি না।'

ঝড়ের গতিতে চলছে ডেভের মস্তিষ্ক। বার্নি যে কাণ্ড করেছে, এ লোক দুটোও নিশ্চয় সে উদ্দেশে এসেছে–অন্তত কিছুক্ষণ আগে সে চেষ্টাই করতে যাচ্ছিল। এ ছাড়া এ সময়ে এক্সিকিউটিভ রিসেপশন কক্ষে এদের আসার প্রশ্নই নেই। কিন্তু এরা কীভাবে এর মধ্যে জড়াল আর এরা কারা? এদের সুটকোটের নীচে হোলস্টারের আবছা আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এরা কি পুলিশ? মাফিয়া নাকি কেজিবি? বার্নি এ কোন্ ধরনের লোকের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছে?

'ওয়েল, আমার এখন কাজে যাওয়া দরকার। বার্নি যে কোন সময় চলে আসবেন। আপনারা যদি যাবার অনুমতি দেন তো...'

'অবশ্যই। আপনি আপনার কাজে যেতে পারেন।'

চারটে করিডর এসে মিলেছে রিসেপশন এলাকায়। অন্যান্য বিভাগীয় নির্বাহীর মত ডেভের অফিসও দক্ষিণ হলের শেষ মাথায়। বার্নির অফিস ভবনের বিপরীত প্রান্তে, উত্তরপুব কোনা দখল করে রেখেছে। তাঁর অফিস থেকে অন্য সবার অফিস দেখা যায়। কর্পোরেট স্টাফ অফিসার–এদের মধ্যে আছে ফিন্যান্স, লিগাল অ্যাফেয়ার্স, হিউম্যান রিসোর্স ইত্যাদি–সবার অফিস পুবে। পশ্চিমে, সরু একটা হল দিয়ে এগিয়ে গেলে ডাবল গ্লাসের দরজা, তারপর এলিভেটর।

ডেভ পশ্চিমে কদম বাড়াল।

ভুল করেছ, গর্দভ, ভুল করেছ! তুমি বলেছ কফি মেকার এ ফ্লোরে আছে।

বলেছ তুমি একজন কর্পোরেট অফিসার। তুমি কেন এলিভেটরের দিকে যাবে?

ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল ডেভ। লোক দুটো ওর দিকে তাকিয়ে আছে। চেহারার ভাব বদলে গেছে।

মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো ডেভ। 'এলিভেটরে কি ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল পত্রিকাটি আপনাদের চোখে পড়েছে? হকাররা কাচের দরজার ওপাশে পত্রিকাটি রেখে যায়।' দুর্বল, তবু তো একটা চেষ্টা করে দেখল ও।

র‍্যানসম নামের লোকটা ডানে-বামে মাথা নাড়ল। তার চোখের দৃষ্টি ভাবলেশশূন্য।

মাথা ঝাঁকিয়ে পুবে রওনা হলো ডেভ। রিসেপশন রুম হয়ে হল-এর দিকে এগোচ্ছে। পিঠের মাঝখানটায় যেন কেউ উত্তপ্ত শলাকা গেঁথে রেখেছে। গত পঁচিশ বছরে এ ধরনের অদ্ভুত অনুভূতি আর কখনও হয়নি ওর।

মনে হচ্ছে ওর শরীরের প্রতিটি নার্ভে ধরে গেছে আগুন। কপালে ঘাম ফুটল, গাল বেয়ে নামছে। গলা ঠেলে উঠে আসতে চাইছে বমি। তীব্র বিবমিষা জাগছে।

ডেভ হল-এ এসে পড়েছে। *আর দশ সেকেন্ড তারপরই তুমি দৃষ্টি সীমার বাইরে।* ডেভের ইচ্ছে করল গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ছুট দেয়। টের পেল হাঁটু কাঁপছে। পাঁজরের সঙ্গে দড়াম দড়াম বাড়ি খাচ্ছে কলজে। *শান্ত থাকো, তুমি পারবে। যেভাবে পেরেছ পুরানো দিনগুলোতে।*

হলওয়ের চব্বিশ ফুট দূরে ছোট একটা কোণ। ফটোকপিয়ার রাখার জন্য জায়গাটা তৈরি করা হয়েছিল। কোণটা পার হয়ে এসেছে ডেভ, র‍্যানসমের নরম, টেনে টেনে কথা বলার সুর ভেসে এল পেছন থেকে। 'মি. এলিয়ট, একটা কথা।'

'জ্বী।'

ওহ্, শিট!

অধ্যায় ৪

ডেভ চট করে কিনারার ফাঁকা জায়গাটায় ঢুকে গেল। দেয়ালের সঙ্গে দুম করে বাড়ি খেল কাঁধ। দেয়ালের প্লাস্টার খসিয়ে দিল চারটে বুলেট। চুন-সুড়কি ছিটকে গেল বাতাসে। চোখে ধুলো ঢুকে জ্বালা করে উঠল চোখ। মেঝেয় ঝাঁপ দিল ডেভ, বার্নির পিস্তল বের করার জন্য হাতড়াচ্ছে পকেট। দেয়ালে আরও দুটো গর্ত সৃষ্টি হলো। শুধু দুপ্ দুপ্ আওয়াজ শুনতে পেল ডেভ। র‍্যানসম এবং কারলুচ্চি সাইলেন্সার ব্যবহার করছে।

চিৎ হলো ডেভ, পেছনের দেয়ালে আশ্রয় নিল। ক্ষুদে অটোমেটিকের স্লাইড ধরে টানল। তারপর বাড়ল সামনে।

কারলুচ্চি হলওয়েতে ঢুকছে, র‍্যানসমের এক কদম সামনে। দু'হাতে ধরে আছে বন্দুক। যেখানে শুয়ে আছে তার অনেক ওপরে সে পিস্তলের মায্‌ল্ টার্গেট করেছে। পরপর দু'বার গুলি করল ডেভ। আবারও দু'বার। ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল কারলুচ্চি। তার শার্টের পকেট চোখের পলকে রক্তাক্ত হয়ে গেছে। হাঁ করা মুখ দিয়ে ফিসফিস করে বেরুল,

'মেরী, ঈশ্বরের মা, দয়া করো...' ডেভ গড়ান দিয়ে ফিরে এল আগের জায়গায়।

এখনও রিসেপশন রুমে দাঁড়িয়ে থাকা র‍্যানসম ডেভের দিকে খামোকাই একটা গুলি ছুঁড়ল। লাগল না গুলি।

ডেভ কৌতুকের দৃষ্টিতে হাতের তালুতে ধরা ছোট্ট চকচকে পিস্তলটি দেখছে। ওর গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল বলছে, *এটা অনেকটা বাইসাইকেলে চড়ার মত, না? একবার পিস্তল চালাতে শিখলে আর ভুলে যাবার অবকাশ নেই।*

র‍্যানসমের নীচু তবে স্পষ্ট গলা ভেসে এল রিসেপশন এলাকা থেকে। 'প্যাট্রিজ, দিস ইজ রবিন। গ্রাস ইজ ডাউন। আয়্যাভ ইনকামিং। রিপিট, আয়্যাভ ইনকামিং।

বেশ, বেশ। ওর কাছে রেডিও আছে এবং সঙ্গী সাথীও রয়েছে।

র‍্যানসম বিরতি দিল। ওধার থেকে কী জবাব শুনল বুঝতে পারল না ডেভ।

'অ্যাফারমেটিভ অন দ্য উইপনস টীম, প্যাট্রিজ। নেগেটিভ অন দা মেডিক।

ডাক্তার পাঠিয়ে লাভ হবে না। ভবন সিল করার প্রয়োজন নেই। দিস ইজ সাপোজড টু বী আ প্রাইভেট পার্টি। কাজেই ওভাবেই খেলতে দাও।' আবার দু'এক মুহূর্ত চুপ করে রইল সে। 'রেকর্ড রাখার জন্য বলছি লোকটা ছয় ফুট এক ইঞ্চি লম্বা, ওজন ১৭০ পাউন্ড, হালকা-পাতলা গড়ন, চুলের রঙ হালকা বাদামী। চোখের রঙ বাদামী। চশমা ব্যবহার করে না। চেহারায় চোখে পড়ার মত কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। শুধু বাঁ হাতে একটা ব্যান্ডেজ বাঁধা। পরনে খাকি রঙের লাইটওয়েট সুট, দুই বোতামঅলা জ্যাকেট, ভেস্ট নেই। সাদা শার্ট, হলুদ টাই তাতে নীল নকশা। বাঁ হাতে সোনার ঘড়ি। কড়ে আঙুলে বিয়ের রিং। আরেকটা কথা–রেকর্ডে লিখে রাখো সে একজন সশস্ত্র এবং বিপজ্জনক মানুষ।' থামল র‍্যানসম। তারপর বলল, 'এখন? এখন তো অস্ত্র হাতে নিজেকে কেউকেটা ভাবতে শুরু করেছে। ভাবছে পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণে। আসলে তা নয়।' শেষ বিরতি দিল র‍্যানসম।

'নো প্রবলেম। আমরা অপেক্ষা করতে পারব। আমাদের কেউ কোথাও যাচ্ছি না। রজার, পঁয়তাল্লিশ তলা, দ্যাটস অ্যান অ্যাফারমেটিভ। রবিন আউট।'

র‍্যানসমের কণ্ঠ শীতল, আবেগের ছিটেফোঁটাও নেই তাতে। তার কণ্ঠে আঞ্চলিকতার টান ডেভের ঘাড়ের পেছনের চুলগুলো খাড়া করে দিল। আগের চেয়েও দ্রুতগতিতে ধড়াশ ধড়াশ লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। ওই কণ্ঠ, ওই ভয়ংকর অ্যাপালাচিয়ান কণ্ঠ ডেভকে মনে করিয়ে দিচ্ছে সার্জেন্ট মাইকেল মুলিনসকে। মারা গেছে সার্জেন্ট মুলিনস। আর্মিতে থাকাকালীন এ লোক ডেভদের ইন্সট্রাক্টরের কাজ করত। ভয়ানক কঠোর ছিল তার ট্রেনিং। সে বলত 'যদি শোনো গুলি ছুটে আসছে তোমার দিকে, আতংকিত হবে না। ভয়ে কুঁকড়ে যাবে না। তুমি চিন্তা করবে। ভাববে কীভাবে বিপদের কবল থেকে রক্ষা মিলবে। শুধু যুক্তি এবং কারণই তোমাকে রক্ষা করতে পারবে।'

পঁয়তাল্লিশ তলার লে-আউট মনে করার চেষ্টা করছে ডেভ। সে যে করিডরে আটকা পড়ে রয়েছে এটা গেছে পুব দিকে, আধ ডজন ইনার অফিস রয়েছে এখানে। এসব অফিসে বসে এক্সিকিউটিভ ক্যাডারদের এইড এবং সহকারীরা। এসব অফিসের দরজাগুলো একটার থেকে আরেকটার দূরত্ব বারো ফুট। করিডরের শেষ প্রান্তে হলকে ভাগ করেছে আরেকটি করিডর। এ করিডরটি ভবনের চারপাশটা ঘিরে রেখেছে। ওখানে এক্সিকিউটিভরা বাস করে।

আরেকটা জিনিস আছে। ফায়ার এক্সিট। মোট তিনটে ফায়ার এক্সিট। ফায়ার এক্সিটের দরজা ভারী ধাতবের তৈরি। ওই দরজা খুলে সিঁড়িতে যাওয়া

যায়। এক্সিটগুলোর একটি এ হলের কোথাও আছে...কোথায়? সম্ভবত কুড়ি/ত্রিশ ফুট দূরে, অনুমান করল ডেভ। কিন্তু র‍্যানসম যদি ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন হয়, সে এরকম হবে বলেই ডেভের ধারণা, সেক্ষেত্রে ওখানে পৌঁছার আগেই গুলি খেয়ে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে ডেভের শরীর।

কিন্তু তুমি তো এমনিতেও মারা যাচ্ছ, তাই না, র‍্যানসম একটু আগে একটি উইপনস টীমের সঙ্গে কথা বলেছে। ওরা সম্ভবত এখন লবিতে, এলিভেটরে চেপে উঠে এল বলে। বন্ধু, তুমি হয়তো আর তিন/চার মিনিট নিঃশ্বাস নেয়ার সুযোগ পাবে।

ডেভ হাত দুটো মুখের সামনে জড়ো করে হাঁক ছাড়ল, 'হেই, র‍্যানসম।'

'বলুন, মি. এলিয়ট, আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?' ভাবলেশশূন্য র‍্যানসমের কণ্ঠ।

'তোমার বন্ধু কারলুচ্চির জন্য আমি দুঃখিত।'

'দুঃখ পাবার কোনও কারণ নেই। লোকটার সঙ্গে আমার কোনও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না।'

'বেশ। কিন্তু নিশ্চয়ই স্বীকার করবে দোষটা তোমারই ছিল।'

'তাই নাকি?' র‍্যানসমের কণ্ঠে আগ্রহের তিল মাত্র নেই। 'কীভাবে?'

'তুমি একজন সিনিয়র মানুষ। তোমার ভাবা উচিত ছিল আমি যদি বার্নিকে অজ্ঞান করে থাকি, তাহলে ওর অস্ত্রটাও হাতিয়ে নেব।'

অল্পক্ষণ চুপ করে রইল র‍্যানসম। তারপর বলল, 'ঠিক বলেছেন।' তার কণ্ঠ এখনও ভাবাবেগ বর্জিত।

নাহ্, এভাবে কাজ হবে না। এসব বলে লোকটাকে খেপিয়ে তোলা যাবে না। কে জানে, উইপন্স টীম হয়তো এতক্ষণে এলিভেটরে চড়ে বসেছে।

ডেভ যেখানে লুকিয়েছে সেই ফাঁকা জায়গাটায় চোখ বুলাল। দেয়ালের মধ্যে তিন ফুট গভীর একটা গর্ত। দেয়ালের গায়ে লাল ছোট একটি বক্স। তাতে লেখা ALARM-FIRE.

ব্যান্ডেজ বাঁধা বাম হাতটা বাড়িয়ে ফায়ার অ্যালার্ম বক্স খুলল ডেভ, টান মেরে নামিয়ে দিল লিভার। বিকট সুরে হলঘরে ছড়িয়ে পড়ল সাইরেনের আওয়াজ। যেন ধাতব চাদর কাটা হচ্ছে করাত দিয়ে। ডেভের কান ফেটে যাবার জোগাড়।

সাইরেনের আওয়াজ ছাপিয়ে শোনা গেল র‍্যানসমের গলা। 'কোনও লাভ হবে না, মি. এলিয়ট। আমরা সবাই বুঝতে পারব এটা একটা ফলস অ্যালার্ম।'

ডেভ চেঁচাল, 'ভালো করে ভেবে বলো, র‍্যানসম।'

'মানে...অ! বুঝতে পেরেছি, মি. এলিয়ট। আপনি অ্যালার্ম বাজিয়ে আসলে

এলিভেটরগুলো বন্ধ করে দিলেন। আপনি জানেন অ্যালার্ম বাজলে কোনও এলিভেটরই ওপরে উঠে আসবে না, বরং নীচে চলে যাবে। বেশ, বেশ। দারুণ একটা বুদ্ধি বের করেছেন আপনি।'

'ধন্যবাদ।'

'অভিনন্দন, তবে এতে আপনি হাতে সময়ে পাবেন ভাবলেও ভুল করছেন। কারণ আমার লোকেরা সিঁড়ি ব্যবহার করবে।'

চুপ হয়ে গেল র‍্যানসম। না, ওর চুপ করে থাকা চলবে না। ও হয়তো রেডিওতে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করছে।

'র‍্যানসম!'

'বলুন, মি. এলিয়ট,' সাড়া দিল র‍্যানসম। বন্ধ হয়ে গেছে অ্যালার্ম।

'তোমার নাম কি সত্যি র‍্যানসম?'

'না।'

'তাহলে কি জন?'

'না।'

'তাহলে বলবে তোমার নাম কী?'

'না।'

'তোমাকে র‍্যানসম বলে ডাকা যাবে কি? নাকি জন বলে ডাকব?'

একটু ভেবে জবাব দিল র‍্যানসম। 'র‍্যানসমই ভালো।'

'বেশ। তবে র‍্যানসমই থাকুক। মি. র‍্যানসম, তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

'বলুন।'

'তুমি এখানে কেন এসেছ? মানে এসব ঘটছে কেন?'

'দুঃখিত, এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না। শুধু এটুকু বলি এর মধ্যে কোনও ব্যক্তিগত ব্যাপার নেই। আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন।'

তেতো গলায় ডেভ বলল, 'অনেক ধন্যবাদ, তুমি বলতে পারবে না কেন? আমার জানার দরকার নেই?'

'অনেকটা সেরকমই।'

'বেশ। তাহলে বলো আমার অপশন কী আছে? আমরা কি কোনও চুক্তিতে আসতে পারি না?'

'না, পারি না, মি. এলিয়ট। এর অবসান ঘটানোর একটিই মাত্র রাস্তা আছে। আপনি আপনার সামরিক অভিজ্ঞতা দিয়ে বিষয়টি চিন্তা করুন তাহলেই বুঝতে পারবেন আমি কী বলতে চাইছি।'

ঠোঁট কামড়াল ডেভ। এ লোক তার আর্মি রেকর্ড সম্পর্কে কী জানে? আর

সে বিষয়ে কথা বলার সাহসই বা পেল কী করে?

'তুমি কী বলতে চাইছ?'

র‍্যানসমের গলা সেকেন্ডের জন্য সতর্ক শোনাল। 'গত রাতে আমি আপনার পুরানো ২০১ নাম্বার ফাইলটি পড়েছি।'

গত রাতে? হোয়াট দ্য হেল...?

বলে চলেছে র‍্যানসম, 'ওই ফাইল পড়ে বুঝতে পারলাম আমি আর আপনি একই স্কুলে পড়াশোনা করেছি, একই ক্লাসে। আপনি ছিলেন R.O.T.C বয়। আমি ৯০ দিনের জন্য ওখানে ছিলাম। আমরা একই ইউনিটে এবং একই জায়গায় ছিলাম। একই C.O-র কাছে রিপোর্ট করতাম দু'জনে...

'মাম্বা জ্যাক,' মুখ ফস্কে নামটা বেরিয়ে এল।

'জ্বী, কর্নেল ক্রুয়েটার। আপনার মত আমিও তাঁর একই দলে ছিলাম। আর জ্যাক শুধু এক ধরনের মানুষই ভাড়া করতেন–আমার ধরনের মানুষ, আপনার ধরনের মানুষ।'

ডেভ বলল, 'কিন্তু সে তো অনেকদিন আগের কথা। আমি তো এখন ওসবের ধারে কাছেও নেই।'

'তাতে কিছু আসে যায় না। আপনি যখন একবার আমাদের দলে যোগ দিয়েছেন তো সব সময়ের জন্য আমাদের একজন হয়ে থাকবেন।' র‍্যানসমের পাহাড়ি উচ্চারণ এখন কাঁপছে, কণ্ঠে যোদ্ধার উল্লাস।

'এ যেন কম্যুনিস্ট কিংবা ক্যাথলিক হবার মত। একবার গ্রহণ করলে আর ত্যাগ করা যায় না। নিজের কথাই একবার ভাবুন। আপনার ভেতরে সেই মুভমেন্টগুলো সবই রয়ে গেছে। আপনি এখনও একজন প্রফেশনাল।'

'আমার ভাগ্যটা ভালো।'

'কিন্তু আমার তা মনে হয় না, এখন দয়া করে আপনার খুদে অস্ত্রটা ছুঁড়ে দিন আমার দিকে। তারপর হাঁটুর ওপর ভর করে, হাত কোমরের পেছনে রেখে, মাথা নীচু করে লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে আসুন। আর যদি তা না করেন, মি. এলিয়ট, ঈশ্বরের দোহাই, আমি রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়ে দেব।'

'জেসাস!' আর্তনাদ করে উঠল ডেভ। 'এটা একটা প্রস্তাব হলো?'

'প্রস্তাবটা ভেবে দেখুন। আপনি যত দেরি করবেন পরিস্থিতি ততই খারাপের দিকে মোড় নেবে।'

'আহ্...মানে...এ প্রস্তাবটা ঠিক...ইয়ে...' বলে হাতটা ঝট্ করে উঁচু করল ডেভ, জ্যাকেট ছুঁড়ে দিল শূন্যে। সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দ গুলি বৃষ্টি হলো ওটার ওপর। শূন্যে থাকতে থাকতেই জ্যাকেটের দফারফা হয়ে গেল।

হাসল ডেভ। মনে করার চেষ্টা করছে র‍্যানসম ক'বার গুলি করেছে।

অধ্যায় ৫

যুদ্ধ বিরোধী ছিল না সে। পঁচিশ বছর আগে সে যুদ্ধ একটুও ঘৃণা করত না। কিন্তু অন্য লোকেরা করত। কিন্তু ডেভ এলিয়ট নয়। সে বরং উপভোগ করত এটা।

যুদ্ধ তার কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠত যদি তার শত্রু কিংবা প্রতিপক্ষ থাকত দক্ষ ও সুচতুর। তারা যত চতুর ও দক্ষ হতো, তত খুশি হতো ডেভ। লড়াইটা তার কাছে স্রেফ একটা খেলা মনে হতো...

'র‍্যানসম, আমি কল্পনাও করিনি তুমি আমার জ্যাকেটটার বারোটা বাজাবে।' বলল ডেভ।

'আমার এ ছাড়া কিছু করারও ছিল না, মি. এলিয়ট। আমার অবস্থান থেকে বিষয়টি বিশ্লেষণের চেষ্টা করুন। আমি স্রেফ আমার কর্তব্য পালন করছি।' যদিও র‍্যানসমের কণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনার সুর একেবারেই অনুপস্থিত।

কাম অন, র‍্যানসম। কাজটা করো। প্লীজ, র‍্যানসম, প্লীজ। তুমি জান কাজটা তোমাকে করতেই হবে।

ডেভের হৃৎপিণ্ড পাঁজরের গায়ে দড়াম দড়াম বাড়ি খাচ্ছে। লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস নিচ্ছে সে। রক্ত চলাচল দ্রুত করতে চাইছে। কারণ একটু পরে সে যে কাজটা করবে তাতে অ্যাড্রেনালিন হাই হওয়া দরকার।

এখন থেকে যে কোনও মুহূর্তে ঘটবে ঘটনা...

শব্দটা হলো খুবই আস্তে, প্রায় অস্পষ্ট স্রেফ ছোট্ট একটা আওয়াজ—ক্লিক। পিস্তলের বাট থেকে ম্যাগাজিন বের করে নেয়া হলো। র‍্যানসম খালি ম্যাগাজিনটা বের করেছে। আর এ সুযোগটার অপেক্ষাতেই এতক্ষণ ছিল ডেভ।

ফায়ার অ্যালার্মের লিভার ধরে টান দিল ডেভ। ওটার ওপর ভর করে সিধে হলো। আর্তনাদ করে উঠল সাইরেন, ওটার বিকট নিনাদে ভরে গেল ঘর। ফাঁকা জায়গাটা থেকে চরকির মত ঘুরে বেরিয়ে এল ডেভ। তারপর ছুটল। সকালে ও যত জোরে দৌড়ায় এ মুহূর্তে তার দ্বিগুণ জোরে ছুটছে। ছুটছে জন র‍্যানসমের দিকে যার হাতে এ মুহূর্তে খালি একটি পিস্তল, যে পিস্তলে গুলি ভরতে ব্যস্ত।

র‍্যানসম রিসেপশন রুমের ফ্লোরে উপুড় হয়ে বসে খালি পিস্তলে গুলি

ভরছিল। থুতনিতে চেপে রেখেছে খালি ক্লিপ। মুখ তুলে তাকাতেই দেখতে পেল ডেভকে। ক্রোধ ফুটল র‍্যানসমের মুখে। জানে তার দফা সারা।

ডেভ র‍্যানসমের কাছ থেকে আর পাঁচ হাত দূরে। আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে তার মুখের সামনে উঠে গেল হাত।

ফোর্ট ব্রাগে ডেভদের ইন্সট্রাক্টর ওদেরকে আন আর্মড কমব্যাট ট্রেনিংয়ের সময় পইপই করে বলে দিয়েছিলেন হাতাহাতি লড়াইয়ের প্রতিপক্ষকে কখনও লাথি কষতে যাবে না। কারাতে, জুডো এবং কুংফুতে যা দেখেছ বা শুনেছ সব ভুলে যাও। ভুলে যাও ব্যাটম্যান এবং গ্রীন হর্নেট-এ দেখা ব্রুসলীকে। ওগুলো হলিউডি ছায়াছবি, আসল পৃথিবী নয়। বাস্তব পৃথিবীতে তুমি যখন তোমার প্রতিপক্ষকে শূন্যে পা তুলে লাথি মারতে যাবে, সে অন্তত কুড়িটি কৌশল অবলম্বন করতে পারে যার মধ্যে উনিশটিতেই তুমি মারা যেতে পার। কাজেই লাথি মারা চলবে না। ড্রিল সার্জেন্ট বারবার বলেছেন এ কথা। লাথি মারবে না!

ডেভ র‍্যানসমের মুখে লাথি মারল।

একই স্কুল এবং একই ক্লাস? তুমি তো তা-ই বললে মি. র‍্যানসম? কাজেই তুমি নিশ্চয় আশা করনি আমি তোমাকে লাথি মারব?

ডেভের লাথি সরাসরি আঘাত হানল র‍্যানসমের বাম গালের নীচে। বাড়ি খেয়ে মাথাটা হেলে গেল পেছনে, উল্টে পড়ে গেল র‍্যানসম। বর্শার মত ডেভের ডান কনুই ভয়ংকর বেগে নেমে এল নীচে, আঘাত করল সোলার প্লেক্সাসে। র‍্যানসমের মুখ সঙ্গে সঙ্গে রক্তশূন্য। ডেভ হাত তুলল, হাতের আঙুলগুলো খাড়া করে প্রস্তুত হলো র‍্যানসমের থুতনিতে প্রচণ্ড এক কারাতে চপ মারার জন্য।

তবে মারল না ডেভ। নিথর হয়ে গেছে র‍্যানসমের শরীর, মুখটা ঢলে পড়ল একপাশে, বুজে গেল চোখ।

ডেভ র‍্যানসমের ঘাড়ে মারল। নড়ল না র‍্যানসম। ডেভ র‍্যানসমের ডান চোখের পাতা তুলে দেখল। সাদা অংশ দেখা যাচ্ছে। চোখের পাতা টেনে ধরলে বেশিরভাগ মানুষের চোখের মণি নড়াচড়া করে। তবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোক অজ্ঞান হয়ে যাবার ভান করতে পারে। ডেভ র‍্যানসমের চোখের সাদা অংশে আঙুলের ডগা দিয়ে খোঁচা দিল। র‍্যানসমের চোখ কুঁচকে গেল না। না, এতটা ভান করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। র‍্যানসম সত্যি অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ডেভিড এলিয়টের এ মুহূর্তে যে কোনও কিছুর চেয়ে দরকার একটি সিগারেট।

ওয়ালেটের কার্ডে লেখা জন মাইকেল র‍্যানসম দ্য স্পেশালিস্ট কনসাল্টিং গ্রুপ নামে একটি প্রতিষ্ঠানের ভাইস প্রেসিডেন্ট। আর মৃত মার্ক কারলুচ্চি একই

প্রতিষ্ঠানের একজন সিনিয়র সহযোগী। তবে দু' লোকের কারও বিজনেস কার্ডেই কোনও ঠিকানা লেখা নেই, শুধু একটি ফোন নাম্বার ছাড়া এরিয়া কোড ৭০৩-ভার্জিনিয়া। নেই বাড়ির ঠিকানা কিংবা ড্রাইভিং লাইসেন্স, আছে স্রেফ একটি পোস্টবক্স নাম্বার-র‍্যানসম এবং কারলুচ্চির বক্স নাম্বার একই।

'স্প্যারো, দিস ইস প্যাট্রিজ, রিপোর্ট,' কারলুচ্চির কালো রঙের মিনিয়েচার রেডিও খড়মড় করে উঠল। রেডিওর গায়ে প্রস্তুতকারী সংস্থার নাম লেখা নেই। কারলুচ্চি বেল্টে বেঁধে রেখেছিল রেডিওটি। ডেভ এখন নিজের বেল্টে রেডিওটি বেঁধে রেখেছে।

'রজার। দিস ইজ স্প্যারো।'

'তোমার কোথায় এবং তোমার E.T.A কী?'

'আমরা চৌত্রিশ তলার সিঁড়িতে। আমাদের শ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদেরকে আরও তিন মিনিট সময় দাও, প্যাট্রিজ।'

'তিন মিনিটেই চলবে, রবিন?'

র‍্যানসমের টানাটানা গলায়, অ্যাপালাচিয়ান স্বর নকল করার চেষ্টা করল ডেভ। 'চলবে।'

'রজার। ঠিক আছে, বিশ্রাম নাও, স্প্যারো। প্যাট্রিজ আউট।'

ডেভ র‍্যানসমের কাছ থেকে পিছিয়ে গেল। যদিও লোকটা অজ্ঞান এবং তার বেল্ট দিয়েই তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে, তবু কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না ডেভ। সে র‍্যানসমের ওপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও চোখ সরায়নি। এমনকী মার্ক কারলুচ্চির হাত থেকে পিস্তল সরানোর সময়েও।

রিসেপশন ডেস্কের ফোন তুলে নিল ডেভ। বাইরের সংযোগ পেতে ৯ টিপল। তারপর র‍্যানসমের বিজনেস কার্ডের নাম্বারে ডায়াল করল। লাইন সংযোজিত হবার সময় একটা বিরতি থাকল। তারপর ও প্রান্ত থেকে ধাতব একটি কণ্ঠ সাড়া দিল, 'এন্টার অথরাইজেশন কোড।'

'হ্যালো, আমি মি. র‍্যানসমের সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'এন্টার অথরাইজেশন কোড নাউ,' বলল স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটার টেলিফোন অপারেটর। ডেভ কতগুলো টেলিফোন বোতাম টিপল, একটি নাম্বার ঢোকাল।

'অ্যাকসেস ডিনাইড।' ক্লিক।

কাঁধ ঝাঁকাল ডেভ। জবাব পেতে চাইলে অন্য কোথাও চেষ্টা করতে হবে।

র‍্যানসমের কাছে ফিরে এল ডেভ। লোকটা এখনও অজ্ঞান। তবে জ্ঞান থাকলেও মুখ খুলত কিনা সন্দেহ। র‍্যানসম সহজে মুখ খোলার মানুষ নয়। তাকে বহুক্ষণ জেরা করতে হবে-MAN-SOG ধরনের ইন্টারোগেশন করে ওকে ভেঙে ফেলতে হবে।

ডেভ র‍্যানসমের ওয়ালেট তার বুকের ওপর ছুঁড়ে ফেলতে গিয়েও থেমে গেল। খুলল ওয়ালেট। ভেতরের টাকা বের করে গুণল। তিরাশি ডলার। কাজটা করতে সায় দিচ্ছে না মন তবু করতে হচ্ছে। কারণ টাকার দরকার হতে পারে। নিজের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা হবে আত্মহত্যার নামান্তর। আমেরিকার প্রতিটি কার্ড ট্রানজেকশন হয় ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে। দোকান থেকে কিছু একটা কিনলেন, দোকানী আপনার ক্রেডিট কার্ড ধূসর রঙের ভেরিফোন টার্মিনালে ঢুকিয়ে দিল। ভেরিফোন বক্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্রেতার আইডেনটিটি সনাক্ত করে। কেউ যদি জানতে চায় আপনি কোথায় আছেন—তাকে শুধু কম্পিউটারের কয়েকটি বোতাম টিপলেই চলবে। নিমিষে জেনে যাবে আপনার অবস্থান।

ডেভ র‍্যানসমের টাকাটা আরেকবার গুণে নিজের পকেটে ঢোকাল। তারপর কার্লুচ্চির পকেট খালি করল। কার্লুচ্চির ওয়ালেট আছে সাতষট্টি ডলার। বার্নি লেভির পকেটও হাতানো দরকার ছিল, কিন্তু দেরি হয়ে যাবে বলে ওদিকে আর গেল না ডেভ।

ডেভ পশ্চিমে, ফায়ার ডোর অভিমুখে পা বাড়াল, চলে এল সিঁড়িতে। যদি ভাগ্য সহায়তা করে তিন সিঁড়ি মাড়ালেই সে সাহায্য পেয়ে যাবে।

অধ্যায় ৬

প্রতিটি অফিসেই ফায়ার স্টেয়ার রয়েছে। সাধারণত এগুলো কংক্রিটের হয়, কিছু কিছু ইস্পাত দিয়েও তৈরি করা হয়। তবে পুরো বিষয়টি নির্ভর করে বিল্ডিং কোড-এর ওপর। ডেভদের ভবনের ফায়ার স্টেয়ার কংক্রিটের।

সিঁড়িগুলো বেশ প্রশস্ত। তিনজন মানুষ পাশাপাশি হাঁটতে পারবে। একদম ওপরের তলা থেকে নীচ তলা পর্যন্ত চলে গেছে সিঁড়িগুলো। প্রতি ফ্লোরে রয়েছে সাত বাই বারো ফুটের কংক্রিটের প্ল্যাটফর্ম। পঞ্চাশটি ফ্লোরে একশো প্ল্যাটফর্ম। বারোটি করে সিঁড়ি একটি প্ল্যাটফর্ম থেকে আরেকটি প্ল্যাটফর্মকে সংযুক্ত করেছে। কোনও ল্যান্ড মার্ক নেই শুধু ধাতব প্লেটে ফ্লোরের নাম্বার খোদাই করা।

প্রতিটি প্ল্যাটফর্মে ১৮০ ডিগ্রি কোণে বাঁক নিয়েছে সিঁড়ি। বারো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠো তারপর বাঁক ঘোরো। বারো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠো এবং বাঁক ঘোরো। বারো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠো এবং বাঁক ঘোরো। দ্রুত সিঁড়ি বাইতে গেলে ঝিমঝিম করবে মাথা। বিশেষ করে যদি কারও উচ্চতা ভীতি থাকে।

বিল্ডিং-এর টপ পাঁচ ফ্লোর দখল করে রেখেছে হোয়ি অ্যান্ড হ্যামেল, অ্যাটর্নিস-অ্যাট-ল হ্যারি হ্যালিওয়েল, সিনিয়র পার্টনার এবং ডেভের আইনজীবী। সে আটচল্লিশ তলায় প্রকাণ্ড একটি অফিসে বসে। ডেভের মত হ্যারিও খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠে এবং জগিং করতে যায়। দু'জনে প্রায় একই সময়ে হাজির হয় ফিফটিয়েথ এবং পার্ক এভিনিউর মোড়ে। হ্যারি তার মুরে হিল-এর শহরের বাড়ি থেকে দৌড়ে উত্তরে যায় আর ডেভ বিপরীত দিক থেকে জগিং করতে করতে আসে।

হ্যারি ডেভের শুধু ল ইয়ার নয়, ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বটে। পাঁচ বছর আগে, ডেভ এবং হেলেনের বিয়েতে হ্যারি এবং তার বউ সুসান ছিল ওদের বিয়ের 'ম্যাটন অব অনার।' মাসে অন্তত এক দিনের জন্য হলেও এই দুই দম্পতি রাতের বেলা একত্রে শহরে আউটিং-এ বেরিয়ে পড়ে। একবার তারা হাওয়াই থেকে বেরিয়েও এসেছে। তবে প্রায় সারাক্ষণই সৈকতে বসে সেলুলার ফোন নিয়ে ব্যস্ত ছিল হ্যারি।

এ মুহূর্তে ডেভকে যদি কেউ সাহায্য করতে পারে তো সে হ্যারি। মৃদু ভাষী, বুদ্ধিমান হ্যারি হ্যালিওয়েল ল ইয়ারদের ল ইয়ার। তারচেয়েও বেশি, সে সেই স্বল্প সংখ্যকদের একজন যার সংহতি নিয়ে কেউ কখনও প্রশ্ন তোলে না এবং যাকে রাজনীতিবিদ এবং কর্পোরেটের হোমড়া চোমড়ারা 'একজন সৎ দালাল' বলে উপাধি দিয়েছে। হ্যারির সঙ্গে সকলের সুসম্পর্ক। সে ইউনিয়ন, ম্যানেজমেন্ট, বিজনেস কিংবা সরকার যে-ই হোক। এমনকী মাঝে মাঝে দু' দেশের সম্পর্ক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখে হ্যারি। দু'পক্ষে যতই তিক্ততা এবং মতবিরোধ থাকুক না কেন, হ্যারি এমনভাবে সমঝোতার রাস্তা বাতলে দেয়, দু'জনেই সন্তুষ্ট হয়।

এমন কোনও মানুষ নেই যাকে হ্যারি চেনে না, আবার সকল মানুষই যেন হ্যারিকে চেনে। তার মক্কেলদের মধ্যে ফোর্বস-এর ৪০০ মুঘল থেকে শুরু করে মাফিয়া সর্দাররাও আছে। এমন কোনও সমস্যা নেই যা হ্যারি সমাধান করতে পারে না।

ডেভ দ্রুত সিঁড়ি বাইছে। একেকবারে দু'তিন ধাপ। সিঁড়ি বাইছে যেন জীবন বাজি রেখে। আটচল্লিশ তলায় উঠে এল ডেভ। তবে একদমই হাঁপাচ্ছে না।

ফায়ার ডোরে ঠেলা মারল ও। খুলল না।

হাতল ধরে মোচড় দিল। বন্ধ। ফায়ার অ্যালার্মে বিল্ডিং-এর সমস্ত দরজা স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে যায়। এ দরজার হয় কোনও সমস্যা হয়েছে নতুবা র‍্যানসমের লোকজন দরজাটা বন্ধ করে রেখেছে।

কিন্তু ফায়ার ডোরগুলো ওয়ান-ওয়ে। ভেতর থেকে এ দরজা খোলা যায়, বন্ধ করা হয় বাইরে থেকে।

তবে ডেভের কাছে এটা কোনও সমস্যা নয়। ফোর্ট ব্রাগে স্পেশাল ফোর্স ট্রেনাররা তাকে এ ধরনের দরজা সহজেই কীভাবে খোলা যায় তার ট্রেনিং দিয়েছে। এবং ফায়ার ডোরের দরজা খুলতে তেমন বেগ পেতে হলো না ওকে।

হ্যারির অফিসে ঢুকে পড়ল ডেভ। হ্যারির রুমের দরজা ভেজানো। আলো জ্বলছে। হ্যারি ফোনে কারও সঙ্গে কথা বলছে। আবছা শোনা যাচ্ছে কণ্ঠ।

ডেভ দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকল। হ্যারি চেয়ারে বসে আছে, পা টেবিলে। পরনে জগিং করার পোশাক। তার পেছনে বুক কেস উপচে পড়ছে আলগা কাগজপত্র, বাঁধানো ভল্যুম।

আইনজীবী ডেভের দিকে তাকাল, একটা ভুরু টকাশ করে লাফ দিল ওপরে, কথা বলে যেতে লাগল ফোনে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। বুঝতে পারছি। চিন্তা করবেন না। কংগ্রেসকে ম্যানেজ করা যাবে। আমি ববের সঙ্গে কথা বলেছি। একটা কমন গ্রাউন্ড পেয়ে যাব আশা করছি। না, তা মনে হয় না। সত্যি। আমার আরেকটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। এখন ছাড়ব। নিশ্চয়। ইস, সত্যি দুঃখিত আমি চেলসির জন্মদিনের পার্টিটা মিস করেছি। আশা করি ও আমার পাঠানো উপহারটি পেয়ে গেছে। গুড। অবকোর্স। একদম ভাববেন না। জ্বী। বিদায়।'

একটা শ্বাস ফেলে ক্রেডলে ফোন রাখল হ্যারি। হাত দিয়ে রূপোর টিফানি ডি ক্যান্টারে ইঙ্গিত করল।

'কফি চলবে, ডেভিড?'

'ধন্যবাদ।'

'বসো। এবং বলো এই সাত সকালে আমার চেম্বারে তোমার আগমনের হেতু কী?' হাত বাড়িয়ে ডি ক্যান্টার তুলে নিল হ্যারি।

ডেভ একটা চেয়ারে বসল। বিড়বিড় করে বলল, 'হ্যারি, বার্নি আমাকে খুন করতে চেয়েছে।'

আবার হ্যারির ভুরু কাঁপল। ডি ক্যান্টারের ঢাকনি খুলে ভেতরে উঁকি দিল। 'ঠাট্টা করছ নিশ্চয়।'

'না, ঠাট্টা করছি না। এবং সে একা নয়। আরও দু'জন লোক আমাকে মারার চেষ্টা করেছে, হ্যারি। দুই বন্দুকবাজ।'

কফির পাত্রটা ধরে ঝাঁকাল হ্যারি। ভাঁজ পড়ল কপালে। 'হুম্। কফি বোধহয় আধঘণ্টা আগেই শেষ করে ফেলেছি। তবে বেশি কফি খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। বন্দুকবাজ, তাই না? তবে ওরা বোধহয় খুব একটা দক্ষ ছিল না, তাই না? হলে তুমি এতক্ষণে...' থেমে গেল সে, ডি ক্যান্টার শূন্যে ধরে রেখেছে, লক্ষ করছে ডেভকে।

মাথা নাড়ল ডেভ। 'আমি ঠাট্টা করছি না, হ্যারি। পঁয়তাল্লিশ তলায় একটা লাশ পড়ে আছে। সম্ভবত দুটো। আমি বিপদে আছি।'

ডেস্ক থেকে পা নামাল হ্যারি। সিধে হলো। ফিসফিস করল, 'তুমি সিরিয়াস?'

মাথা ঝাঁকাল ডেভ।

'কিন্তু কীভাবে তুমি...'

'ভাগ্যের সহায়তা, হ্যারি। পুরানো রিফ্লেক্স এবং ভাগ্যের সহায়তায় আমি বেঁচে গেছি। যদি শারীরিক শেপ না থাকত এতক্ষণে মরে ভূত হয়ে যেতাম।'

ভুরু কুঁচকে আছে হ্যারি। ভাবছে।

'আমার সাহায্য দরকার।' বলল ডেভ।

হ্যারি তার প্রাকটিস করা পেশাদারী হাসিটি উপহার দিল যে হাসি দেখলে তার মক্কেলরা নিরাপদ বোধ করে।

'সাহায্য তুমি পাবে। তবে সবার আগে তোমার দরকার কফি। আমারও।' ডেস্কের পেছন থেকে বেরিয়ে এল সে।

'আমাদের দু'জনেরই এখন ক্যাফেইন প্রয়োজন। আমি কফি নিয়ে আসি।'

ডেভকে পাশ কাটিয়ে দরজায় পা বাড়াল হ্যারি। তবে টাইমিং-এ গোলমাল করে ফেলল সে। যদি না করত তাহলে ডেভ চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেত না রূপোর ভারী পাত্রটা ওর মাথার ওপর নেমে আসছে।

ঝট্ করে বামে সরে গেল ডেভ। কফির পাত্র সশব্দে আছড়ে পড়ল ওর চেয়ারের পিঠে, এক ইঞ্চির জন্য স্পর্শ করল না খুলি। হ্যারির হাত থেকে ছিটকে গিয়ে কার্পেটের ওপর পড়ল কফির পাত্র।

'হ্যারি, এটা কী...?' খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে ডেভ।

মুখ লাল হয়ে গেছে হ্যারির, চেহারা বিকৃত। দরজার দিকে পিছু হঠছে।

'তুমি একটা মরা মানুষ, এলিয়ট! একটা মরা মানুষ!'

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডেভ। হাঁ হয়ে আছে মুখ। ওর পেটের ভেতরটা হঠাৎ ভীষণ শীতল লাগল। 'হ্যারি...'

হ্যারি ঘুরেই এক ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অধ্যায় ৭

নাহ্, ভাগ্য এখন পর্যন্ত ওকে সহায়তা করছে না। ইনটুইশন দ্বারা চালিত হচ্ছে ডেভ। ওর এখন একটা পরিকল্পনা দরকার।

র‍্যানসম প্রফেশনাল, তার লোকজনও তাই। লবিতে লোক থাকতে পারে যারা এলিভেটর এবং ফায়ার স্টেয়ারের দিকে নজর রাখছে। ডেভের চেহারার বর্ণনা ওদেরকে দিয়েছে র‍্যানসম, বলছে কী পোশাক পরে আছে সে। এ সময়ে লবি ফাঁকা। ডেভ বিল্ডিং থেকে পালাবার চেষ্টা করলেই ধরা পড়ে যাবে।

ফোনে কারও কাছে সাহায্য চাইবার প্রশ্নই ওঠে না। সে তার বন্ধু, স্ত্রী কিংবা বাইরে ফোন করতে পারবে না। এমনকী পুলিশে খবর দেয়ারও অবকাশ নেই। অন্তত এ মুহূর্তে নেই। অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জানতে পারছে কেন তার বস্, তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুসহ কয়েকজন মানুষ তার লাশ দেখতে চাইছে।

লুকোবার একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে ডেভকে। সেখানে লুকিয়ে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে প্ল্যান আঁটতে হবে ওকে। কোথায় লুকাবে সে জায়গাটার কথা জানা আছে ডেভের।

চল্লিশ তলায় নেমে এসেছে ডেভ। এখানে সেনটেরেক্সের নিু আয়ের মানুষজন কাজ করে। এদের জন্য পার্টিশন দেয়া ছোট ছোট কিউবিকল আছে। এ শ্রেণীভূক্ত মানুষগুলোর মধ্যে রয়েছে জুনিয়র অ্যাকাউনটেন্ট, অর্ডার এন্ট্রি ক্লার্কসহ অন্যান্য শ্রমিক। এরা সকাল ন'টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত অফিস করে। এ মুহূর্তে গোটা ফ্লোর খালি থাকার কথা।

চল্লিশ তলায় এমপ্লয়িদের ক্যাফেটেরিয়া আছে। ক্যাফেটেরিয়ারটির দেয়াল সাদা রঙ করা, ফরমিকার টেবিল, কয়েকটি ভেন্ডিং মেশিন রয়েছে। ওগুলোর পাশ দিয়ে যাবার সময় থেমে দাঁড়াল ডেভ। ঘুরল। ক্যাফেটেরিয়া থেকে একটা জিনিস দরকার ওর। *আসলে দুটো জিনিস...*

চুরি করা টাকা থেকে একটা ডলার ঢোকাল ডেভ চেঞ্জ মেশিনে। চেঞ্জ স্লটে ঝনঝন শব্দে পড়ল চারটে সিকি। দুটো সিকি ঢোকাল কফি মেশিনে।

ডিসপেন্সারে ঢুকে গেল কাগজের একটি কাপ! ঢেকুর তোলার মত শব্দ করল মেশিন। কাগজের কাপড়ের ধোঁয়া ওঠা বাদামী তরল বমি করে দিল। ডেভ কাপটা হাতে নিল।

বাপরে! টগবগ করে ফুটছে যেন!

চুমুক দিল ডেভ। জিভ পুড়ে গেল। ইক! কী বিশ্রী স্বাদ! আর্মিতে থাকাকালীন কেবল এরকম জঘন্য, স্বাদের কফি পান করেছে ডেভ। ইতস্তত করে দ্বিতীয় চুমুক দিল ও কফির কাপে। নাহ্, এ কফি পান যোগ্য নয়।

ডেভ হেঁটে গেল কাউন্টারে। এখানে ক্যাফেটেরিয়ার গুঁড়া মশলা, চাটনি, আচারসহ ছুরি, কাঁটাচামচ ইত্যাদি রাখা হয়। ও দুটো স্টেনলেস স্টীল এর কাটাচামচ এবং একটা টেবিল নাইফ তুলে নিল। তারপর লঘু পায়ে ফিরে এল করিডরে। চারপাশে তাকাল। কিনারে দেখতে পেল আকাংখিত ঘরটি। সাদা রঙের দরজা। দরজায় ধূসর সাইনবোর্ড : **রুম ৪০১৭, টেলিফোন রুম।**

দরজার ছিটকিনি একটু সমস্যা দেবে। ডেভ বহু আগের ট্রেনিং-এর কথা মনে করার চেষ্টা করল। তারপর কাঁটাচামচ নিয়ে লেগে পড়ল কাজে।

অধ্যায় ৮

টেলিফোন রুমের পেছনে দাঁড়িয়ে গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেলের সঙ্গে কথা বলছে ডেভ।

প্রথম প্রশ্ন : র‍্যানসম কে এবং তার বন্ধুরাই বা কে?

নীরবে জবাব দিল ডেভ আমি শুধু এটুকুই জানি র‍্যানসম কে এবং কোথেকে এসেছে। সে আমার মতই আর্মিতে কাজ করত এবং স্পেশাল অপারেশনের লোক। র‍্যানসম কি ফেডারেল বিভাগের?

মনে হয় না। সরকারের লোক কেন আমাকে হত্যা করতে চাইবে? রাজনীতির সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্কই নেই। আমি কখনও কিছুর জন্য সরকারের কাছে আর্জি জানাইনি। সরকারি কোনও কর্মকর্তার সঙ্গে বাতচিত করেছি বলেও মনে পড়ে না।

তো র‍্যানসম যদি ফেডেরালের লোক না হয় তাহলে সে কী?

কে জানে? হয়তোবা মার্সেনারি। ভাড়াটে সৈন্য। যুদ্ধের পরে অনেকেই ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে কাজ করছে। সিঙ্গাপুর, ইরাক, ইকুয়েডরসহ নানান দেশের সামরিক জান্তার হয়ে তারা কাজ করছে। আজ তারা চিলি কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকায় কাজ করছে কাল হয়তো যাবে ইথিওপিয়া কিংবা গুয়াতেমালা। কর্নেল ক্রুয়েটার ওরফে মাম্বা জ্যাক নিজের কোম্পানি খুলে বসেছেন। নাম রেখেছেন ওয়ার ডগ ইনক্।

র‍্যানসমকে ক্রুয়েটার পাঠিয়েছেন বলে তোমার মনে হয়? মাম্বা জ্যাক কি এতদিন পরে তোমার ওপর শোধ নিতে চাইছেন?

না, মাম্বা জ্যাক কারও ওপর শোধ নিতে চাইলে নিজেই তা করেন, কোনও লোকের ওপর নির্ভর করেন না।

তো।

তো এখনও আমি অন্ধকারেই আছি।

মাফিয়া এর সঙ্গে জড়িত নয় তো?

না। কারণ ব্যবসায়ীদেরকে সিনেমাতেই দেখা যায় গ্যাংস্টারদের সঙ্গে ওঠ-বোস করতে, বাস্তব চিত্র ভিন্ন। বার্নি লেভি এমন কিছুতে কখনও হাত দেবেন না যার সঙ্গে মাফিয়ার সম্পর্ক রয়েছ। উনি অত্যন্ত নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ী।

হ্যারি? তার তো নিউ জার্সির মাফিয়া সর্দার জোয়ি না কী যেন নাম তার সঙ্গে দহরম মহরম সম্পর্ক আছে।

হ্যারি হ্যালিওয়েলের সঙ্গে গ্যাংস্টারের সম্পর্ক থাকলেও সে এদের সঙ্গে ব্যবসা করতে যাবে না।

র‍্যানসম তো বলল সে তোমার ২০১ নাম্বার ফাইল পড়েছে।

ওটা আমার মিলিটারি পার্সোনেল জ্যাকেট। কিন্তু ওটার কথা কারও জানার কথা নয়। ওরা রেকর্ড সিল করে দিয়েছে। ফাইলের ওপর তকমা দিয়েছে। একান্ত গোপনীয়।' এবং ও ফাইল কবর হয়ে গেছে আর্মি জাজ অ্যাডভোকেট জেনারেলের ভল্টে। হাই লেভেল সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স ছাড়া আমার ২০১ নাম্বার ফাইল পড়ার সুযোগ কারও হবে না।

আচ্ছা, তোমাকে অফিসের ভেতরে হত্যার চেষ্টা করা হলো কেন?

ভালো প্রশ্ন। ঠিকই তো, ওরা আমাকে অফিসের ভেতরে হত্যার চেষ্টা করল কেন? আমি যখন জগিং করছিলাম তখনই তো গুলি করতে পারত। কিংবা রাতে যখন বাড়ি ফিরছি ওই সময় কানের পেছনে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিলেও ঝামেলা চুকে যেত। এর একটাই জবাব হতে পারে–পার্ক এভিনিউর আকাশ ছোঁয়া ভবনের পঁয়তাল্লিশ তলায় সাত সকালে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে মূলত এ কারণে যে ওই সময় বিল্ডিংয়ে কোনও লোকজন থাকবে না। কেউ দেখবে না। কেউ কোনও প্রশ্ন করবে না। সমস্ত ঘটনা চুপচাপ ঘটবে, কেউ জানতেই পারবে না। কী ঘটেছে।

ডেভের মনে পড়ে গেল মাম্বা জ্যাকের একটা কথা...

কর্নেল জন জেমস ক্রুয়েটারকে কেউ কর্নেল ক্রুয়েটার বলে সম্বোধন করত না। সবাই তাকে বলত মাম্বা জ্যাক। আর এ নামটা উপভোগ করতেন কর্নেল। তাঁকে মাম্বা বলা হতো বিশ্বের সবচেয়ে বিষাক্ত এবং আগ্রাসী সাপ ব্ল্যাক মাম্বার সঙ্গে তুলনা করে। তিনি ডেভিড এলিয়টকে পছন্দ করতেন না। এলিয়টকে ঠাট্টা করে ডাকত 'লিউ-টেনান্ট।'

একবার মাম্বা জ্যাক ডেভকে তার অফিসে ডেকে পাঠান। এক কেজিবি মেজরকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন ডেভকে। জিজ্ঞেস করেন, 'লিউ-টেনান্ট, তুমি বুঝতে পারছ তোমাকে আমরা কী করতে বলেছি?'

'জ্বী, স্যার,' জবাব দিয়েছিল ডেভ।

'কী, লিউ-টেনান্ট?'

'আপনি চাইছেন আমি যেন মেজরকে অদৃশ্য করে দিই।'

আর এখন কেউ ডেভকে অদৃশ্য করে দিতে চাইছে।

অধ্যায় ৯

১৯৭০-এর শুরুর দিকে, ডেভ যখন তার বিজনেস ক্যারিয়ার শুরু করে ওই সময় টেলিফোন ইকুইপমেন্ট রুমগুলো ছিল বৃহদায়তনের, লোকজনের ভিড়ে সরগরম। সবগুলো ইকুইপমেন্ট ছিল ইলেকট্রো মেকানিকাল–অসংখ্য সুইচ। পিবিএক্স সিস্টেম চালু ছিল তখন। টেলিফোন কোম্পানির মানুষজন হপ্তায় দু'একবার আসত কোনও সমস্যা দেখা দিলে। ডেভ তার চাকরি শুরু করে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্টে। তখন কোম্পানির নাম ছিল ফার্স্ট ন্যাশনাল সিটি কর্পোরেশন। বিশালদেহী লোকজন কাজ করত কোম্পানিতে, দাঁতের সারিতে চেপে ধরে রাখত সিগার। পরনে থাকত ধূসর রঙের প্যান্ট। তখন টেলিফোন রুমে লকার থাকত। লকারে শ্রমিকরা তাদের অতিরিক্ত পোশাক, ওভারঅল, জ্যাকেট এবং মাঝে মাঝে কাজে যাবার বুটজুতোও রাখত। ডেভ সেনটেরেক্সের টেলিফোন রুমেও তেমন কিছু দেখতে পাবার আশা করছিল। কিন্তু সেরকম কিছু চোখে পড়ল না। ইলেকট্রোমেকানিকাল পিবিএক্স-এর দিন শেষ। আধুনিক টেলিফোন সিস্টেম ছোট, কমপ্যাক্ট এবং কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত। এখানে শুধু রয়েছে কুলিং ফ্যানের ঝিরঝিরে আওয়াজ।

তবে হ্যাঁ, এ ঘরেও একটি লকার রয়েছে বটে। লকারের তাকে মিনিয়েচার ইলেকট্রনিক পার্টস, রঙিন তারের স্পূল ছাড়া হাস্‌লার পত্রিকার দুটো পুরানো সংখ্যা, একটি টুল বেল্ট আর একজোড়া গ্লাভ ছাড়া কিছু পাওয়া গেল না। বেল্ট আর গ্লাভসই শুধু ডেভের কাজে লাগবে।

ঘরে কাজে লাগার মত আরেকটি জিনিস আছে–বাদামী রঙের একটি টেলিফোন। প্রায় ঘণ্টাখানেক চিন্তা করার পরে ফোন ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিল ডেভ। ওর ভাইকে ফোন করবে ডেভ। হেলেনকে নয়। হেলেন বিপদ সামাল দিতে জানে না। আর উল্টোপাল্টা কিছু ঘটলে সমস্ত দোষ চাপিয়ে দেয় ডেভের ওপর।

ঘড়ি দেখল ডেভ। ফোনের দিকে হাত বাড়িয়েছে, রেডিওতে কড়কড় করে উঠল র‍্যানসমের অ্যাপালাচিয়ান, টানাটানা সুরের কণ্ঠ। 'দিস ইজ রবিন।'

'তুমি ঠিক আছ তো, রবিন?' গলাটা চিনতে পারল ডেভ। প্যাট্রিজ। তার গলার স্বরে মিলিটারি একটা ভাব আছে। সে-ও হয়তো র‍্যানসমের মত সাবেক সামরিক কর্মকর্তা।

'না, ঠিক নেই, প্যাট্রিজ,' জবাব দিল র‍্যানসম। 'সে যাক। আমি এখন ফুল স্ট্যাটাস চাই, প্যাট্রিজ। সাবজেক্টের ফোন নাম্বার লেখা কালো বইটা আমার চাই। তার স্ত্রী, সাবেক বউ, বাচ্চা, ভাই, তার ডাক্তার, তার ডেন্টিস্ট, ব্রোকার, তার মুচি, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধবসহ সে যাদেরকে চেনে তাদের সবার টেলিফোনে ছারপোকা বসাও। এবং কাজটা এখুনি করবে। সাবজেক্ট কাউকে ফোন করলে, সঙ্গে সঙ্গে লাইন কেটে দেবে। আমি চাই না, আবারও বলছি, আমি চাই না সাবজেক্ট কারও সঙ্গে একটি মাত্র শব্দও যেন উচ্চারণ করতে পারে। কপি দ্যাট, প্যাট্রিজ?'

'অ্যাফারমেটিভ, আমি বুঝতে পেরেছি।'

'স্যার?' আরেকটি কণ্ঠ। প্যাট্রিজ নয় এবং এ কণ্ঠটি প্রফেশনালও না।

'ইয়েস, ব্লু জে,' জবাব দিল র‍্যানসম।

'স্যার...আহ্,-ইয়ে মানে, আমরা জানি সাবজেক্ট পালিয়ে বেড়াচ্ছে, আপনার কি মনে হয় না আমাদের এ ব্যাপারে কিছু খোলাসা করে বলা উচিত...

'নেগেটিভ। তোমাদের যতটুকু জানানো দরকার তা জানানো হয়েছে।'

'কিন্তু, স্যার, ম..ন...আমি জানতে চাইছি, আমরা এ লোকটির পিছু নিয়েছি কেন? যদি কারণটা জানা যেত...'

'কোনও প্রশ্ন নয়, ব্লুজে। এ ব্যাপারটা তোমাদের কিছু না জানাই ভাল।'

'স্যার।'

'রবিন আউট।' নীরব হয়ে গেল রেডিও।

ঠোঁট কামড়াল ডেভ। ফোনের ওপর থেকে সরিয়ে নিল হাত। বদলে ফেলেছে প্ল্যান। তবে একটু পরে সে ফোন করল। ৪১১ নাম্বারে-ইনফরমেশন সেন্টারে।

ঘড়িতে বাজে ৯:৩৭। যাবার সময় হলো।

কুসুম গরম কফিতে চুমুক দিল ডেভ। বিকৃত হয়ে গেল মুখ। এরা এত বাজে কফি বানায় কেন?

সিধে হলো ডেভ, চামড়ার বেল্টটি বাঁধল নিতম্বে। চওড়া বেল্টে ঝুলছে স্ক্রু ড্রাইভার, প্লায়ার্স, একজোড়া ওয়্যার স্ট্রিপার, শোল্ডারিং আয়রন ইত্যাদি।

বেল্টটা ডেভের চেহারা অনেকটাই পাল্টে দিল। সে টুল বেল্টের সামনে একজোড়া মোটা শ্রমিকদের গ্লাভ গুঁজে নিল। এতে ওর কোমরের দামী গুচ্চি বেল্টের চকচকে বাক্‌ল্‌ ঢেকে গেল।

কেউ টেলিফোনম্যানের দিকে তাকাবে না। সে আসবাবের একটা অংশ।

চুলের সিঁথি অন্য রকম করে আঁচড়াল ডেভ, টাই খুলল, কলারের বোতাম খুলে দিল, বাম হাতের ব্যান্ডেজও খুলে নিল, জামার আস্তিন গোটাল। ঘড়ি আর বিয়ের আংটি ঢোকাল ট্রাউজারের পকেটে। সুন্দর করে কাটা নখ ময়লা দিয়ে লেপে দিল। হাঁটার সময় ঈষৎ মুখ খোলা থাকবে ওর। মুখ দিয়ে ফেলবে নিঃশ্বাস। লোকে দেখলে ভাববে একজন শ্রমিক কাজে যাচ্ছে।

তবে সমস্যা হবে জুতো জোড়া নিয়ে। টেলিফোনম্যানরা এত দামী জুতো পরে না। প্রার্থনা করল কেউ যেন ওর জুতোর দিকে না তাকায়। নিজেকে বকা দিল কেন এখানে আসার আগে অফিস ক্লজিট থেকে নাইকি জোড়া নিয়ে আসেনি।

আরেকটা সমস্যা : ওর খুব বাথরুম পেয়েছে। মেনস রুমে গিয়ে বাথরুম সেরে আসা যায়। কিন্তু কাজটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু তলপেটের চাপটা এমন বেড়েছে, এখনই জলবিয়োগ না করলেই নয়। ও কাগজের কফির কাপে হিসু করল। কানায় কানায় ভরে গেল কাপ।

কার্লুচ্চির রেডিওতে ভেসে এল নতুন একটি কণ্ঠ, 'রবিন, ডু ইউ রিড মী?'

সাড়া দিল র‍্যানসম। 'রবিন বলছি।'

'আমি মাইনা, রবিন। একটা সমস্যা হয়েছে।'

'কী সমস্যা?'

'থ্রাস-এর অস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে না।'

'এতে অবাক হবার কিছু নেই।'

'তার রেডিও-ও।'

দীর্ঘ নীরবতা। তারপর নির্বিকার গলায় র‍্যানসম বলল, 'শুনে খুবই হতাশ বোধ করছি।'

'আমাদের কথোপকথন সব শুনছে সাবজেক্ট।'

'সে আমি বুঝতে পারছি, মাইনা। অ্যাটেনশন অল স্টেশনস। আমি কিছু কথা বলব। সবাই শোনো। আমি চাই মি. এলিয়টও যেন শোনেন। মি. এলিয়ট, প্লীজ, সাড়া দিন।'

ডেভ রেডিওর ট্রান্সমিট বাটনে বৃদ্ধাঙ্গুলি ছোঁয়াতে গিয়েও স্পর্শ করল না।

গভীর দম নিল র‍্যানসম, তারপর ফুসফুস থেকে হুউউশ করে বের করে

দিল বাতাস। 'মি. এলিয়ট? আপনি নিশ্চয় আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা, শুনুন। অন্যান্যরা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। আমি প্রাতকালীন এই আসরের বাকি এজেন্ডা ঘোষণা করতে যাচ্ছি।'

র‍্যানসম ধীর গতিতে, পরিষ্কার ভঙ্গিতে এবং মসৃণ গলায় কথা বলছে। কণ্ঠে আবেগের তিলমাত্র চিহ্ন অনুপস্থিত।

'আমি নীচ তলায় ডাবল টীম চাই। এলিভেটর এবং সিঁড়িতে অতিরিক্ত পাহারাদার চাই। বাইরে থাকবে দুটো রিজার্ভ টীম যাদেরকে ডাকা মাত্র পাওয়া যাবে। প্যাট্রিজ, হোমবেসকে বলো ওই লোকগুলোর যেন ব্যবস্থা করে। মি. এলিয়ট, আমি বুঝতে পারছি আপনি লাঞ্চের সময় কিংবা অফিস ছুটির পরে এখান থেকে কেটে পড়ার তাল করেছেন। ভেবেছেন ভিড়ের সঙ্গে মিশে যাবেন, কেউ আপনাকে লক্ষ করবে না। ভুল। আপনি আমাদের নজর এড়াতে পারবেন না। এ বিল্ডিং থেকে কোথাও যেতে পারবেন না। আমরা সাধারণ মানুষকে আতংকিত করে তুলতে চাই না। এ ভবনে যারা কাজ করেন তাঁরা যথারীতি অফিস করবেন। রাতের বেলা সবাই চলে যাওয়ার পরে আমরা প্রতিটি ফ্লোরে চিরুনি অভিযান চালাব। প্যাট্রিজ, হোমবেসকে বলে আমার কুকুর দরকার হবে। কুকুর, মি. এলিয়ট। আমি নিশ্চিত ওরা আপনার অফিসে রাখা আপনার জামা কাপড়ের গন্ধ শুঁকে আপনাকে খুঁজে বের করে ফেলবে। বাজি ধরে বলতে পারি, মাঝরাতের আগেই সাঙ্গ হবে খেলা।'

বিরতি দিল র‍্যানসম, প্রতিক্রিয়ার আশা করছে। কিন্তু তাকে কোনও প্রতিক্রিয়া জানাল না ডেভ। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, মাথাটা সামান্য বাঁয়ে হেলানো। অপেক্ষা করছে পরিচিত, অশুভ কণ্ঠটা আবার শোনার জন্য।

'নো কমেন্ট, মি. এলিয়ট? তবে তাই হোক। আজ সকালে আপনি যা দেখালেন তাতে একটুও অবাক হইনি। অবশ্য আপনার সার্ভিস রেকর্ড যা বলছে তাতে আমার অবাক না হবারই কথা। রেকর্ডের কোন্ অংশটির কথা বলছি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন?'

চোখের কোণ কুঁচকে গেল ডেভের।

'আরেকটা কথা, মি. এলিয়ট। আমার অস্ত্রটা পরীক্ষা করে দেখলাম। আপনি তো ওটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছেন, মশাই। আপনি আমার পিস্তলের মাজলে যে পেপার ক্লিপটা গুঁজে রেখেছেন তা লক্ষ না করলে আমার নিজেরই বারোটা বেজে যেত, তাই না? সত্যি আমি সারপ্রাইজড। আমার কমপ্লিমেন্ট গ্রহণ করুন।'

তোর জন্য আরও সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে ব্যাটা বান্দর।

'জানি আপনি খুব বিপজ্জনক মানুষ, মি. এলিয়ট। এবং আমিও তাই।

আমি ইতিমধ্যে আমার দু'জন লোককে হারিয়েছি। একজনকে আপনি গুলি করে মেরেছেন, অপরজন আপনার অফিসের বাইরে, অ্যাক্সিডেন্টে প্রাণ হারিয়েছে। আমি আর প্রাণহানি চাই না। তাই আপনাকে একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। আপনি এ মুহূর্তে কোথায় আছেন বলুন। আপনি সহযোগিতা করুন।'

লোকটা পাগল নাকি! সে তোমাকে খুন করতে চাইছে আবার বলছে সহযোগিতা করতে!

'আমি আমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব। তাঁদের অনুমতি সাপেক্ষে কিছু তথ্য আপনাকে জানানোর চেষ্টা করা হবে। আমি যে অর্ডার দিয়েছি তার মাজেজা আপনি জানেন। এ অর্ডার নিয়ে আলোচনার একটা সুযোগ থাকবে। আমরা রেডিওতে এনক্রিপ্ট কোড ব্যবহার করব। তবে আপনি কিছুই শুনতে পাবেন না। কিন্তু দয়া করে আপনার রেডিও বন্ধ রাখবেন না। খোলা রাখবেন। এ বিষয়ে সুপিরিয়রদের সঙ্গে কথা বলার পরে আমি এনক্রিপ্ট কোড রিসেট করব যাতে আপনি আমার কথা শুনতে পান। কাজেই রেডিও খোলা রাখুন। আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন, মি. এলিয়ট?

ডেভ ট্রান্সমিট বাটনে চাপ দিল। 'র‍্যানসম?'

'বলুন, মি. এলিয়ট?'

'তুমি জাহান্নামে যাও।'

দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ ভেসে এল রেডিওতে। 'মি. এলিয়ট, আপনি নিতান্তই অবুঝের মত কথা বলছেন। আপনার আপত্তিকর কথা সত্ত্বেও অত্যন্ত জরুরী একটি তথ্য আপনাকে দিচ্ছি। আপনি হয়তো ভাবছেন এ বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে পড়তে পারলেই বুঝি বেঁচে যাবেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, মি. এলিয়ট, এ ভবন থেকে বেরুতে পারলেও, বাইরে, আপনার জন্য আরও ভয়ংকর পরিণতি অপেক্ষা করছে।

অধ্যায় ১০

বন্ধ হয়ে গেল রেডিও। কাঁধ ঝাঁকাল ডেভ। রেডিওটি শার্টের পকেটে ঢোকাল। তারপর হাত বাড়াল ফোনে। প্রথম রিংয়েই সাড়া মিলল। 'WNBC-TV, চ্যানেল ফোর অ্যাকশন নিউজ। ক্যান আই হেল্প য়ু?'

ডেভ বলল, 'আমাকে আপনি সাহায্য করতে চাইছেন? না, বরং আমিই আপনাকে সাহায্য করতে পারি। আমি সকলকে সাহায্য করতে পারি এবং আমি তা করব। যথেষ্ট হয়েছে। যথেষ্ট। এখন আমাকে কিছু করতেই হবে। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। এ জন্য ওদেরকে মরতে হবে।'

'স্যার?'

'রক্তের নদী। দ্য ওপেনিং অব সেভেনথ সিল। আমি মৃত্যু। আমি আজ অনীতিপরায়ণদের ওপর সওয়ার হবো। আজ সকালে আমি আগুনের স্রোত বইয়ে দেব। মাটি থেকে উঠে আসবে শয়তান।'

'স্যার, আপনার কথা আমি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'ফিফটিয়েথ স্ট্রিট এবং পার্ক এভিন্যুর কিনারের ভবনে একজন ক্যামেরা ক্রু পাঠিয়ে দিন। বিল্ডিং-এর ঠিক মাঝখানে ক্যামেরা ফোকাস করতে বলবেন। তাহলে ওরা দেখতে পাবে।

'স্যার? স্যার? আপনি এখনও আছেন ওখানে?'

'আছি। কিন্তু ওরা থাকবে জাহান্নামে।'

'আপনাকে কি একটি প্রশ্ন করতে পারি, প্লীজ? মাত্র একটি প্রশ্ন।'

'না, পারেন না,' বলে লাইন কেটে দিল ডেভ। মুখে ফুটল মুচকি হাসি। ফ্যানাটিকের ভূমিকায় খারাপ অভিনয় করেনি ও। এখন WNBC TV ওর কথা বিশ্বাস করলেই হলো!

অধ্যায় ১১

একটু পরে বিল্ডিং খালি হবার শব্দ শুনতে পেল ডেভ। টেলিফোন রুমের দরজায় হাতল ধরে কেউ মোচড় দিল। হাঁক ছাড়ল। 'ভেতরে কেউ আছেন? হ্যাল্লো? এ বিল্ডিংয়ে বোমা আছে। সবাইকে বিল্ডিং ছেড়ে চলে যেতে বলা হচ্ছে।'

ডেভের পরিকল্পনা সফল হয়েছে। টিভির লোকজন পুলিশে খবর দিয়েছে। পুলিশ বম্ব স্কোয়াড পাঠিয়েছে। র‍্যানসম চেষ্টা করলেও বিল্ডিং খালি করার আদেশ অমান্য করতে পারবে না। চেষ্টা করার সাহসও তার হবে না।

ডোর নবে আবার মোচড় পড়ল। 'ভেতরে কেউ আছেন?' সাড়া দিল না ডেভ। শুনতে পেল লোকটা হেঁটে চলে যাচ্ছে।

অপেক্ষা করতে লাগল ডেভ। কিছুক্ষণ পরে বাইরে শব্দ কমে এল। মাঝে মাঝে দু'একটি দ্রুত পদক্ষেপ কেবল শোনা গেল। তারপর একদম নীরবতা। ছিটকিনি তুলে খুলল ডেভ। বেরিয়ে এল। তাকাল ডানে-বামে। করিডর খালি।

সবাই চলে গেছে বুঝতে পেরে ডেভ হলওয়ে ধরে হাঁটা দিল। ডানে মোড় নিল, এক ছুটে পার হলো ক্যাফেটেরিয়া। খালি। কেউ নেই। এরপর অ্যাকাউন্টস সেকশন। পাঁচ হাজার বর্গফিট এর বিস্তৃতি। ধূসর রঙের আট ফুট বাই আট ফুট অসংখ্য কিউবিকল। প্রতিটি কিউবিকলে রয়েছে একটি ছোট ডেস্ক, একটি চেয়ার আর দুই ড্রয়ারের ফাইল ক্যাবিনেট।

কিউবিকলের পাশ কাটানোর সময় সবগুলো কিউবিকলে উঁকি দিল ডেভ। কিন্তু ও যা খুঁজছে তা চোখে পড়ল না। খুবই সাধারণ একটি জিনিস। কিন্তু এ মুহূর্তে ডেভের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।

আরে, ওই তো!...

একটি রিডিং গ্লাস। তারের তৈরি। কেউ তাড়াহুড়ো করে ফেলে রেখে গেছে। বেশিরভাগ বম্ব থ্রেটই পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় ওটা ভুয়া ছিল। চশমার মালিকের সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় হয়তো মনে পড়বে সে চশমা ফেলে এসেছে। চশমার খোঁজে নির্ঘাৎ ফিরে আসবে।

ডেভ চোখে চশমা দিল। সামান্য দুলে উঠল পৃথিবী, ঢেউয়ের মত লাগছে সবকিছু। ঝাপসা। চশমার কাচজোড়া খুলে নিয়ে ফ্রেমটা আবার নাকের ডগায়

বসাল ও। আশা করা যায় দূর থেকে কেউ দেখলেও বুঝতে পারবে না যে ফ্রেমটা খালি।

এখন ভিড়ের সঙ্গে মিশে যাও। গলায় টাই নেই, গায়ে জ্যাকেট নেই, নিতম্বে টুল বেল্ট, চোখে চশমা–তোমাকে র‍্যানসম ছাড়া আর কেউ মুখোমুখি দেখেনি। কাজেই তুমি পারবে।

হল ধরে এগিয়ে চলল ডেভ, একটা করিডর ঘুরল, ফায়ার ডোর দিয়ে বেরিয়ে এল, চলে এল সিঁড়িতে এবং...

যাশ্‌শালা!

সিঁড়িতে গিজগিজ করছে মানুষ। ওপরের দশতলার মানুষ এখনও হুড়মুড় করে নামছে। সিঁড়িতে তিল ধারণের জায়গা নেই।

সুসংবাদ হলো এসব মানুষের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ তলার লোকও থাকতে পারে। এদের মধ্যে তুমি তোমার কোনও বন্ধুকে পেয়ে যেতে পার। তবে দুসংবাদ হলো, তুমি তো বার্নি এবং হ্যারিকেও তোমার বন্ধু ভেবেছিলে...

মুখগুলোর ওপর চোখ বুলাল ডেভ। পরিচিত মনে হলো না কাউকে। ও ভিড়ের মধ্যে পা বাড়াল। নার্ভাস এবং সতর্ক। কে কী বলছে সব শোনার চেষ্টা করছে, চেনা কণ্ঠ শোনার জন্য কান খাড়া। এমন কেউ যে ওকে চিনে ফেলবে।

'... বোধহয় আবার আরবরা।'

'না। ফোন আসার সময় আমি অফিসে ছিলাম। ওদের ধারণা এটা স্টুপিড আইরিশদের কাজ।'

নাহ্‌, এরা কেউ ডেভের পরিচিত নয়।

তবে আরেকটু হলেই পরিচিত দু'জন লোকের মুখোমুখি হয়ে যেত ডেভ। এদের একজন মার্ক হুইটিং, সেনটেরেক্সের চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার, অপরজন সিলভেস্টার লুকাস, সেনটেরেক্সের চেয়ারম্যান। এরা ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে কথা বলছিল। এদের একজনের মুখে র‍্যানসমের নাম শুনে গা শিরশির করে উঠল ডেভের। তবে ওদের দিকে পেছন ফিরে রইল ডেভ নিশ্বাস বন্ধ করে। আসলে দম বন্ধ হয়ে আসছে ওর।

অধ্যায় ১২

গ্রাউন্ড ফ্লোরে নামছে সবাই। হাঁপাচ্ছে। অনেকেরই দম ফুরিয়ে গেছে। কেউ কেউ ম্যাসাজ করছে পা। তবে ডেভ এলিয়টের পায়ে কোনও সমস্যা নেই। তার সামনে একটা দরজা। কালচে সবুজ রঙ। দরজায় গায়ে বড় করে '২' লেখা। এটা যে দুতলা তা বোঝাতে সংখ্যাটি লেখা হয়েছে।

ডেভ জানে না র‍্যানসম নীচ তলায় ওর জন্য অপেক্ষা করছে কিনা। হয়তো ফায়ার স্টেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, প্রতিটি মুখ দেখছে খুঁটিয়ে। যদি তাই হয় তাহলে কাউকে আজ মরতে হবে। র‍্যানসম ঠিকই ওর বন্দুক ব্যবহার করবে। তারপর প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। র‍্যানসম যদি ওর জন্য অপেক্ষা করে থাকে, ডেভ হাতে মাত্র এক কী দুই সেকেন্ড পাবে...

ওকে হত্যা করার জন্য।

স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে ওকে মারবে।

বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে।

তারপর ছুটে পালাবে।

তারপর আমি ছুটে পালাব।

ডেভ শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল লম্বা ফিলিপস স্ক্রু ড্রাইভার। টুল বেল্ট থেকে খুলে নিল ওটা। পায়ের সঙ্গে চেপে ধরে রাখল। ওর ডান হাতের পেশী তিরতির করে কাঁপল। রেডি।

নীচের সিঁড়িতে নেমে এল ডেভ। ওর সামনে জনতা একে তাকে ধাক্কা মেরে ফায়ার ডোর দিয়ে বেরুচ্ছে, বেরিয়ে যাচ্ছে নীচ তলার লবিতে। ডেভ ভিড়ে মিশে গেল। চঞ্চল চোখ ডানে-বামে, ওর স্ক্রু ড্রাইভার প্রস্তুত।

র‍্যানসম আশপাশে কোথাও আছে। ট্রাউজার্সে হাতের তালুর ঘাম মুছল ডেভ। হাত ঘেমে যাচ্ছে। খুব খারাপ লক্ষণ। ঘেমো হাতের তালু থেকে পিছলে যেতে পারে স্ক্রু ড্রাইভার।

ডেভ গভীর একটা দম নিল। চারপাশে কী ঘটছে তার প্রতি মনোসংযোগের চেষ্টা করল। কিছু একটা ভজকট হয়েছে। লবি লোকে লোকারণ্য। কিন্তু কেউ নড়াচড়া করতে পারছে না। ঠেলা ধাক্কা দিচ্ছে তবে আগে বাড়তে পারছে না।

উত্তেজনা বাড়ছে।

পার্ক এভিন্যুতে বেরুবার ছ'টি রিভলভিং ডোরের চারটেই অকেজো। বাকি দরজা দুটো দিয়ে বেরুনোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ডেভ জনতার ভিড়ের পেছনে। গড়পড়তার চেয়ে লম্বা বলে ও লোকের মাথা ছাড়িয়ে সামনের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে। কোথায় লুকিয়ে আছে বিপদ, খুঁজছে ডেভ।

ওই তো ওরা।

এক্সিটের পাশে চারজন মানুষ। তবে ভিড় থেকে সযত্নে নিজেদেরকে আলাদা করে রেখেছে। তারা র‍্যানসমের মতই বিশালদেহী, একই রঙের সুট পরনে। প্রতিটি লোক হাত ভাঁজ করে রেখেছে বুকের ওপর। প্রয়োজনের মুহূর্তে সাঁৎ করে হাত ঢুকে যাবে জ্যাকেটের মধ্যে।

পেছন থেকে ধাক্কা মারছে জনতা। সামনে এগোনো ছাড়া উপায় নেই ডেভের। লোকগুলোর ওপর চোখ ডেভের। লোকগুলো এক্সিট ডোরের কাছে আসা মানুষজন লক্ষ করছে তীক্ষ্ণ চোখে।

ডেভের পাশের এক লোক খেঁকিয়ে উঠল, 'ছাতার বিল্ডিংয়ের ছাতার দরজাগুলো ছাতার বাড়িঅলা ঠিকও করে না। ছাতার শহরে নিউইয়র্ক।'

ডেভের পেছনে এক মহিলা আর্তনাদ করে উঠল। 'ইসস্, গেছিরে। আপনি আমার পা ভেঙে দিয়েছেন!'

ডেভ পা সরাল। 'সরি, লেডি।'

'পায়ে পাড়া দিয়ে আবার 'সরি।' হুহ্!' মুখ ভঙ্গি করল মহিলা।

ডেভ পেছনের এলিভেটরের সামনে চলে এসেছে। বিল্ডিং-এ দু' জোড়া এলিভেটর। একটিতে পঁচিশ তলার ওপরের ফ্লোরগুলোতে যাওয়া যায়, অপরটি দুই থেকে পঁচিশ তলা পর্যন্ত চলাচল করে। দু'টি এলিভেটরের মাঝখানে সরু একটি করিডর আছে। ওটি বিল্ডিং-এর নিউজস্ট্যান্ড।

ডেভ কী যেন শুনতে পেল। প্রথমে মনোযোগ দিল না। ভাবল ভিড়ের মধ্যে কেউ চেঁচাচ্ছে। এক্সিট ডোরের পাশে দাঁড়ানো লোকগুলোর দিকে ওর মনোযোগ ছিল। মহিলা যদি কথাটা আবার না বলত, শুনতে পেত না ডেভ।

'ওই যে সে! ওই যে ওখানে! দ্যাখো! ওই তো ওখানে! লুক!' কথাগুলো কানে গেল ডেভের। মাথা ঘোরাল।

ও দেখল...হতভম্ব...বিশ্বাস হতে চাইল না...

'ওই যে সে! ওই তো! ওখানে! ধরো ওকে!'

অধ্যায় ১৩

ওটা হেলেন! ডেভিড এলিয়টের স্ত্রী। ওর বউ ওকে ধরিয়ে দিতে চাইছে! হেলেনের বিশ্বাসঘাতকতার প্রচণ্ড শক্‌ কয়েক মুহূর্তের জন্য অনড় করে রাখল! নড়াচড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে ও। হেলেন লবির উঁচু জানালাগুলোর ধারে দাঁড়িয়ে আছে, চারপাশে গোমড়ামুখো বন্দুকবাজ। দৃশ্যটা দেখেও বিশ্বাস হতে চাইছে না ডেভের। স্বামীর দিকে তাকিয়ে আছে হেলেন, র‍্যানসমের ট্রেনিংপ্রাপ্ত খুনেদের হাত তুলে দিতে দেখিয়ে দিচ্ছে ডেভ কোথায়। এ অবিশ্বাস্য! ডেভ এলিয়টের মন বিদ্রোহ করতে চাইছে, অস্বীকার করতে চাইছে পুরো ব্যাপারটা। হেলেন এমন কাজ কী করে করল? ডেভ যেন সাপের মুখে পড়া খরগোশ, সম্মোহিত হয়ে আছে, এক বিন্দু নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই।

ডেভ টের পেল পেছন থেকে ধাক্কা মারা হচ্ছে ওকে, নাকি সুরে কেউ ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল, 'সামনে এগোন!' র‍্যানসমের গুণ্ডারা ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে। এক লোক চাপড় বসাল ডেভের পিঠে, 'আরে ভাই, আগে বাড়ুন বেরুতে হবে তো!'

ডেভের শরীর ওকে রক্ষা করল। ওর মস্তিষ্ক পুরো অসার, মেরুদণ্ডে জোরে খোঁচা খেল ও। ককিয়ে উঠল। ভিড়ের চাপে না পারছে নড়তে না ঘুরতে। পেটটা হঠাৎ প্রবল গুলিয়ে উঠল। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে ডেভের, গলা দিয়ে ঘরঘরে একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল।

'কী হলো, মিস্টার?'

নাক এবং মুখ দিয়ে গলগল করে বমি বেরিয়ে এল ডেভের। কেউ কিচকিচ করে উঠল, ওহ্‌, শিট!' ওর আশপাশের লোকজন ছিটকে গেল দূরে। তারা বমি থেকে রক্ষা পেতে ছুটল এক্সিট ডোরে।

কেউ একজন চিৎকার দিল। আর নিউইয়র্কের মানুষজন খুব ভালো করেই জানে যখন কেউ গলা ফাটিয়ে চিৎকার দেয় তখন কী করতে হয়। এখন কেটে পড়ার সময়। এবং দ্রুত।

লবির লোকজন অবরুদ্ধ এক্সিটের দিকে ছুটল। একটি রিভলভিং ডোরের পাশের উঁচু কাচের জানালা ভেঙে চুরচুর হয়ে গেল। ব্যথায় আর্তনাদ ছাড়ল

একটি পুরুষ কণ্ঠ। আরেকটি জানালা বিস্ফোরিত হলো। ভাঙা, ছিটকে পড়া কাচের টুকরো মাড়িয়ে লোকে ছুটল রাস্তায়। ছুটল জনতার বন্যার তোড়ে ভেসে গেল র‍্যানসমের ভাড়াটে গুণ্ডারা। একজন ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল মাটিতে। গুঙিয়ে উঠল। তাকে মাড়িয়ে ছুটল মানুষজন। গোঙানি থেমে গেল একটু পরে। লোকটা বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ভিড় থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করল ডেভ, ছুটল এলিভেটর করিডরে।

ডেভ এলিয়টের শরীর কাঁপছে থরথর করে, বোঁ বোঁ ঘুরছে মাথা। কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে করতে পারল না ও কেন এবং কীভাবে নিচ তলায় এসেছে। এলিভেটরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ডেভ। শরীর এমন দুর্বল লাগছে, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ও। ঘন ঘন শ্বাস করছে।

ঈশ্বর! এটা কী করে হলো? হেলেন...কেন? কীভাবে? নিজেকে চোখ রাঙাল ডেভ। এখন ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে। অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা করো। তোমার মুখ বমিতে মাখামাখি। মুখ ধুতে হবে।

তেষ্টা পেয়েছে খুব। সাবান আর একটু পানি দরকার। হাত-মুখ ধোবে ডেভ।

ঘোলাটে চোখে চারপাশে তাকাল ও। ও কোথায়...? ...চেনাচেনা লাগছে না বটে, তবে...

এটা নিশ্চয় দ্বিতীয় তলা। কখন দোতলায় চলে এসেছে ডেভ নিজেও জানে না। কিন্তু দ্বিতীয় তলায় কী আছে!

নিউইয়র্কের অফিস ভবনে দোতলায় কী থাকে? পার্ক এভিন্যুর অধিকাংশ আকাশ ছোঁয়া ভবনে সেকেন্ড ফ্লোর বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকে না। এসব ভবনের মার্বেল পাথরের অত্যাধুনিক এলিভেটর লবির বিস্তৃতি থাকে দুই/তিন তলা অবধি। তবে যেসব অফিসে দ্বিতীয় তলা থাকে সেগুলো তেমন উল্লেখ করার মত কিছু নয়। এসব দোতলায় নোংরা জানালা থাকে যা দিয়ে বাইরের কিছু দেখা যায় না। দ্বিতীয় তলা প্রতিটি বাড়িঅলার ঘাড়ের ওপর অ্যালবাট্রসের মতো ঝুঁকে থাকে। সেকেন্ড ফ্লোর খুব কমই ভাড়া হয়।

হঠাৎ মনে পড়ল ডেভের। ও এ ফ্লোরে আগেও এসেছে। নিউইয়র্কের বাড়িঅলারা তাদের দোতলাগুলো ব্যবহার করে টেম্পোরারি স্পেস হিসেবে, কিছু লোকের দু-একদিন বা দু-এক ঘণ্টার জন্য ঘরের প্রয়োজন হয় (কেন দরকার তা জানতে চাইবেন না)। তখন এদেরকে দোতলার ঘর ভাড়া দেয়া হয়। ল্যান্ডলর্ডরা সেকেন্ড ফ্লোরে লাঞ্চ ক্লাব বা রেস্টুরেন্ট খোলে। এখানে মোটামুটি

মানের খাবার পাওয়া যায়, মদের দাম অতিরিক্ত তবে সার্ভিস মন্দ নয়।

সেনটেরেক্স-এর অন্যান্য নির্বাহীর মত ডেভ-ও ওদের বিল্ডিং-এর ক্লাবের একজন সদস্য। তবে বহুদিন সে সদস্য পদটি ব্যবহার করেনি। ক্লাবের নামটাও মনে নেই। ব্রিটিশ কী যেন নাম। চার্চিল ক্লাব? উইন্ডসর ক্লাব? পার্লামেন্ট ক্লাব?

নামে কিছু আসে যায় না। ক্লাবে নিশ্চয় পানির ব্যবস্থা আছে, ওয়াশরুমও থাকবে। এখুনি একবার ওয়াশরুমে না গেলে ডেভের আর চলছে না। একটুকরো সাবান আর গরম পানি দরকার ওর।

দোতলার এলিভেটর করিডরে বেরিয়ে এল ডেভ। বামে মোড় নিল। হলঘরটি লাল টকটকে রঙের, দেয়ালে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীদের ছবি ঝুলছে।

ওহ্, মনে পড়েছে। প্রাইম মিনিস্টারস ক্লাব।

প্রবেশপথের দরজাটি মোটা ওক কাঠের। দেয়ারে পেতলের একটি ফলকে বড় বড় হরফে লেখা : MEMBERS AND GUESTS ONLY.

দরজার পরে ভেলভেট বিছানো অ্যান্টি-রুম। দেয়ালে মৃত আরও কয়েকজন রাজনীতিকের ছবি। রঙ ঝলমলে পর্দা অ্যান্টিরুমকে রেস্টুরেন্ট থেকে আলাদা করে রেখেছে।

রেস্টুরেন্টের শেষ মাথায় টয়লেট

ডাইনিংরুমটি পরিসরে বেশ বড়, আলোয় ঝলমল করছে। টেবিলে বরফ সাদা লিনেন, রূপোর বাসনকোসন আলো লেগে চমকাচ্ছে। সেন্টার টেবিলে, দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে র‍্যানসম। তার বাম হাতের ধারে কমলার রসের গ্লাস। ডান হাতে পিস্তল। পিস্তলটি সে ডেভের বুকে তাক করল। র‍্যানসমের চেহারা যথারীতি নির্বিকার। বিনাবাক্যব্যয়ে সে পিস্তলের ট্রিগার টিপল।

অধ্যায় ১৪

খটাশ করে বাড়ি খেল ফায়ারিং পিন। অটোমেটিকের সাইলেন্স পরানো মাযলের মুখ থেকে বেরিয়ে এল ধোঁয়ার ছোট একটি কুণ্ডলী। ডেভের জুতোর কল্যাণে সৃষ্ট র‍্যানসমের চোখের নিচের ক্ষতটা লালচে হয়ে উঠল। চেহারায় ক্ষণিকের জন্য ফুটল আবছা বিরক্তি। বাঁ হাত তুলল সে স্লাইড টানার জন্য। ততক্ষণে নিজের অস্ত্র বের করে ফেলেছে ডেভ। র‍্যানসমের হাতটা টেবিলের ওপর ঝুলে পড়ল।

দুই পুরুষ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল নীরবে। ডেভের ঠোঁটের কোণায় ফুটল মৃদু হাসির রেখা। র‍্যানসমের চেহারা সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি শূন্য।

বরফ ভাঙল র‍্যানসম। 'মি. এলিয়ট, আপনি সত্যি দুষ্প্রাপ্য পুচ্ছধারী পাখি। আপনার প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে আমার।'

'কিন্তু তোমার প্রতি আমার বিপরীত অনুভূতি জাগছে।'

'মি. এলিয়ট, আপনার প্রতি আমার পূর্ণ সমবেদনা রয়েছে।'

'ধন্যবাদ,' ডেভ হাতের অস্ত্র মৃদু নাড়ল। 'তুমি হাতের জিনিসটা ফেলে দিলে খুশি হবো। আঙুলগুলো স্রেফ আলগা করে দাও। তারপর...'

ডেভের হাতের পিস্তলের জমজ ভাই ছিটকে পড়ল কার্পেটে। ডেভ কিছু বলার আগেই বলে উঠল র‍্যানসম, 'এখন এটাকে লাথি মেরে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব, তাই তো, মি. এলিয়ট? এটাই নিয়ম আর আমি নিয়মের বাইরে যেতে চাই না।' জুতোর ডগা দিয়ে পিস্তলে লাথি মারল র‍্যানসম। লাথি খেয়ে তিন হাত সামনে চলে এল ওটা। র‍্যানসম বলে চলল, 'স্রেফ কৌতূহলের বশে জানতে চাইছি, আপনি ম্যাগাজিনের গুলিগুলোর বারোটা বাজালেন কী করে?'

'সবগুলো নয়, শুধু প্রথম গুলিটা। বুলেট থেকে গান পাউডার বের করে ফেলে দিয়েছি।'

'আমি যা ভেবেছি,' র‍্যানসম যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, তার আচরণ বন্ধুর মত যেন জিগরী দোস্তের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে। 'সুযোগ পেলে বাকি বুলেটগুলো একবার পরীক্ষা করে নেব।'

নিজেকে আশ্চর্য নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা লোকটার! এরকম শীতল স্বভাবের মানুষ জীবনে দেখেনি ডেভ। 'তোমার কী করে ধারণা হলো আবার সুযোগ পাবে?'

ডেভের পিস্তলের মাযলের দিকে তাকিয়ে একটা ভুরু নাচাল র‍্যানসম। ওটা এখন তার পেটের দিকে তাকিয়ে আছে। মাথা নাড়ল র‍্যানসম। 'আপনার ভেতরে এ জিনিসটাই নেই। আপনি মারামারির জোশে কাউকে হত্যা করতে পারেন তা আমি জানি, দেখেছিও। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় কাউকে খুন করা? উহুঁ, পারবেন না।'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে একটা টেবিল নাইফ নিয়ে নাড়াচাড়া করছে র‍্যানসাম। চেহারায় পাথরের কাঠিন্য তবে চোখের তারা বড় হয়ে যাচ্ছে তার। ঘাড়ের পেশী শক্ত হয়ে গেছে। ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত। 'না, মি. এলিয়ট, আপনি আমাকে গুলি করবেন না।'

ডেভ ওকে গুলি করল।

সাইলেন্সার পরা পিস্তল ভোঁতা একটা শব্দ করল, যেন ঘুসি মারা হয়েছে বালিশে। আর্তনাদ করে উঠল র‍্যানসাম। উরু চেপে ধরেছে হাত দিয়ে, কুঁচকির ঠিক নিচে লেগেছে গুলি, দরদর ধারায় বেরুচ্ছে রক্ত। **'কুত্তার বাচ্চা তুই আমাকে গুলি করলি! ইউ সন অব আ বীচ র‍্যাট ফাক বাস্টার্ড।'**

গালি গালাজ গায়ে মাখল না ডেভ। ও মেঝেতে শুয়ে পড়েছে, ঘুরছে। ডানে-বামে ঘুরল। র‍্যানসমের ব্যাকআপকে খুঁজল।

ওই তো সে।

লক্ষ্য স্থির করল ডেভ। নিশ্বাস নিল। ট্রিগারে চেপে বসল আঙুল। আবার বালিশে আছড়ে পড়ল মুষ্ঠাঘাত। দুবার। তিনবার। শব্দটা এত মৃদু, প্রায় শোনাই যায় না, ব্যাকআপ লোকটার মুখ রক্তের ঝর্নায় পরিণত হলো। সে তার অস্ত্র তোলার সুযোগই পায়নি।

'তোকে আমি খুন করব, ইউ কক সাকার। ইউ বাস্টার্ড! তুই আমাকে গুলি করেছিস।'

'চুপ। বাচ্চাদের মতো কান্নাকাটি কোরো না তো!' ধমক দিল ডেভ। আবার গড়ান দিয়ে র‍্যানসমের দিকে ফিরল। তাক করল পিস্তল।

'ফাক ইউ ইউ মাদার ফাকার!' যন্ত্রণায় চেঁচাল র‍্যানসম। দুহাত দিয়ে চেপে ধরে রেখেছে ক্ষতস্থান। মুখ ঘোরাল সে। ঠোঁট সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে দাঁত, কোটরের মধ্যে ঘুরছে চোখের মণি, ওকে লাগছে পাগলা কুত্তার মতো।

ডেভ বলল, 'চেঁচামেচি কোরো না, র‍্যানসম। তোমার তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। এক মিলিমিটার মাংসও খসেনি শরীর থেকে। তোমার মারাত্মক কোন ক্ষতি করতে চাইলে আমি যে তা পারতাম তা তুমি ভালো রেই জান।'

'জাস্ট ফাক ইউ ফাক ইউ ম্যান। তোমার কতবড় সাহস আমাকে গুলি কর!'

তিনটে টেবিল—র‍্যানসমেরটাসহ চারটে—নাশতার জন্য সাজানো হয়েছিল। কোনও কনফারেন্স চলছিল বোধহয়। এমন সময় ডেভের বোমা হামলার আতংক ছড়িয়ে পড়ে। সবাই দুদ্দার পালিয়েছে। ডেভ বরফ জলের একটা জগ নিয়ে র‍্যানসমের মুখে ছিটাল। 'র‍্যানসম, একটা ন্যাপকিন দিয়ে উরুর ক্ষতটা বেঁধে নাও। তারপর ছিকাদুনে বন্ধ কর। যেভাবে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেছ রক্তক্ষরণে মরার আগেই হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা যাবে তুমি।'

বরফ জল র‍্যানসমের চুল হয়ে গাল গড়িয়ে পড়ছে। তার চাউনি এমনই ভয়ংকর, গায়ে কাঁটা দিল ডেভের। নীচু গলায়, ভীষণ শীতল কণ্ঠে র‍্যানসম বলল, 'এলিয়ট, হারামজাদা, তোমার গুলিতে আমার ওল উড়ে যেতে পারত।'

'খেলায় একটু-আধটু ঝুঁকি তো থাকেই, বন্ধু। তুমি না বললে আমার ২০১ নাম্বার ফাইল পড়েছ। আমার মার্কসম্যান রেটিং তো জানাই আছে তোমার।'

'আমি তোমাকে খুন করব।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ডেভ। 'এ আর নতুন কী?'

'তোমাকে এমন যন্ত্রণা দিয়ে মারব যা তোমার কল্পনাতেও নেই। তখন নতুনত্বের স্বাদ পাবে।'

'সে তখন দেখা যাবে। আপাতত বোকার মত বসে থেকে অযথা শরীর থেকে রক্ত ঝরিয়ে জায়গাটা নোংরা কোরো না। কাটা জায়গায় বরফ চেপে ধরো। ব্যথা কমবে রক্ত পড়াও বন্ধ হবে।'

ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল র‍্যানসম, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল, পানির একটা গ্লাস হাতড়ে বের করে আনল একখণ্ড বরফ। সে ঘুরেছে, ডেভ ওর খুলির পেছনে ধাঁই করে পিস্তলের বাড়ি মেরে বসল। র‍্যানসম হুড়মুড় করে টেবিল থেকে পড়ে গেল। চিৎ হয়ে পড়ে রইল মেঝেতে। অজ্ঞান।

পঁচিশ বছর আগে ডেভিড এলিয়ট প্রতিজ্ঞা করেছিল সে রেগে গিয়ে আর কোনদিন বন্দুক চালাবে না। ঈশ্বরের কাছে শপথ নিয়েছিল আমি রাগ বা ক্রোধের বশে আর কোনদিন কাউকে আঘাত করব না। গড, আমি আর যুদ্ধ চাই না...

কিন্তু আজ সকালে সে দু'দু'জন মানুষকে হত্যা করেছে। এবং খুব সহজেই সে কাজটা করেছে। আর খুন করতে তার একটুও দ্বিধা হয়নি।

এ মুহূর্তে পিস্তল হাতে, টার্গেট তার চোখের সামনে, অন্যরকম একটা অনুভূতি হচ্ছে ডেভের। মনে হচ্ছে একটা কাজ তাকে দেয়া হয়েছিল, সেটা সে শেষ করেছে। অনুভূতিটা এরকম—একজন দক্ষ মানুষকে একটা কাজ দেয়া

হয়েছিল সে সেটা সাফল্যের সঙ্গে শেষ করে তৃপ্তি বোধ করছে। দুটো প্রাণ সংহার করেছে ডেভ, আঙুলে করডাইটের গন্ধ। ওর এখন ভালো বোধ করার কথা নয়। কিন্তু প্রতি মিনিটে তেমনটাই বোধ করছে ডেভ।

তবে ডেভ প্রায় হেরে যাচ্ছিল। ওরা প্রায় জিতে যাচ্ছিল। আবার ঘটছে ঘটনা। কিন্তু ডেভ যদি হাল ছেড়ে দিত, পিছিয়ে আসত, এতক্ষণে লাশ হয়ে পড়ে থাকত ওকে।

র‍্যানসম এবং তার লোকেরা হয়তো ভেবেছে ডেভ সাধারণ মানুষদের কাউকে জিম্মি করে পালাবার চেষ্টা করবে। একটা অ্যামবুশ পাতা হবে। তারপর শুরু হয়ে যাবে বন্দুক যুদ্ধ। গুলি করতে করতে বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে পড়ার চেষ্টা করবে ডেভ এলিয়ট।

নিষ্ঠুর হাসি ফুটল ডেভের মুখে। র‍্যানসমের মাথার কাছ থেকে সরিয়ে আনল পিস্তল, অস্ত্রটা গুঁজল বেল্টের নিচে। শত্রু শুনছে না জানে তবু র‍্যানসমকে উদ্দেশ করে ডেভ বলল, 'বাইরে বেরুনোর রাস্তায় তোমরা ক'জন লোককে পাহারায় বসিয়েছ, দোস্ত? কুড়ি? ত্রিশ? নাকি তারও বেশি? সংখ্যাটা যাই হোক, আমি ওদের চোখে ধুলো দিয়ে বেরুতে পারব না, তাই না?' ডেভ নিজের পরনের ধুলো আর গ্রিজমাখা নোংরা ট্রাউজার্সে তাকাল। 'নাহ্, আমি সত্যি ওদের চোখে পড়ে যাব। আমাকে দেখা মাত্র ওরা গুলি করবে। কিন্তু আমি এ বিল্ডিং থেকে বেরুবই, র‍্যানসম। সে ব্যাপারে তোমাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি। আর কাজটা করব আমার নিজের স্টাইলে।'

অধ্যায় ১৫

ঘরটি অন্ধকার, উষ্ণ, আরামদায়ক এবং নিরাপদ। কাছের যন্ত্রটি থেকে ভেসে আসছে মৃদু গুঞ্জন। বাতাসে বাসি একটা গন্ধ, তবে ঠেলে বমি আসার মত নয়। ডেভ পাশ ফিরে, শরীর গুটিয়ে শুয়ে আছে। পেটটা ভরা, ঘুম আসছে।

লুকোবার চমৎকার একটি জায়গা পেয়েছে ডেভ। জায়গাটি খুঁজে পেয়ে ও খুশি, সে সঙ্গে কিঞ্চিৎ বিস্মিতও। সেনটেরেক্স বহু আগেই তার ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ নিউ জার্সির শহরতলীতে স্থানান্তর করেছে। নিউইয়র্কের প্রায় প্রতিটি কোম্পানি, ওয়াল স্ট্রিট হার্ডওয়ারের জন্য ম্যানহাটানের অফিসে জায়গা রাখা অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

তবে নিউইয়র্কের অন্তত একটি কোম্পানি এখনও তার কম্পিউটার অন্যত্র সরিয়ে নেয়নি। আউটফিটটি আমেরিকান ইন্টারডাইন ওয়ার্ল্ডওয়াইড-এর একটি সম্পূরক কোম্পানির। আমেরিকান ইন্টারডাইন-এর কম্পিউটার রুম বারো তলায়। এটি গড়ে উঠেছে প্রাচীন আদলে—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কম্পিউটার ঘরময়। আর সারা ঘর জুড়ে অসংখ্য তার। তার আর কেবলগুলো মেঝেতে সাপের মত এঁকেবেঁকে পড়ে রয়েছে। তবে ঘরটা বেশ আরামদায়ক এবং উষ্ণ। অন্ধকার এ ঘরে আছে শান্তি। আর এ শান্তিটুকুই প্রয়োজন ডেভের। সে প্রাইম মিনিস্টার ক্লাব থেকে বেরুনোর পরে NYPD-র বম্ব স্কোয়াডের লোকজনের প্রায় মুখোমুখি হয়ে যাচ্ছিল। তারা ওকে লক্ষ করেছে কিনা কে জানে... ক্লান্ত, বিধ্বস্ত চেহারা ডেভের, গা থেকে বমির গন্ধ আসছিল, হাত ভর্তি চুরি করা খাবার, বেল্টের নিচে গোঁজা পিস্তল...

দুটো পিস্তল। অটোমেটিক। একটি কার্লুচ্চির, অপরটি র‍্যানসমের ব্যাকআপ ম্যানের। একই চেহারা এবং মডেলের পিস্তল দুটো। কোনটার গায়েই প্রস্তুতকর্তার নাম কিংবা সিরিয়াল নাম্বার লেখা নেই। দুটোই লাইটওয়েট পলিমার ফাইবার ফ্রেম, ফ্যাক্টরি সাইলেন্সার, লেজার সাইট এবং ক্লিপে একুশ রাউন্ড গুলি।

এ বুলেটের একটা নাম আছে—Torpedo universal Geschoss বা TUG। ডেভ জানত না পিস্তলের জন্যেও এ ধরনের গুলি তৈরি করা হয়।

বুলেটগুলো ভয়ংকর, যার শরীরে ঢুকবে, ছিড়েখুড়ে ফেলবে তাকে।

সেফটি লিভারের ওপরে, পিস্তলের স্লাইড বার সামান্য কেটে ফেলা হয়েছে। পিস্তলগুলো পরিণত হয়েছে মেশিনগানে। এরকম পিস্তল সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরেই থাকবে সবসময়। ডেভ ভাবল, কেউ এ ধরনের পিস্তলের মালিক হবার চিন্তা করলেও তা বোধহয় সুলিভান আইনের বিরোধিতা করা হবে।

কাজেই প্রশ্নটা এসেই যায়—এ লোকগুলো কোত্থেকে এসেছে এবং এদেরকে কারা পরিচালিত করছে।

তারের একটা বান্ডিলকে বালিশ বানিয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করছিল ডেভ। কিন্তু তার গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল তাকে ঘুমাতে দিলে তো! হেলেনের কথা মনে পড়ছে ডেভের। সে কেন র‍্যানসমের লোকদের পক্ষ নিল? ওরা কী করে হেলেনকে নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল?

হেলেন ওর সঙ্গে ইচ্ছাকৃত বেঈমানি করেনি বলে ধারণা ডেভের। র‍্যানসমের লোকজন হয়তো ওর সম্পর্কে এমন সব বাজে কথা বলেছে যে হেলেন ওইসব মিথ্যা কথা বিশ্বাস করেছে।

কিন্তু কী মিথ্যা কথা বলেছে? আপন মনে নিজেকে প্রশ্ন করল ডেভ। আর সত্যটাই বা কী?

একটি প্রশ্নেরও জবাব নেই ডেভের কাছে। হেলেনের এহেন আচরণের কোন ব্যাখ্যাও খুঁজে পাচ্ছে না ও। *হয়তো হেলেন ওদের পক্ষ নিয়েছে। হয়তো অন্য সবার মত হেলেনও তোমার মৃত্যু কামনা করছে।*

ধ্যাত, এসব কী ভাবছে ও? গত পাঁচটা বছর ধরে হেলেনের সঙ্গে বসবাস করছে ডেভ। সংসার জীবনটা সফল করে তোলার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু হেলেন কতটুকু করেছে ওর জন্য?

শাটআপ! দাবড়ে উঠল ডেভের গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল। *আমার তা জানার দরকার নেই।*

ডেভ গড়ান দিয়ে চিৎ হলো। আরেকটু আরামে শোবে। এমন সময় রেডিওটা খড়খড় করে উঠল। এ জিনিসটা এবং সাতষট্টি ডলার ডেভ নিয়ে এসেছে র‍্যানসমের মৃত ব্যাকআপের কাছ থেকে। রেডিও কানের সঙ্গে চেপে ধরল ডেভ। ভল্যুম কমানো। আমেরিকান ইন্টারডাইনের টেকনিকাল স্টাফরা এখন হোক বা পরে, এ ঘরে তো আসবেই। তারা ঘরে ঢুকে রেডিওর শব্দ শুনে যাতে চমকে না যায় এ জন্য ভল্যুম কমিয়ে রেখেছে ডেভ।

শোনা গেল একটি কণ্ঠ '...দেখে মনে হচ্ছিল কেউ যেন কেচাপের একটা

বোতল পুরোটাই মেঝেতে ঢেলে দিয়েছে। নিউইয়র্কের অর্ধেক মানুষ বেচারাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে থেতলে দিয়েছে মুখ।'

প্রত্যুত্তরে একজন বলল, 'শুনেই গা গোলাচ্ছে। কেউ রবিনের সঙ্গে যোগাযোগ করো। কী করব পরামর্শ চাও।'

'রবিনের পার্সোনাল রেডিও কথা বলছে না। সে নিজে সাড়া না দেয়া পর্যন্ত আমরা কথা বলতে পারব না।'

'সেরেছে রে। পুলিশ লোকজনকে বিল্ডিংয়ে ঢোকাচ্ছে। কী করব কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় এখান থেকে কেটে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।'

'হুকুম ছাড়া এক পাও নড়া যাবে না।'

'হুকুমের গুষ্টি মারি। রবিন আর প্যাট্রিজ ছাড়া আর কেউ জানেই না আসলে কী ঘটছে। ওরা বলল কাজটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। যদি তা-ই হয় তাহলে আসল ঘটনা আমাদেরকে বলছে না কেন? কোন ক্লিয়ারেন্স নেই। ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ হচ্ছে না আমার, ওদিকে রবিন বলছে কোন প্রশ্ন করা যাবে না। প্রশ্ন করলেও জবাব মিলবে না। এর কোন মানে হয়? আমার কী ধারণা জানো? আমার ধারণা এই লোকটা, যাকে আমরা খুঁজছি, সে হেজিপেজি কেউ নয়। সে রাঘব বোয়াল কারও হয়তো গোপন কোন কথা জেনে ফেলেছে। আর সেই রাঘব বোয়াল...'

'ব্যস, আর কোন কথা নয়,' কণ্ঠটা চেনে ডেভ। প্যাট্রিজ।

'নো, ম্যান, শোনো...'

'অ্যাট ইজ, ওয়ার্বলার। আর আমাকে 'ম্যান' বলে ডাকবে না।'

বিদ্রূপের সুর ওয়ার্বলারের কণ্ঠে। 'ওয়েল, এক্সকিউজ মী, স্যার।'

'ওয়ার্বলার, চেইন অব কমান্ড নিয়ে যদি কোন সমস্যা হয় তোমার, আমাকে বলো, আমি সমাধান করে দিচ্ছি। তোমাদের ডিউটি সংক্রান্ত কোন লোকের সমস্যা হলে জানাও, আমি তার সঙ্গে কথা বলব। তাছাড়া, তুমি জানো তোমাদের কাজটা কী। আমি কি তোমাদেরকে বোঝাতে পারলাম?'

সেকেন্ড ইন-কমান্ড। প্যাট্রিজ র‍্যানসমের সেকেন্ড-ই-কমান্ড।

কেউ বিড়বিড় করল, 'ইয়েসস্যার।'

'তোমার কথা পরিষ্কার শুনতে পাইনি, সোলজার।'

'দুঃখিত, স্যার, বললাম যে জ্বী, স্যার।'

'ক্লিয়ার দ্য চ্যানেল,' ভেসে এল র‍্যানসমের কণ্ঠ। শান্ত তবে খুব বেশি শান্ত নয়। 'রবিন বলছি। আমাদের বন্ধুর কাছেও একটা রেডিও আছে।'

'হারামীর...'

'আমি চ্যানেল ক্লিয়ার করতে বলেছি। যদি কথার অর্থ ভুলে গিয়ে থাকো

তো মনে করিয়ে দিই—এর অর্থ হচ্ছে মুখ বন্ধ রাখো।'

র‍্যানসম বলে যেতে লাগল, 'আমি কোড চেঞ্জ করব। আমরা জাইলো ফোন ডেল্টা নাইনার-এ যাব। তোমরা যে যার অ্যাসাইনকৃত স্টেশনে এক্ষুনি চলে যাবে। আর ব্যক্তিগত কাজে মেডিকেল সাহায্যের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আমার। এবং সবশেষে—আমি দোতলায়, রেস্টুরেন্টে একটি ক্লিনআপ টীম চাই। লাশ নেয়ার ব্যাগ লাগবে।'

'তুমি ওকে কব্জা করেছ, রবিন?'

'নেগেটিভ। ব্যাগ লাগবে অরিয়লের জন্য।'

'ও ও ও ম্যান...'

'চুপ থাকো!' খেঁকিয়ে উঠল র‍্যানসম। সে হুউউশ করে নিশ্বাস ছাড়ল। ডেভ অনুমান করল র‍্যানসাম সিগারেট ধরিয়ে সুখটান দিয়েছে।

'মি. এলিয়ট, আমার বিশ্বাস আপনি আমাদের আলাপচারিতা শুনছেন। আমি একতরফা যুদ্ধ বিরতির ঘোষণা দিচ্ছি। আই রিপিট, এখন সন্ধি করার সময়, মি. এলিয়ট। আমরা সবাই যে যার জায়গায় ফিরে যাব, একটু বিরতি নেব। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমি বর্তমান পরিস্থিতি জানিয়ে আমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলব। তাদেরকে অনুরোধ করব তারা যেন আলাপ-আলোচনায় রাজি হন। তবে এ সময়ে আমার লোকেরা যে যেখানে পাহারায় রয়েছে, থাকবে। আপনিও বোধহয় তাই করবেন।'

বিরতি দিল র‍্যানসম, জবাবের অপেক্ষা করছে। 'আপনার তরফ থেকে জবাব আশা করছি, মি. এলিয়ট।'

ডেভ রেডিওর দ্বিতীয় বোতামে চাপ দিয়ে ফিসফিস করল, 'আই কপি, রবিন।'

'ধন্যবাদ। একটা কথা। আমরা রেস্টুরেন্ট কর্তৃপক্ষকে বলব তারা যেন তাদের সাপ্লাই একবার চেক করে দেখে, যদি কিছু মরিচের হিসেব পাওয়া না যায় তাহলে ধরে নেব আপনি মরিচের গুঁড়ো চুরি করেছেন যাতে আমাদের কুকুরগুলোর ওপর তা প্রয়োগ করা যায়, ঠিক?'

ঠিক। তিন ব্যাগ মরিচের গুঁড়ো রেস্টুরেন্ট থেকে চুরি করে এনেছে ডেভ। র‍্যানসম কুকুর লেলিয়ে দিলে সে মরিচের গুঁড়ো ছোটাবে জানোয়ারগুলোর ওপর। আর মরিচের গুঁড়ো নাকে গেলে উন্মাদ হয়ে উঠবে কুকুর। শত্রু-মিত্র মানবে না। সামনে যাকে পাবে তার ওপরই ক্রুদ্ধ আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

'অল রাইট, মেন, রিসেট জইলোফোন ডেল্টা নাইনার। এক্ষুনি করো।'

ডেভ ভাবল র‍্যানসম আর তার লোকেরা যেহেতু এ মুহূর্তে কোড পরিবর্তনে ব্যস্ত, আর কথা বলবে না র‍্যানসম। কিন্তু কথা বলে উঠল র‍্যানসম, 'আরেকটা

কথা, মি. এলিয়ট। ট্রুপসরা এখন নিজেদের কাজে ব্যস্ত, আপনার সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলা যাবে। আপনি একজন সাবেক কর্মকর্তা। জানেনই তো একজন কমান্ডারের নিজের লোকজনের সামনে কতটুকু কী বলতে পারার সীমাবদ্ধতা রয়েছে।'

'আই কপি, রবিন।'

সিগরেটে টান দিল র‍্যানসম, আস্তে বের করে দিল ধোঁয়া।

'আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করা বাকি ছিল, মি. এলিয়ট। আমি সহজে মেজাজ হারাই না। কিন্তু যখন উরুতে রক্ত ঝরতে দেখলাম ভেবেছি গুলি করে আপনি আমার পুরুষাঙ্গের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছেন। এজন্যই অমন উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলাম। আমি দুঃখিত। জানি মাত্রা হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি। আর আপনি তখন যা করেছেন ঠিকই করেছেন। আপনি কর্নেল ক্রুয়েটারের লোক। আপনাকে সে রুলস শিখিয়েছে, আমাকেও। আপনি বুঝতে পেরেছিলেন আমার সঙ্গে একজন ব্যাকআপ থাকবে। আর তাকে হত্যা না করেও আপনার উপায় ছিল না। যেভাবে পরিস্থিতি নিজের আয়ত্তে নিয়ে এসেছেন, আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে, ভাই। আমার আচরণ এবং বাজে গালিগালাজের জন্য মাফ চাইছি। মন থেকেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি। কথা দিচ্ছি অমন আর হবে না।'

র‍্যানসমের কথা শুনে কে বলবে এ একটা ভয়ংকর লোক—একজন সাইকো?

'মি. এলিয়ট, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন মি. এলিয়ট।'

'আই কপি, রবিন।'

'ওভার অ্যান্ড আউট।' অফ হয়ে গেল রেডিও।

তারের বালিশে মাথা ঠেকাল ডেভ। প্রাইম মিনিস্টার ক্লাব থেকে ভরপেট খেয়ে এসেছে ও। খাবারগুলো খুব সুস্বাদু ছিল। অবশ্য চুরি করা খাবারের স্বাদ সবসময়ই মজার। আর্মিতে সৈনিকদের জন্য প্রথম সবক এটাই। আর দ্বিতীয় সবক হলো : গোলাগুলির পালা শেষ হলেই ঘুমিয়ে নেবে।

একটু পরে ঘুমিয়ে পড়ল ডেভ।

অধ্যায় ১৬

স্বপ্ন দেখছিল ডেভ এলিয়ট। সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন ট্রেনিং-এর দিনগুলোর স্বপ্ন। ঘুম ভেঙেই বার্নি লেভির কথা মনে পড়ল। লেভি কেন ওকে খুন করতে চাইল?

র‍্যানসমের মত লোকেরা বার্নির মত লোকদের এরকম নোংরা কাজ করতে পাঠায় না। এসব কাজ তারা নিজেরাই করে। এজন্য তাদেরকে টাকা দেয়া হয়। র‍্যানসম ডেভকে হত্যা করতে রাজি করিয়েছে ওর বিরুদ্ধে এমন কিছু কথা বলে যা বিশ্বাস করেছে বার্নি। বার্নি লেভি একগুঁয়ে স্বভাবের মানুষ। সে যদি একবার মনে করে অমুক কাজটা করা তার জন্য ঠিক, সে সেটা করবেই, কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না। এবং নিজের সিদ্ধান্ত থেকে একচুল নড়চড় হবে না বার্নি।

এটা তো প্রশ্নের একটা অংশের জবাব।

অন্য অংশটি হলো বার্নি লেভি বলেছিল, 'সে যা করতে যাচ্ছে সে জন্য ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করবেন না।

তো?

বার্নির ধারণা র‍্যানসম যে ডেভকে হত্যা করতে চাইছে সে জন্য বার্নি নিজেকে দায়ী মনে করছিল। ডেভ মনে মনে বলল, বার্নি যদি মনে করে থাকে এ দুঃস্বপ্নটা তার কারণেই ঘটছে, তাহলে সে বিশ্বাস করছিল আমাকে হত্যা করা তার একটা কাজ। কাজের চেয়েও বেশি। এটা তার কর্তব্য।

বার্নি একজন এক্স-মেরিন।

তার মানে তুমি ভাবছ এসবের পেছনে বার্নি আছে?

নাও থাকতে পারে। বার্নি হয়তো স্রেফ আরেকজন ভিক্টিম, আমার মত। আমার ধারণা সে তা-ই। আমাকে র‍্যানসমের হাতে তুলে দেয়া অথবা নিজে আমাকে গুলি করার সুযোগ ছিল বার্নির। আমার অফিসে এসে সে বিড়বিড় করে বলছিল তার হাতে কোন বিকল্প নেই। কথাটা সে মন থেকেই বলছিল তার একটা ভুলের জন্য আমাকে খুন হতে হবে। এজন্য সে নিজে আমাকে গুলি করতে চেয়েছে। তবে এজন্য তার মধ্যে অনুশোচনা হচ্ছিল।

কিন্তু বার্নি কোন্ নরকের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে আর আমিই বা এর মধ্যে জড়ালাম কীভাবে?

এ প্রশ্নের জবাব আমি জানি না। কোনরকম ধারণাও করতে পারছি না।

তুমি কোন পুলিশকে খুন হতে দেখনি অথবা এরকম কোন ঘটনার তুমি সাক্ষী নও।

আমি কি কিছু দেখেছি? আমি কী দেখেছি? আমি কী শুনেছি? আমি কী জানি?

অধ্যায় ১৭

ডেভ এলিয়টের মাথার ঠিক ওপরে, কম্পিউটার রুমের উঁচু ফ্লোরে কে যেন হাঁটাহাঁটি করছে। ভেসে এল হেঁড়ে গলার পুরুষ কণ্ঠ, 'বন্ধুগণ, সাড়ে তিনটা প্রায় বাজে। এল সুপ্রিমো সকল কর্মচারীকে কনফারেন্স রুমে হাজির থাকতে বলেছেন। কর্তৃপক্ষের নতুন একটা নির্দেশ ঘোষণা করবেন তিনি।'

কে যেন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, 'তার মানে আরও বেতন কর্তন।'

'হুঁ,' যোগ দিল আরেকজন। 'টপ ম্যানেজমেন্ট বোনাসের বোঝা কমানোর মতলব।'

'শোনো, বন্ধুরা,' বলল হেঁড়ে গলা। 'জানি এখানে কাজ করা কঠিন তবু তো আমাদের সবার চাকরি এখনও আছে।'

'সে হয়তো বেলা সাড়ে তিনটা পর্যন্ত।'

হেঁড়ে গলা বিদ্রূপাত্মক কথাটি অগ্রাহ্য করল।

'এল সুপ্রিমো তোমাদের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক মীটিং করবেন। এর মধ্যে অন্য কোন জরুরি কাজ আছে কি?'

এক মহিলা জবাব দিল, 'তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ নেই। চারটায় একটা মীটিং আছে। তবে ওটা হবে ফোর্ট ফামোলে, আমাদের বিখ্যাত কর্পোরেট সদরদপ্তরে।

'ঠিক আছে, মার্গ। তুমি মীটিং-এর আয়োজন করো। আমি তোমার সঙ্গেই থাকছি যদি কোন দরকার হয়। এল সুপ্রিমো আর আমি একত্রে ট্রেনে বাড়ি ফিরি। আর তুমি তো জান মীটিং-এ কেউ দেরি করে এল বস্ কীরকম রাগ করেন।'

চার-পাঁচটে কণ্ঠ, কোরাস গেয়ে উঠল, 'নিগারস অল ওয়ার্ক অন...'

'এই সবাই চুপ! যাও, সবাই কনফারেন্স রুমে যাও।'

হাইহিল এবং জুতোর খটখট শব্দ উঠল মেঝেয়। একটা দরজা খোলার শব্দ পেল ডেভ, তারপর দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। পদশব্দ এগিয়ে আসছে ওর দিকে। জ্বলে উঠল বাতি। মেয়েদের জুতোর শব্দ। মার্গ নামের সেই মেয়েটি। ডেভের ঠিক মাথার ওপর এসে দাঁড়াল সে।

হেঁড়ে গলা বলল, 'তুমি এটা ওই কনসোল দিয়ে চালাও?'

'হুঁ।'

পুরুষের জুতোর আওয়াজ এসে থামল ডেভের মাথার সামনে। 'এটা ৩১৭৮ মডেল, না?'

'হ্যাঁ।'

'ওরা এগুলো এখনও তৈরি করছে, জানতাম না তো।'

'গ্রেগ, আমি বহু দিন ধরে এগুলো দিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। এসবের মধ্যে তোমার নাক না গলালেও চলবে। তুমি মীটিং-এ যাচ্ছ না কেন? এল সুপ্রিমোকে খুশি করো গে।

গ্রেগ জুতোর ডগা ঠুকল মেঝেতে। 'আ...ইয়ে, মার্গ, আমি আসলে এখানে ঠিক তোমার কাজে সাহায্য করতে আসিনি।'

'আচ্ছা?' তীক্ষ্ণ শোনাল মেয়েটার গলা।

'মার্গ, আমি...কথাটা আগেও বলেছি তোমাকে, তুমি দেখতে সুন্দরী আর আমিও তেমন বদখত নই।'

'কেন আর বার্বিও তাই, কিন্তু ওরা একসঙ্গে থাকে না।' ডেভ অনুমান করল এ মেয়েটি এ বিষয়টি নিয়ে এবারই প্রথম তর্ক করছে না, আগেও নিশ্চয় ওরা এ নিয়ে কথা বলেছে।

'কাম অন, মার্গ, আমি তোমার জন্য মানানসই পুরুষ এবং তা তুমি জান।'

'আমার জন্য মানানসই পুরুষের গ্রেট নেকে স্ত্রী এবং বাচ্চা থাকে না।'

'তোমাকে তো বলেইছি ওসব এখন ইতিহাস। প্রমাণ চাও? বেশ! আমি উকিলের কাগজপত্র দেখাব তোমাকে।'

'থ্যাংকস বাট নো থ্যাংকস।'

'আমি তো তোমার কাছে বেশি কিছু চাই না শুধু হপ্তায় দু'একবার একটু বাইরে ঘুরতে গেলাম। ড্রিংক করব, ডিনার খাব, সিনেমাতেও যাওয়া যায়। এসব করতে চাইছি স্রেফ একে অন্যকে আরেকটু ভালোভাবে চেনার জন্য। এতে দোষের কী আছে? তুমি রাজি হচ্ছ না কেন?'

'গ্রেগ, তোমাকে একটা কথা পরিষ্কার বলি শোনো। আমি বিষয়টি নিয়ে বহুবার ভেবেছি।'

'বাহ্, তাই নাকি? জানতাম না তো...'

'এবং আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে—'নো।'

'কী? কেন?' চেঁচিয়ে উঠল গ্রেগ।

'এর মধ্যে কোন 'কেন' নেই। স্রেফ 'না।'

'তুমি আমাকে সিরিয়াসভাবে নিচ্ছ না। শোনো, মার্গ আমি তোমার ক

যথেষ্ট সিরিয়াস। খুবই সিরিয়াস। তোমাকে ছাড়া আমি কিছুই ভাবতে পারছি না...অ্যাই! কোথায় যাচ্ছ?'

মৃদু ধস্তাধস্তির শব্দ। মার্গের গলা চড়ল, 'ছাড়ো, আমাকে, গ্রেগ। ছাড়ো বলছি।'

'আমার কথা না শোনা পর্যন্ত ছাড়ছি না। আমি কে জান না? আমি তোমার বস্। এ কথা ভুলে গেলে? আমি তোমার মূল্যায়ন ফর্ম দেখি, সিদ্ধান্ত নিই তোমার বেতন কতটা বাড়বে। যদি চাকরিটা বাঁচাতে চাও তো আমি যা বলি শোনো।'

'কী? গ্রেগ...'

'হোয়াইট হাউজ দেশের অর্থনীতি নিয়ে কী বলে তা ভুলে যাও, খুকি। বাইরের দুনিয়াটা বড্ড শীতল এবং ভালো চাকরি পাওয়া ভয়ানক কঠিন।'

'না, গ্রেগ। একজন...'

'বিশেষ করে তোমার রেকর্ডে যদি ব্ল্যাক মার্ক থাকে। আর যদি আমেরিকান ইন্টারডাইনে তুমি থাক, মার্গ, এখানে অনেক সুযোগ-সুবিধা পাবে। আমার কথামত কাজ করলে প্রমোশনও হতে পারে।'

'এক লোক, গ্রেগ...'

'জাহান্নামে যাক লোক! তোমার বয়ফ্রেন্ডের নিকুচি করি আমি।'

'না, তোমার পছনে!'

মার্গের হাতটা পিঠের কাছে মুচড়ে ধরে রেখেছিল গ্রেগ, ঝট করে তাকাল ঘাড় ঘুরিয়ে।

ডেভিড এলিয়ট গ্রেগের দিকে তাকিয়ে হাসল। তবে মোটেই বন্ধুসুলভ হাসি নয়।

অধ্যায় ১৮

গ্রেগের কানের নিচে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল ডেভ। এক ঘুসিতেই কুপোকাৎ রোমিও। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

হাত ঝাড়া দিল ডেভ। আহত হাত দিয়ে ঘুসি মেরেছে ও। আঙুলের গাঁটে রক্ত।

অজ্ঞান গ্রেগের দিকে শেষবারের মত চোখ বুলিয়ে মার্গের দিকে তাকাল ডেভ। মেয়েটিকে দেখতে দেখতে প্রথমেই যে ভাবনাটি ওর মাথায় এল তা হলো : মার্গের চিকবোনজোড়া ভারী সুন্দর। দ্বিতীয় চিন্তাটা হলো : মেয়েটি যে কোন মুহূর্তে গলা ছেড়ে চিৎকার দেবে। বিড়বিড় করে ও বলল, 'হাই, আমি ডেভ এলিয়ট। আজকের দিনটা আমার বড্ড খারাপ যাচ্ছে।'

মার্গের চৌকোনা, দৃঢ় এবং আকর্ষণীয় চোয়াল জোড়া ঝুলে পড়ল। লাল ফ্রেমের আয়তাকার চশমার পেছনে ওর সবুজ চোখজোড়া (গভীর সবুজ, পান্না সবুজ, পাহাড়ি ছোট্ট হ্রদের মত সবুজ) বিস্ফারিত হয়ে উঠল। বার দুই ও মুখ হাঁ করল এবং বন্ধ করল। কোন রা বেরুল না।

'সত্যি বলতে কী খুবই খারাপ দিন।'

পিছিয়ে গেল মার্গ। হাত তুলে দুর্বল একটা ভঙ্গি করল যেন কিছু একটা সামনে থেকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছে।

'আমার সুরত বোধহয় খুবই বদখত দেখাচ্ছে, না?'

অবশেষে কথা ফুটল মার্গের মুখে। 'খুবই বাজে।'

'আসলেই বাজে একটা দিন গেছে আমার।'

'আপনার গা থেকে গন্ধ আসছে,' নাক কোঁচকাল মার্গ।

ওর নাক কোঁচকানোর ভঙ্গিটি ভাল লেগে গেল ডেভের।

'সত্যি বলতে কী, এমন জঘন্য দিন আমার জীবনে কোনদিন আসেনি। শোনো, মার্গ—এটাই তো তোমার নাম, নাকি?—মার্গ, তুমি আর পিছু হটো না, দেয়ালে বাড়ি খাবে। আমি এখান থেকে সরে যাচ্ছি। তুমি এক্সিটের দিকে যেতে চাইলে যেতে পার।'

ঠোঁট কামড়াল মার্গ, সরু চোখে তাকাল ডেভের দিকে।

'সত্যি?'

'সত্যি।'

মার্গ সত্যি আকর্ষণীয়া, সুশ্রী। সামান্য খাটো, পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি হবে লম্বায় তবে ফিগারটা দেখার মত। কালো চুল পালিশ করা কয়লার মত চকচকে, সুন্দর করে ছাঁটা। বয়স চব্বিশ/পঁচিশ। সবুজ চোখ এবং ঠোঁটের গড়ন এরকম যেন কোন কিছুতে মজা পেয়ে গেছে। তাই হাসছে। ছোট্ট নাকটা ভারী সুন্দর এবং...

এখানেই বিরতি দেয়া কি উচিত নয়, বন্ধু? মেয়েটি ইতিমধ্যে একটা ঝামেলার মাঝ দিয়ে গেছে।

দেয়ালের দিকে পেছন ফিরে হঠছে মার্গ, চক্ষু স্থির ডেভের ওপর। পিছু হঠতে হঠতে পৌঁছে গেল দরজায়। দরজার হাতলে হাত রেখে বলল, 'আপনাকে আমার ধন্যবাদ দেয়া উচিত। শয়তান গ্রেগটার হাত থেকে আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন।'

'ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম,' ডেভ আড়চোখে আরেকবার নিজের সাদা শার্ট দেখল। হাত দিয়ে ময়লা ঝাড়ার ভঙ্গি করল। শার্টটা নোংরা হয়ে আছে।

ডেভের দিকে তাকাল মেয়েটি, নিতম্বে হাত রেখে মাথাটা সামান্য কাত করে বলল, 'ব্যস এ-ই? 'শুধু ইউ আর ওয়েলকাম'?'

'আমার মনে হয় এতেই যথেষ্ট বলা হয়েছে।'

'আপনি স্টিফেন কিং-এর গল্পের ভূতুড়ে চরিত্রের মত হঠাৎ মেঝে ফুঁড়ে বেরুলেন, কুংফু বালকের মত ইয়াহু বলে গ্রেগের ঘাড়ে ঝেড়ে দিলেন মস্ত এক রদ্দা। আপনি এভাবেই মানুষজনকে মেরে ধরে বেড়ান নাকি?'

'আরে না। তা কেন হবে? শুধু আজই এভাবে কারও গায়ে হাত তুললাম।' বলল ডেভ।

মেয়েটি ডেভ এলিয়টের আগাপাশতলা পরখ করে দেখছে। বোধহয় অনুমান করার চেষ্টা করছে ময়লা জামাকাপড় পরা লোকটার কাপড়ের নিচে কী আছে।

'মার্গ,' সিরিয়াস গলায় বলল ডেভ, 'আমার সাহায্য দরকার। আর এ ব্যাপারে তুমিই বর্তমানে একমাত্র ভরসা। তবে তোমার একটা উপকার করেছি বলে বিনিময়ে সাহায্য চাইছি এমন কিছু যেন দয়া করে ভেবো না।'

মার্গ দু' ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে শিসের মত শব্দ করল, 'ওকে, মি.... আপনার নামটা যেন কী?'

'এলিয়ট, ডেভ এলিয়ট।'

'অল রাইট, মি. ডেভ এলিয়ট। আপনি ঘড়ি ধরা পাঁচ মিনিট সময় পাবেন,

এর মধ্যে যা বলে ফেলার বলুন।'

মেঝের টাইলসে পা ঠুকল মেয়েটি। বলল, 'আপনি এ গল্পটা আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল ডেভ। 'দেয়ালে ফোন ঝুলছে। সেনটেরেক্সে ফোন করো। আমার এক্সটেনশন নাম্বার ৪৪১২, আর আমার সেক্রেটারির নাম জো কুর্টনার। ওর এক্সটেনশন নাম্বার ৪৪১১। ওকে ফোন করে বলো তুমি আমার দাঁতের ডাক্তারের সহকারী। আমার সঙ্গে ডাক্তারের কালকের অ্যাপয়েন্টমেন্টের ডেন্টিস্টের নাম শোয়েবার। দ্যাখো ও কী বলে।'

'মূল নাম্বার কত?'

ডেভ মার্গকে নাম্বারটা দিল। মার্গ ফোন করে এক্সটেনশন ৪৪১২ চাইল। তারপর কথা বলল। 'গুড আফটারনুন। ড. শোয়েবারের অফিস থেকে মার্গ বলছি। আগামীকাল আমাদের সঙ্গে মি. এলিয়টের একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। ওটা আমরা একটু বদলাতে চাই।' বিরতি দিল সে। শুনছে। 'ওহ্, ওয়েল, উনি কবে ফিরবেন, জানেন?' আবার বিরতি। 'বেশ কয়েকদিন পরে। ঠিক আছে। তাহলে আগামী মাসের দ্বিতীয় হপ্তায় আবার ফোন করব। ওকে। গুড। থ্যাংক ইউ অ্যান্ড হ্যাভ আ গুড ডে।'

ফোন নামিয়ে রাখল মার্গ। 'আপনার সেক্রেটারি বলল আপনি নাকি পারিবারিক প্রয়োজনে শহরের বাইরে গেছেন। তবে কতদিন বাইরে থাকবেন বলতে পারল না।'

'এখন আমার ভাইকে ফোন করো। তাকে বলো তুমি আমার উকিলের অফিস থেকে ফোন করছ। আমার আইনজীবীর নাম হ্যারি হ্যালিওয়েল। আমার ট্রাস্টের বিষয়ে আমার সঙ্গে কথা বলা দরকার। আমার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলবে কারণ তোমাকে আমার সেক্রেটারি বলেছে আমি পারিবারিক প্রয়োজনে শহরের বাইরে গেছি। কাজেই আমার ভাইয়ের কাছেও তো যেতে পারি।'

ফোন করল মার্গ। জবাব শুনে তার ভুরু কুঞ্চিত হলো। ফোন রেখে বলল, 'আপনার ভাই বললেন আপনি ব্যবসার কাজে টোকিও গেছেন। জানালেন মাসখানেকের আগে ফিরছেন না।'

ডেভ চেষ্টাকৃত উষ্ণ হাসি দিল মার্গকে। 'তুমি আমাকে আরও কিছু সাহায্য করতে পারবে, মার্গ।'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল মেয়েটি, তাকাল মেঝেয়। 'দেখুন, আমি নেহায়েত সাধারণ একজন চাকরিজীবী। বন্দুক হাতে লোকজন...মাফিয়া বা যাই হোক... তাছাড়া মানে বলছি আপনি তো মানুষজনকে আঘাত করেন।' থেমে গেল মার্গ,

জিভ দিয়ে ঠোঁট চাপল, আড়চোখে তাকাল অচেতন গ্রেগের দিকে।

ডেভ চুলে আঙুল ঢোকাল। 'ওরা যাতে আমাকে আঘাত করতে না পারে সেজন্য কাজটা করতে বাধ্য হই আমি।'

মার্গ এখনও গ্রেগের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণা আছে, মার্গ?'

ঠোঁটে ঠোঁট চাপল মার্গ। 'আমার আট বছর বয়সে আমার পরিবার আইডাইহো চলে আসে। ওখানে সবাই শিকারী। ও জায়গায় সবধরনের অস্ত্র আমি দেখেছি।'

'গুড। এটা দ্যাখো।' ডেভ শার্টের পেছনে লুকানো একটি পিস্তল বের করল। ঝুঁকল, মেঝেতে ঠেলে দিল অস্ত্রটি। বন বন ঘুরতে ঘুরতে ওটা রওনা হয়ে গেল মার্গের দিকে।

উবু হয়ে পিস্তলটি তুলে নিল মার্গ। অভিজ্ঞ মার্কসম্যানের মত সশ্রদ্ধচিত্তে অস্ত্রটি হাতে ধরে রাখল। ওটার গায়ে চোখ বুলিয়ে মন্তব্য করল, 'হাই-টেক জিনিস, না? এমন অস্ত্র আগে কখনো দেখিনি।'

ডেভ কিছু বলল না। মার্গ কী করে বা বলে সে অপেক্ষায় আছে।

মার্গ পিস্তলের সেফটি ক্যাচ পরীক্ষা করল, পিস্তলের বাট উল্টে দেখল, তারপর সরে এল দরজার সামনে থেকে। অস্ত্রটি বাড়িয়ে ধরল ডেভের দিকে। 'আমার ধারণা আপনি সত্যি মস্ত বিপদে আছেন, মিস্টার।'

ওর কাছ থেকে পিস্তল নিয়ে শার্টের পেছনে গুঁজল ডেভ। 'আমার একটু সাহায্য দরকার। অল্প সাহায্য। তবে এতে তোমার কোন বিপদ হবে না। কথা দিচ্ছি। ওয়ার্ড অব অনার।'

'না, আমি...'

'তিনটে মাত্র জিনিস চাইছি আমি। প্রথমত আমাকে ডাক্ট টেপ জাতীয় কিছু একটা এনে দাও। দ্বিতীয়ত : আমার একটি টেপ রেকর্ডার কিংবা ডিকটেশন মেশিন দরকার। তিন : আমি বাথরুমে যাব মুখ হাত ধুতে। তুমি এ সময়টা হল রুমে নজর রাখবে কেউ আসছে কিনা দেখতে।'

'লেডিসে যান।'

'কী বললে?'

'বললাম লেডিস বাথরুমে যান। কারণ এ ডিপার্টমেন্টে শুধু মহিলারা কাজ করে। তারা সবাই এখন মীটিং-এ ব্যস্ত। লেডিস রুম ব্যবহার করাটাই আপনার জন্য নিরাপদ।'

অধ্যায় ১৯

হাত মুখ ধুয়ে, গায়ের গন্ধ খানিকটা দূর করে গ্রেগের স্ল্যাকস এবং শার্ট গায়ে চড়িয়ে কম্পিউটার রুমে ফিরে এল ডেভ এলিয়ট।

মার্গ সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওকে দেখল, 'আপনাকে কম্পিউটার উন্মাদের মত লাগছে দেখতে। আলগাভাবে ঝুলে থাকা চশমা, খাটো প্যান্ট, ইন না করা শার্ট...এখন শুধু প্লাস্টিক পকেটঅলা প্রোটেকটর গায়ে চড়ানো বাকি।'

'ধন্যবাদ। সাদা মোজা আর জুতো থাকলে আমার ছদ্মবেশটা আরও নিখুঁত হতো।'

গ্রেগ ডেভের চেয়ে ইঞ্চি দুয়েক খাটো হলেও ওকে খুব একটা বেমানান লাগছে না। ঢিলেঢালা শার্টের নিচে পিস্তল লুকিয়ে রাখা গেছে সহজে। তবে জর্জের জুতো খুব বেশি ছোট হয়ে যাওয়ায় ওগুলো আর পায়ে গলানো যায়নি। ওর পায়ে নিজের দামী বাল্লি জুতোই রয়ে গেছে। জুতো জোড়ার কবল থেকে যত দ্রুত মুক্তি পাওয়া যায় ততই মঙ্গল।

মার্গ ডেভের দেয়া ডিকটেশন রেকর্ডারটি ওকে দেখিয়ে বলল, 'এতে কাজ হবে?'

'আশা করি। এরচেয়ে ভালো কিছু আর জোগাড় করতে পারলাম না যে!'

ডেভ দুটো রেডিও চুরি করেছে—একটি কার্লুচ্চির, অপরটি র‍্যানসমের ব্যাকআপের। কম্পিউটার রুমে লুকিয়ে দুটোই পরীক্ষা করে দেখেছে ও। দুটোই আকারে ক্ষুদ্রকায়, পেছনে রিমুভাবল প্যানেল। প্যানেল সরিয়ে ডেভ দেখেছে একসারি লাল LED যা নিঃসন্দেহে এগক্রিপশন কোড। LED-এর ঠিক নিচে অনেকগুলো সুইচ। কার্লুচ্চির রেডিওর একই কোড দ্বিতীয় রেডিওতে রিসেট করতে খুব কম সময় লেগেছে ডেভের। কার্লুচ্চির রেডিওতে ডেভের সঙ্গে কথা বলবে বলেছিল র‍্যানসম।

'আমাকে শুধু ট্রান্সমিট বাটন পুশ করে আপনার টেপ চালিয়ে দিতে হবে, তাই তো?' লম্বা, সরু আঙুল খুব পছন্দ ডেভের। গাটাগোট্টা আঙুল তার দু'চক্ষের বিষ। মার্গের আঙুলগুলো সত্যি সুন্দর, ভাবছে ও। ওর স্ত্রীর চেয়ে কিছু কিছু জিনিস মার্গের বেশ ভালো। যেমন মার্গের গড়ন একটু মোটার দিকে,

ওদিকে হেলেন রোগা-পাগলা; হেলেনের উচ্চতা একটু বেশিই, প্রায় তালগাছ বলা যায় ওকে। মার্গ স্মার্ট পক্ষান্তরে হেলেন বড্ড বেশি মাত্রায় সফিসটিকেটেড আর মার্গ দারুণ যৌনাবেদনময়ী, সেক্ষেত্রে হেলেন...

অ্যাই, অ্যাই, চুপ! ডেভের গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল ওকে শাসাল।

জোর করে বর্তমানের বাস্তবতায় নিজেকে ফিরিয়ে আনল ডেভ। 'ঠিক বলেছ। যে মুহূর্তে তুমি কারও গলা শুনবে—যে কারও কণ্ঠ—সঙ্গে সঙ্গে চালিয়ে দেবে টেপ। কিন্তু বিল্ডিং-এ থাকাকালীন কারও গলা শুনলে টেপ চালানোর প্রয়োজন নেই। তুমি এখান থেকে বেরিয়ে পড়ার আগে যদি র‍্যানসম আমার সঙ্গে কথা বলে তখন অন্য কোন প্ল্যান আঁটতে হবে।'

গভীর একটা দম নিল মার্গ, হাসিতে উদ্ভাসিত হলো চেহারা। 'গ্রেগের কী হবে?'

ভারী সুন্দর হাসি!

'ওর খোঁজ কেউ না কেউ পেয়ে যাবে। রাতে জ্যানিটররা ফ্লোর পরিষ্কার করতে এসেও ওকে দেখে ফেলতে পারে। তবে তার আগ পর্যন্ত ওকে এখানেই এভাবে পড়ে থাকতে হচ্ছে।'

নিজের জুতোয় চোখ রেখে মার্গ জানতে চাইল, 'আপনি ওর মুখটা টেপ দিয়ে অমন করে বেঁধে রেখেছেন কেন?'

'কেউ ওর টেপ খুলতে গেলে ও যেন ব্যথায় 'বাবারে, মারে' করে ডাক ছাড়ে।'

খিলখিল হাসল মার্গ, 'আপনি একটা হারামজাদা মি. ডেভিড এলিয়ট।' ওর হাসিতে ঘর যেন আলোকিত হয়ে উঠল।

মার্গ চোখ তুলে চাইল ডেভের দিকে। ওর চোখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি। অন্তত ডেভের তা-ই মনে হলো। বলল, 'হুঁ, আমি অমনই। হাড়ে হারামজাদা।'

ঝট করে চিবুক তুলল মার্গ। ওর গালে টোল পড়ল। 'কিন্তু সবার সঙ্গে নিশ্চয় ওরকম করেন না?'

মার্গের কণ্ঠ নরম, ডেভেরটা শোনাল ঘ্যাসঘেসে। 'না, সবার সঙ্গে ওরকম করি না।' এক কদম সামনে বাড়ল ও। পিওর রিফ্লেক্স। মার্গও একই কাজ করল। ডেভের মনে হচ্ছে কম্পিউটার রুমের তাপমাত্রা যেন হঠাৎই বেড়ে গেছে। গরম লাগছে ওর। তবে অস্বস্তিকর গরম নয়। এয়ারকুলার যেন গ্রীষ্মের ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে।

মার্গ ওর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। ঝিকমিক করছে চোখ। দুজনের মাঝে হাতখানেক মাত্র দূরত্ব। ডেভ জানে না সংকেতটা ভুল কিনা তবে ওর মনে হচ্ছে মার্গ কাছ ঘেঁষে দাঁড়ানোর ব্যাপারটি উপভোগই করছে। মার্গের প্রতি চৌম্বকীয় আকর্ষণ অনুভব করছে ডেভ। অপ্রতিরোধ্য এক আকর্ষণ। এ ধরনের ঘটনা খুব

কমই ঘটে। তবে লোকে বলে না যে প্রথম দর্শনেই প্রেম, সে রকম কিছু একটা বুঝি ঘটে যাচ্ছে ওদের মধ্যে। তবে ডেভ জানে তা ঘটছে না। যদিও এরকম কিছু ভাবতে ভাল লাগছে ওর। জোর করে ভাবনাটা মন থেকে দূর করে তাড়িয়ে দিল ও। ঝট করে মার্গের হাতটা ধরে বিজনেস কলিগের মত ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, 'সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ, মার্গ, সত্যি সত্যি অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু এখন আমাকে যেতে হচ্ছে। তোমার বন্ধুরা—এ ডিপার্টমেন্টের অন্যান্য লোকজন—মীটিং শেষ হলেই চলে আসবে।'

মার্গের চোখের ঝিকিমিকি জোনাকি আরও বেশি জ্বলল। 'ওকে, বাট লুক, আমার পুরো নাম হলো মেরীগোল্ড ফিল্ডস কোহেন—আমার দিকে ওভাবে তাকাবেন না। আমার জন্ম ১৯৬৮ সালে। আমার বাবা মা থাকেন স্যানফ্রান্সিসকোতে। তাঁরা আমার এরকম একটা পচা নাম দিয়েছেন, এ জন্য আমি দায়ী নই। আমার নাম টেলিফোন বুকে পাবেন। আমার বাসা ওয়েস্ট নাইনটি ফোর্থ স্ট্রিট, আমস্টারডামের ঠিক বাইরে। ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে আমাকে ফোন করবেন, ঠিক আছে? কিংবা নিজেই একবার বেড়িয়ে যেতে পারেন আমার বাসা থেকে।

ডেভ ওকে হাসিটি ফিরিয়ে দিল। মেয়েটি খুব হাসিখুশি। ওকে কী যেন বলতে ইচ্ছে করছে ডেভের। আবেগঘন কিছু কথা...

আফসোস তুমি বিবাহিত...

'শিওর, মেরীগোল্ড,' বলল ডেভ।

'আমাকে কক্ষনো মেরীগোল্ড বলবেন না।'

'আচ্ছা, বলব না। আরেকটা কথা।'

মার্গ মাথা ঝাঁকাল।

'আমি তোমাকে এ ঝামেলায় জড়াতে চাই না। চাই না কেউ সন্দেহ করুক তুমি আমাকে সাহায্য করেছ। কিন্তু গ্রেগকে দেখার পরে অনেকের মনে নানান প্রশ্ন হাজির হবে। কাজেই তোমার একটি অ্যালিবাই থাকা দরকার। তোমার জন্য চমৎকার একটি অ্যালিবাইয়ের কথা ভেবে রেখেছি আমি। কেউ এ নিয়ে প্রশ্ন তুলবে না। নিশ্চয় বুঝতে পারছ তোমার অ্যালিবাই বুলেট প্রুফ হওয়া উচিত, তাই না?'

'অবশ্যই। কিন্তু কী সেটা?'

'সেটা হলো এটা,' ডেভ মার্গের চোয়ালে একটি আপারকাট বসিয়ে দিল। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল মেয়েটি, চট করে ওকে ধরে ফেলল ডেভ। আস্তে করে শুইয়ে দিল মেঝেয়। তারপর ওর পার্স খালি করল। মাত্র তেইশ ডলার পাওয়া গেল। বেচারী। বাড়ি যাওয়ার ট্রেনের ভাড়াটা রেখে বাকি টাকা ক'টা পকেটে পুরল ডেভ।

অধ্যায় ২০

ডেভ এলিয়টদের ভবনটির নির্মাতা বিল্ডিং তৈরি করার সময় সম্ভবত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার ইমারতে ১৩ তলা বলে কিছু থাকবে না। ফলে ফ্লোরগুলো নম্বর দেয়া হয়েছে ১১, ১২, ১৪, ১৫... যেন ১৩ তলা বলে কিছু থাকলে দুর্ভাগ্যের বলি হতে হবে।

আমেরিকান ইন্টারডাইন কোম্পানি দুটো ফ্লোর দখল করে রেখেছে—১২ এবং ১৪ তলা। রিসেপশন ১৪ তলায়।

রিসেপশনিস্ট মেঝেয় উবু হয়ে অন্ধের মত হাত বাড়িয়ে কিছু খুঁজছিল আর অনবরত 'হ্যাচ্চো হ্যাচ্চো' করে যাচ্ছিল। তার অবস্থা দেখে যেন খাবি খেল ডেভ।

মহিলা ১৯৮০র দশকের এক ক্যারিকেচার। সুতির নকশা কাটা স্কার্ট শেষ হয়েছে হাঁটুর কাছে এসে। গায়ে জ্যাকেট। সুতির সাদা ব্লাউজটা এমন কড়া মাড় দিয়ে ইস্ত্রি করা, মহিলা নিচু হতেই ভাঁজ খেয়ে যাচ্ছে কাপড়, মহিলার পরনের কাপড় চোপর তারস্বরে ঘোষণা করছে এগুলো অ্যালকট অ্যান্ড অ্যান্ড্রুজ থেকে কেনা—আর এ প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে গেছে অনেক আগে।

'এক্সকিউজ মী,' গলার স্বর যতটা সম্ভব মোলায়েম করে ডাকল ডেভ। 'আমি ফোন কোম্পানি থেকে এসেছি।'

মাথা তুলল মহিলা, ডেভের দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল।

'নড়বেন না (হ্যাচ্চো)। নড়বেন না। যেখানে আছেন দাঁড়িয়ে থাকুন।'

'কন্ট্যাক্ট লেন্স হারিয়ে ফেলেছেন?'

'দুটোই একসঙ্গে (হাঁচি)। বিশ্বাস করা যায়?'

'আমি কি কোন সাহায্য করতে পারি?'

'পারেন। তবে সাবধানে খুঁজবেন।'

উবু হলো ডেভ, কার্পেটে চোখ বুলাল। মহিলা যেখানে হামাগুড়ি দিচ্ছে ওখানটাতে কী যেন ঝিকমিক করতে দেখল ও। 'আপনার বামে ঠিক হাতখানেক দূরে একটা লেন্স পড়ে আছে। দেখতে পাচ্ছেন?'

'পাচ্ছি। ধন্যবাদ (হ্যাআআচ্চো) একটা পেলাম। এখন বাকিটা।'

'বাকিটা ওটার ঠিক উত্তর পাশে।'

'হ্যাঁ, তাই তো। পেয়েছি।' (হাঁচি)

মহিলা আঙুলের ডগা ভেজালো জিভ দিয়ে, চোখের চামড়া টানটান করে ধরল তারপর ছাদ বরাবর উঁচু করল নাক। চট করে কন্ট্যাক্ট লেন্স বসিয়ে দিল চোখে।

টেবিলের ওপরে রাখা টিস্যু বক্স থেকে ঝট করে একটা টিস্যু বের করে এনে চোখ মুছল রিসেপশনিস্ট। মাসকারা লেগে বেগুনি রঙ ধারণ করল কাগজ।

'চোখে কিছু পড়েছিল নাকি?' বলেই ডেভ বুঝতে পারল বোকার মত হয়ে গেছে প্রশ্নটা।

'না,' আবার হাঁচি দিল মহিলা। 'আমি...আমি... কাঁদছিলাম।'

মহিলার সাহায্য দরকার ডেভের তাই গলায় সমবেদনার সুর ফোটাল। 'কোনও সমস্যা?'

দশ মিনিট পরে ডেভ রিসেপশনিস্টের জীবন ইতিহাস জেনে ফেলল। মহিলা আশির দশকের শেষে একটি ভালো বিজনেস স্কুল থেকে এমবিএ কমপ্লিট করে ওয়াল স্ট্রিটে যোগ দিয়েছিল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার হিসেবে। কিন্তু সাম্প্রতিক ফিনানসিয়াল ইন্ডাস্ট্রি লে-অফের কবলে পড়ে সে চাকুরিটি হারায়। বেকার অবস্থায় হতাশায় দিন কাটছিল তার। শেষে বাধ্য হয়ে আমেরিকান ইন্টারডাইন ওয়ার্ল্ডওয়াইডে রিসেপশনিস্টের চাকরির জন্য আবেদন করে।

ডেভ জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল।

'শেষে এ আবর্জনার মধ্যে এসে ঠাঁই হলো আমার। (হাঁচি)। এখনও স্টুডেন্ট লোন শোধ করতে হচ্ছে আমাকে (হাঁচি)। আমার বেড়ালটাকে ভালো-মন্দ খাওয়াতেও পারি না (হাঁচি)। আমার সাবেক স্বামীরও চাকরি নেই। বাচ্চাদের ভরণপোষণের খরচ দিতে পারছে না সে। (হাঁচি) আর... আর...

ডেভ মহিলার হাত স্পর্শ করল। 'আর কী? বলুন, আমাকে।'

'আমার নিতম্বে আবার চাপড় দিয়েছে ও।'

'কে, গ্রেগ?' ঢোক গিলল ডেভ। মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে নামটা। তবে ব্যাপারটা লক্ষ করেনি মহিলা।

'সে-ও কম নয়। ওরা সব ক'টা নচ্ছার। বোর্ডের হারামী চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে হারামী ম্যানেজারটা পর্যন্ত নচ্ছার।'

ডেভ বুকে হাত বেঁধে চোখ বুজল।

'প্রথমে মার্গ, তারপরে এ মহিলা। আমেরিকান ইন্টারডাইনের এটা যেন

কর্পোরেট কালচারে পরিণত হয়েছে।

'মাগীটাও কম শয়তান না।'

'সরি?'

'অফিস ম্যানেজারের কথা বলছি।'

মহিলা একটু শান্ত হয়ে এলে ডেভ তাকে জানাল সে কীসের জন্য এসেছে। মৃদু হেসে জিনিসটা ডেভকে দিয়ে দিল মহিলা। ডেভকে তার খুব পছন্দ হয়েছে। আর ডেভকে তার সন্দেহ করার অবকাশও ছিল না। কারণ ডেভের কোমরের বেল্টে টেলিফোন রিপেয়ারম্যানের যন্ত্রপাতি ঝুলছিল। মহিলা শুধু বলল কাজ শেষ হয়ে গেলে ডেভ যেন জিনিসটা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে যায়।

জিনিসটি হলো একটি চাবি।

ডেভ মিথ্যা বলল সে চাবিটি দিয়ে যাবে। রিসেপশনিস্ট ঘড়ি দেখল। 'পাঁচটার আগে আপনি আসতে পারবেন? আমি পাঁচটায় বাড়ি যাই।'

ডেভ হাসল। 'সম্ভবত আসতে পারব না। তবে আপনার টেবিলের ব্লটারের নিচে চাবিটি রেখে গেলে চলবে তো?'

'অবশ্যই চলবে। মাঝখানের ড্রয়ারেও রাখতে পারেন।'

'আচ্ছা। ভালো কথা, আপনি মার্গ কোহেন নামে কাউকে চেনেন? সে কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টে কাজ করে।' মাথা ঝাঁকাল রিসেপশনিস্ট।

'আপনি তাকে ফোন করতে পারেন। সে ভালো মেয়ে। বদমায়েশ লোকজন কীভাবে টিট করতে হয় সে খুব ভালো জানে।'

'আমি সন্ধ্যায় ওকে ফোন করব,' মহিলা আমেরিকান ইন্টারডাইন কর্পোরেট টেলিফোন ডিরেক্টরির পাতা ওল্টাল।

চলে যাবার জন্য পা বাড়াল ডেভ। 'টেলিফোন রুমটা তো এ ফ্লোরেই, না?'

'হলরুম থেকে বাঁয়ে।'

'ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে।'

'আবার দেখা হবে।'

মহিলা ডেভকে আমেরিকান ইন্টারডাইন-এর ইউটিলিটি এবং সাপ্লাই রুমের মাস্টার কী দিয়েছে। ভাগ্য সহায়তা করলে এ চাবি দিয়ে ও ভবনের সবগুলো ইউটিলিটি রুমের তালা খুলতে পারবে। এ চাবিটিই ওর দরকার ছিল।

অধ্যায় ২১

AIW'র সাপ্লাই রুমের জিনিসপত্র ঘেঁটে দেখছিল ডেভ এমন সময় শার্টের পকেটে রাখা রেডিওটি জ্যান্ত হয়ে উঠল। ভেসে এল র‍্যানসমের অ্যাপালাচিয়ান সুর। 'মি. এলিয়ট, আপনার সঙ্গে একজন কথা বলবেন।'

চোয়াল শক্ত হয়ে গেল ডেভের। এখন আবার কী? আরেকটা সস্তা কৌশল। তোমার শিকারকে ভারসাম্যহীন করার জন্য সাইকোলজিকাল ওয়ারফেয়ারের আশ্রয় নাও। তার আত্মবিশ্বাসকে ধ্বংস করে দাও অথবা তাকে...

'আপনার রেকর্ড বলছে বিশ্বস্ততা শব্দটি আপনার কাছে খুব একটা অর্থ বহন করে না। আপনার বন্ধুদের কাছেও নয়। তবু আমার ধারণা রক্তের বন্ধনের ব্যাপারটি আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না।'

কী!

'বাবা?'

না!

'বাবা, তুমি আছ ওখানে?'

মার্ক, ওর ছেলে। ওর একমাত্র সন্তান। ওর এবং ওর প্রথম স্ত্রী অ্যানির পুত্র।

'বাবা, আমি, মার্ক।'

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছে মার্ক। ১১০ ওয়েস্ট স্ট্রিটের ডর্মে থাকে। হপ্তায় অন্তত একবার বাপের সঙ্গে তার ডিনার করা চাই-ই। হিংসুকে হেলেন কখনও ওদের নৈশভোজের সঙ্গী হয়নি। সে জানে ডেভের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষটি হচ্ছে মার্ক।

'বাবা, আমার কথা শোনো।'

ছেলেটি দার্শনিক হতে চায়। কলেজে সে ইন্ট্রোডাকটরি কোর্স নিয়েছিল। সে প্লেটো, কান্ট এবং হেগেলের রচনায় জীবনের মানে খুঁজে পায়। দ্বিতীয় বর্ষে উঠেই মার্ক মার্টিন হেইডেগারের 'Being and Time'-এর প্রতিটি শব্দ শুধু ঠোঁটস্থই করেনি এর ওপরে একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধও লিখে ফেলেছে। তার প্রবন্ধটি প্রকাশের অপেক্ষায়।

'প্লিজ, বাবা, ব্যাপারটা খুব জরুরি।'

ওহ্, র‍্যানসম, কুত্তার বাচ্চা, তোর কত্তবড় সাহস আমার ছেলেকে এর মধ্যে টেনে আনিস! এ জন্য তোকে ভুগতে হবে। ভয়ানক ভুগতে হবে।

'আমার কথা তোমাকে শুনতেই হবে, বাবা, আমি নীচতলা থেকে কথা বলছি। মা এ মুহূর্তে প্লেনে। ঘন্টা কয়েকের মধ্যে চলে আসবে।'

তোকে আমি খুন করব, র‍্যানসম। তোকে আমি খুন করে তোর রক্ত দিয়ে হাত ধোবো।

'বাবা, আমার কথা শোনো। এজেন্ট র‍্যানসম আমাকে সব কথা বলেছেন। উনি আমাকে রেকর্ডগুলো দেখিয়েছেন, বাবা।'

ওকে কী মিথ্যা কথা বলেছে র‍্যানসম?

'এরকম ঘটনা আরও লোকের ক্ষেত্রেও ঘটেছে, বাবা। এ ঘটনার শিকার তুমি শুধু একাই নও। তোমার মত আরও কুড়ি-পঁচিশজন আছেন। ওরা তোমাদেরকে ড্রাগস দিয়েছিল। ভিয়েতনামে, বাবা, আমার জন্মের আগে ওরা তোমাকে ড্রাগস দেয়।'

তোকে আমি ছুরি দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করব, র‍্যানসম। আমার ক্রোধের আগুনে তোকে পুড়িয়ে মারব। র‍্যানসম, শয়তানের বাচ্চা, তোকে এমন কষ্ট দিয়ে আমি মারব যা তোর কল্পনাতেও নেই।

'ওটা একটা এক্সপেরিমেন্ট ছিল, বাবা। ওরা জানত না এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল কী হবে। তবে ড্রাগসের প্রভাব ছিল দীর্ঘস্থায়ী, বাবা। এতদিন পরেও লোকের সে সব কথা মনে পড়লে তারা পাগল হয়ে যেতে পারে। আমি গোপনে এ বিষয়টি সামলে নিতে চাইছে। যাদেরকে ওই ড্রাগস দেয়া হয়েছে তাদের সবাইকে খুঁজে বের করছে সেনাবাহিনী। ওরা বলেছে এ পাগলামির ওষুধ আছে। বলেছে...'

কী? কী বলেছে ওরা?

'...বাবা, ওরা বলছে এর জেনেটিক প্রভাব থাকে। বলেছে আমাকেও নাকি পরীক্ষা করে দেখবে। বলছে এ কারণেই নাকি মা...,মা'র ওই সমস্যাগুলো হয়েছিল।'

অ্যাঞ্জেলা। কলেজ জীবনের প্রেয়সী। ও দু'বার অ্যাবরশন করিয়েছিল। গভীর হতাশায় ভুগত। ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। তারপর ওদের ডিভোর্স হয়ে যায়। মনোবিজ্ঞানীর চিকিৎসা নেয় অ্যানি। আবার বিয়ে করে। ওর চমৎকার দুটি মেয়ে আছে। এখন নতুন সংসার নিয়ে বেশ আছে অ্যাঞ্জেলা।

'বাবা, তুমি চোখের সামনে নানান জিনিস ঘটতে দেখছ। এটা তোমার দোষ

নয়। এটা ওই ড্রাগসের ফল। ওরা আমাকে রেকর্ড দেখিয়েছেন। অন্য লোকদের রেকর্ডও দেখেছি। সবার একইরকম লক্ষণ। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সে ড্রাগসটা দারুণ খারাপ প্রভাব ফেলে শরীরে। তুমি কল্পনায় অনেক কিছু দেখতে পাবে, দেখবে লোকজন বন্দুক, ছুরি কাঁচি হাতে তোমাকে মারতে আসছে। তোমার মনে হবে বিশ্ব সংসারের সকলে তোমার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। কাজেই ওরা যাতে তোমার ক্ষতি করতে না পারে সে জন্য তুমি উল্টো ওদের ওপর হামলা করতে থাকবে। কিন্তু পুরোটাই তোমার কল্পনায় ঘটছে, বাবা। তবে চিন্তা কোরো না, এ রোগ সারে। তুমি ওদের কাছে এসো, ওরা তোমাকে সুস্থ করে তুলবেন। যদি না আসো, অবস্থা আরও খারাপের দিকে মোড় নেবে, বাবা। এবং খুব দ্রুত এসব ঘটবে। তুমি ওদেরকে তোমার চিকিৎসা করার সুযোগ দাও, বাবা। তুমি যা দেখছ সব কল্পনায়। কিন্তু ব্যাপারটা তোমার কাছে মনে হচ্ছে বাস্তব। এজন্য তুমি কাউকে মেরেও ফেলতে পার বাবা, ঈশ্বরের দোহাই, এজেন্ট র‍্যানসমকে তোমাকে সাহায্য করার সুযোগ দাও। উনি তোমাকে সাহায্য করার জন্যই এখানে এসেছেন, বাবা। উনি তোমার বন্ধু।'

ডেভের হাতে পিস্তল। পিস্তলটার ছোঁয়া ভালো লাগছে ওর। ট্রিগারে আঙুল বুলাল ও। মসৃণ পরশ। বুড়ো আঙুল দিয়ে সেফটি ক্যাচ ঠেলে দিল। সুইচ টিপে সেমি অটোমেটিককে অটোমেটিকে রূপান্তর ঘটাল। একেকটি মুহূর্ত পার হচ্ছে, ভালো বোধ হচ্ছে ওর।

'ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারছ না, বাবা! তোমার ভেতরে এখন ক্রোধের আগুন দাউদাউ জ্বলছে।'

ও ঠিকই বলেছে।

অধ্যায় ২২

খুনের নেশায় টগবগ ফুটছে ডেভ এলিয়টের রক্ত। মনে পড়ছে ট্রেনিংয়ের সময় ওর ট্রেনারের বলা কতগুলো কথা :

সবশেষে, জেন্টলমেন, মনে রাখবেন শত্রুর শরীরের চেয়ে তার শক্তি ও উদ্যম ধ্বংস করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

গুলি শুরু করার জন্য আর তর সইছে না ডেভের। ও পিস্তল থেকে ম্যাগাজিন বের করে পরীক্ষা করল। গুলি ভরা।

র‍্যানসম তোমার স্ত্রীকে মিথ্যা কথা বলেছে, তোমার ছেলের কাছে বানিয়ে বলেছে। মিথ্যাচার করেছে তোমার সঙ্গে। এটা একটা টোপ। একটা ফাঁদ।

ক্লিপটা পিস্তলের বাটে ঢোকাল ডেভ, স্লাইড ধরে টান দিল। লোকগুলোকে খুন করতে ওর বিন্দুমাত্র দ্বিধা হবে না।

তুমি সোজা ওদের ফাঁদে গিয়ে পা দিচ্ছ। ওরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

ডেভ চায় ওরা অপেক্ষা করুক।

'যে শত্রুর মন অস্থির, তাকে সহজে পরাস্ত করা যায়। হতাশ মানুষকে ধ্বংস করা যায় সহজে। সাইকোলজিকাল ওঅরফেয়ারের এটা হলো প্রথম নীতি এবং আমাদের সম্মানিত পেশার প্রথম বিধান।'

আমাদের সম্মানিত পেশা? কার সম্মানিত পেশা? র‍্যানসমের? মাম্বা জ্যাকের? সার্জেন্ট মুলিনসের? আমার?

সিঁড়ির রেলিং শক্ত হাতে চেপে ধরল ডেভ। ধাতব রেলিং। ধূসর রঙের। শীতল।

ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডার ওপর মনোনিবেশ করো। অন্য কিছু নিয়ে ভাববে না। শুধু ঠাণ্ডা নিয়ে চিন্তা করবে।

থমকে দাঁড়াল ডেভ।

গুড এবার নিশ্বাস নাও। লম্বা, ধীর গতির নিশ্বাস।

জোর করে গভীর দম নিল ডেভ। এত জোরে যে ব্যথা করে উঠল বুক।

চোখে তারার ফুলঝুড়ি ফুটে না ওঠা পর্যন্ত বন্ধ করে রইল নিঃশ্বাস। তারপর ধীরে ধীরে ছেড়ে দিল দম। শার্টের হাতা দিয়ে ভ্রুর ঘাম মুছল। ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল সামনে। কাঁপছে।

দ্যাটস দ্য আইডিয়া। যাদের হাত কাঁপে তারা পৃথিবীর সেরা মার্কসম্যান হয়।

ডেভ তার পিস্তল রিসেট করল। অটোমেটিক থেকে ওটার রূপান্তর ঘটল সেমি অটোমেটিকে। বেল্টের মধ্যে গুঁজে দেয়ার চেষ্টা করল অস্ত্রটি। তিনবারের বার সফল হলো।

ডেভের হাঁটু কাঁপছে। ও ধপাশ করে বসে পড়ল সিঁড়িতে, নিশ্চল হয়ে বসে রইল। আস্তে আস্তে পড়ে এল রাগ।

র‍্যানসম চালাকিটা করেছে ভালোই। ও কতবড় শয়তান যে মার্কের কাছে একগাদা মিথ্যা বলে ডেভকে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছে...

র‍্যানমস কি পুরোটাই মিথ্যা বলেছে?

না, র‍্যানসমের সব কথা মিথ্যা নয়। সিআইএ'র এক লোককে লুকিয়ে এলএসডি দেয়া হয়েছিল। ওই লোক পরে আত্মহত্যা করে। সিআইএ এক সময় ব্যাপারটি স্বীকার করে এবং হতভাগ্যের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়।

এরকম ঘটনা আরও আছে। ১৯৫০-এর দশকে সেনাবাহিনী গোপনে সানফ্রান্সিসকোর আকাশে অ্যারোসল বহনকারী মাইক্রোব ছড়িয়ে দিয়েছিল। এক দশক পরে একদল ওয়রফেয়ার গবেষক কাচের বাল্বে কিছু সর্দির জীবাণু পুরে ওগুলো নিউইয়র্কের সাবওয়েতে ফেলে দেয়। ফলে বহুলোক তাৎক্ষণিকভাবে সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত হয়। ওই একই বছর একটি গবেষণাগারে জীবাণুভর্তি একটি জার চুরি যায়। ফলশ্রুতিতে মারা পড়ে একদল ভেড়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অক্ষশক্তির কয়েকজন জীববিজ্ঞানী, ইম্মিউনোলজিস্ট এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার প্রিজন ক্যাম্পের বন্দীদের নিয়ে কুৎসিত গবেষণায় মেতে উঠেছিলেন বলে শোনা যায়। আমেরিকার কারাগারে বন্দী কিছু কয়েদীর শরীরের সংক্রামক ভাইরাসের জীবাণু ঢুকিয়ে দেয়া হয়। তারা সবাই সিফিলিসে আক্রান্ত হয়। আর্মি তাদের নিজেদের লোকের ওপর ভয়ংকর কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিল। আর এ কথা অবিশ্বাস করার জো নেই যে নোংরা মানসিকতার কিছু স্পেশালিস্ট তাদের সহকর্মীদের ওপর ড্রাগস ব্যবহার করতে পারে, তাদেরকে পাগল বানানোর মতলব করতে পারে। এরকম কাজ সবাই করছে, সোভিয়েতরাও।

র‍্যানসম ডেভকে নিয়ে এমন কুচক্রী চাল চেলেছে, তার মিথ্যা কথাটা সবাই বিশ্বাস করেছে। সবাই, যারা ডেভকে চেনে তারা প্রত্যেকে, যাদের কাছ থেকে ও

সাহায্য পাবে বলে আশা করছিল এরা প্রতিটি মানুষ এখন র‍্যানসমের পক্ষে। ও একদম একা, এ উপলব্ধি শরীরে কাঁপ ধরিয়ে দিল ডেভের। কারও সঙ্গে ওর কথা বলার উপায় নেই, কেউ ওর কথা শুনবে না। স্ত্রী, পুত্র, বন্ধুবান্ধব—যারা ওকে বিশ্বাস করত তারা এখন মিথ্যাটাকে আশ্রয় করে আছে। সবাই ওর বিরুদ্ধে আঙুল তুলে আছে, এমন কেউ নেই যাকে ও বিশ্বাস করতে পারে। এদের সবার ফোন ট্যাপ করা, এদের প্রতিটি মুভমেন্ট নজরে রাখা হচ্ছে। কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না ডেভ। কারণ এরা ওদের লোক হতে পারে, যে কেউ হতে পারে ওদের এজেন্ট।

অধ্যায় ২৩

সন্ধ্যা ছ'টার খানিক পরে একটা অ্যামবুশে পা দিল ডেভিড এলিয়ট।

অ্যাম্বশে পা দেয়ার আগে শত্রুপক্ষের জন্য কিছু ফাঁদ তৈরি করেছে ও। ডেভের ধারণা, র‍্যানসমের লোকজন সিঁড়ির গোড়ায় পাহারা বসাবে না। নীচতলার বহির্গমনে পাহারা বসিয়েই ওরা এই ভেবে সন্তুষ্ট যে ওদের শিকার পালিয়ে যেতে পারবে না। সিঁড়িতে পাহারা না বসানোর সম্ভাব্য কারণ এ ভবনের অনেকেই লুকিয়ে অফিসের সিঁড়ি গোড়ায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খায়। তাদের চোখে র‍্যানসমের লোকজনের ধরা পড়ে যাওয়ার একটা ঝুঁকি আছে।

র‍্যানসমের জায়গায় ডেভ থাকলে সে তার লোকদের কড়া নির্দেশ দিত অফিস ছুটি না হওয়া পর্যন্ত সিঁড়ির ধারে কাছেও যাওয়া চলবে না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে অফিস এখন ছুটি হয়ে গেছে, র‍্যানসমের লোকেরা নিশ্চয় এ মুহূর্তে খুশিতে নাচানাচি করছে।

র‍্যানসমের দুই লোক পশ্চিমের সিঁড়ির কাছে ঘাপটি মেরে বসে আছে। তারা তেত্রিশ তলায়, ফায়ার ডোরের ধারে এক কোণায় উবু হয়ে রয়েছে। এদের একজন, সে নিশ্চয় নিজেকে বুদ্ধিমান ভাবে, দরজার ওপরের ফ্লুরোসেন্ট বাতিটি খুলে রেখেছে। কংক্রিটের প্ল্যাটফর্ম, শীতল ধূসর দেয়াল এবং দরজার ছায়ার মুখোশের আড়ালে ঢাকা পড়েছে।

তবে ছায়ার জন্য সুবিধেই হয়েছে ডেভের। আলো জ্বালানো থাকলে ডেভ হয়তো ওদেরকে লক্ষ্যই করত না।

বাতি নিভিয়ে দেয়ার প্রাচীন কৌশল। লোকগুলো বড্ড রবার্ট লুডলামের থ্রিলার পড়ে।

ওরা বোধহয় এদিকে বেশিক্ষণ হলো আসেনি। ডেভ তার বুবি ট্রাপে শেষ তুলি বুলিয়ে গত পনের মিনিটে অন্তত বার দুই তেত্রিশ তলায় আসা যাওয়া করেছে। তখন ওদেরকে সে দেখতে পায়নি।

বত্রিশ তলাতেও ওদের জুটি থাকার কথা, ফায়ার ডোরের অপর প্রান্তে অপেক্ষা করছে ডেভের জন্য।

ওদের মতলব হলো বত্রিশ এবং তেত্রিশ তলার মাঝামাঝি জায়গায় ডেভকে ফাঁদে আটকে ফেলা। দুজন ওপর থেকে গুলি করবে, দুজন নিচে থেকে। টার্গেটের শরীর ঝাঁঝরা হয়ে যাবে গুলিতে।

ডেভ বত্রিশ তলার শেষ কটি সিঁড়ি বাইল। কংক্রিটের ধাপে শব্দ তুলল জুতোর হিল। ছায়ায় বসা লোক দুটো জানে ও আসছে। ওর পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছে, হয়তো রেডিওতে উত্তেজিত গলায় ফিসফিস করছে।

ওরা কতক্ষণ ধরে ওখানে আছে? কতক্ষণ ধরে শুনছে? ওরা কি আরও লোকজন ডেকে পাঠিয়েছে?

সিঁড়ির মাঝখানের খালি জায়গাটা, যেটা বিল্ডিং-এর ছাদ থেকে বেরিয়ে মিশে গেছে জমিনের সঙ্গে, ওখানে অপেক্ষারত শত্রুদেরকে পরিষ্কার দেখতে পেল ডেভ। দুজনেই দেয়ালের সঙ্গে নিজেদেরকে প্রায় মিশিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। দুজনের হাতে হোঁতকা, কুৎসিত চেহারার অ্যাসল্ট রাইফেল।

AR-15? না, অন্য কিছু। আরও বড় ম্যাগাজিন এবং বেশি গুলি ঢোকে এরকম কোন অস্ত্র।

দাঁড়িয়ে পড়ল ডেভ। সশব্দে নিশ্বাস ফেলল। যেন এতক্ষণ ধরে রাখা দম ছেড়েছে। শার্টের হাতা দিয়ে মুখ মুছল। 'এই শালার সিঁড়িগুলো আমার দু'চক্ষের বিষ।' বিড়বিড় করে কথাগুলো বললেও এমন জোরে বলা হলো যাতে প্রতিপক্ষের কানে যায়। ওদের একজন একটা রেডিও চেপে ধরল মুখের সঙ্গে।

গর্দভ। একই সঙ্গে রেডিওতে কথা বলা এবং গুলি করা সম্ভব নয়। তোমাদেরকে এসব শেখায়নি?

কাঁধ কুঁচকে রেখে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল ডেভ। পরের ফ্লোরের লোক দুটো ওকে গুলি করবে না। অন্তত এ মুহূর্তে নয়। ওরা আগে নিশ্চিত হয়ে নেবে ডেভকে তারা নাগালে পেয়েছে। তারপর গুলি চালাবে। বত্রিশ এবং তেত্রিশ তলার মাঝখানের প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি না আসা পর্যন্ত ওরা গুলি করবে না। তারপর ক্রসফায়ার শুরু করবে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই ডেভের।

ডেভের কলজে বুকের খাঁচায় দড়াম দড়াম বাড়ি খাচ্ছে। নিশ্বাস কেমন বন্ধ হয়ে আসছে। কপালে ঘাম। বাম চোখের নিচে একটা ছোট পেশী বার দুই তড়াক তড়াক লাফাল। কেমন যেন হালকা লাগছে হাঁটু। ভয়ানক সিগারেট তেষ্টা পেল ডেভের।

মাঝে মাঝে এমন সময় আসে যখন জেনেশুনে পা দিতে হয় ফাঁদে। মাঝে মাঝে কাজটা করতে হয় শত্রুদের বোকা বানানোর জন্য। কখনও ফাঁদটাকে কাজে লাগাতে হয় কারণ এর চেয়ে বিকল্প আর থাকে না। কিন্তু নিজেকে যখন টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, কাজটি তখন মোটেই সহজ থাকে না।

বাম চোখের নিচের পেশী উন্মাদের মত লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে। কব্জি চুলকাচ্ছে ডেভের। বন্দুকে হাত দেয়ার অদম্য ইচ্ছেটা দমন করতে প্রচণ্ড বেগ পেতে হলো ওকে।

ডেভ সিঁড়ি বাইতে লাগল। এক ধাপ। দুই ধাপ। তিন ধাপ। চার...

অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল ডেভ। তেত্রিশ তলার লোকগুলো ওকে আর দেখতে পাচ্ছে না। অথচ ডেভকে দেখা মাত্র গুলি করবে ভেবেছিল ওরা। দুটো দলই জানত ডেভ কোথায় থাকবে। এজন্য ওরা প্রস্তুতও ছিল। গুলি করার পরে ওরা হয়তো একে অন্যের পিঠ চাপড়ে দিয়ে নোংরা রসিকতা করত, সিগারেট ধরাত এবং বলত ডেভিড এলিয়টকে কব্জা করতে ওদের খুব একটা বেগ পেতে হয়নি।

সিঁড়ির রেলিংয়ে হাত রাখল ডেভ—শীতল, ফাঁপা, চোঙ্গার মত।

গভীর দম নিল ও।

তারপর ঝাঁপ দিল। সহজ একটা লাফ। এক লাফে বত্রিশ তলায় চলে এল ও।

'শিট!' মাথার ওপর থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠ। সাইলেন্সার পেঁচানো বন্দুকের গুলি ভেদ করল ডেভ যেখানে লাফ মেরে পড়েছে, সেখানকার কংক্রিটের মেঝে। কিন্তু ডেভ তখন ওখানে নেই।

রেলিং বেয়ে ঝড়ের বেগে নিচে নামতে শুরু করেছে ডেভ। একেক লাফে টপকে যাচ্ছে দু-তিনটে ধাপ। পরের প্ল্যাটফর্মটি ওকে পার হতে হবে। ও এখনও বত্রিশ তলার সিঁড়ি বাইছে...

ঝটাং করে খুলে গেল ফায়ার ডোর। মেঝেয় দেখা গেল জুতো পরা পা।

চরকির মত ঘুরেই রেলিং-এর ওপরে লাফ দিল ডেভ। এক ঝাঁক বুলেট ওর মাথার ওপরের, পেছনের এবং পাশের বাতাস কাটল।

হতাশ চিৎকার শোনা গেল : 'কুত্তার বাচ্চা, কুত্তার বাচ্চা, কুত্তার বাচ্চা!'

দৌড় দিল ডেভ।

'ইগ্রেট বলছি! ও একত্রিশ তলায় আছে, ত্রিশ তলায়, নিচে নামছে। তোমরা কোথায়? কী? পশ্চিম দিকের সিঁড়িতে, গর্দভ। জলদি এখানে চলে এসো!'

কেউ একজন, একাধিকও হতে পারে, পুরো একটি কিংবা একাধিক ম্যাগাজিন খালি করল সিঁড়ি লক্ষ্য করে। বুলেট গর্ত তৈরি করল দেয়ালে, কংক্রিটের শার্পনেল বিদ্যুৎগতিতে চারপাশে বিস্ফোরিত হলো। কাঁধে মৌমাছির হুলের দংশন অনুভব করল ডেভ।

ওরা নেমে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। ছুটতে ছুটতে গুলি করছে। চারপাশে ছিটকে পড়ছে বুলেটের খালি খোসা।

আরেকটা রেলিং টপকাল ডেভ। বিংইইই শব্দ তুলে একটা বুলেট ছুটে গেল ওর থুতনির নিচে দিয়ে। আঁতকে উঠে ঝট করে মুখটা সরিয়ে নিল ডেভ। নিচে যেতে আর কতগুলো সিঁড়ি পার হতে হবে ওকে? আরেকটা দরজা খুলে গেল। ছুটে আসছে মানুষজন। ওকে ধরতে চাইছে।

ছাব্বিশ তলা। আরও একটা তলা পেরুতে হবে।

পা পিছলে গেল ডেভের। চট করে রক্ষা করল ভারসাম্য। দাঁড়িয়ে পড়ল। ও ওর গন্তব্যে পৌঁছে গেছে—পঁচিশ তলা।

সিঁড়ির দিকে তাকাল ও। দেখতে পেল জিনিসটাকে।

সিঁড়ির ওপর পড়ে আছে পেট দিয়ে। লম্বা একটা সাপের মত। এভাবেই এটাকে ফেলে রেখে গিয়েছিল ডেভ। উনত্রিশ তলা থেকে ওটার প্যাঁচ খুলে নিচে নামাতে জান ছুটে গেছে ওর। তবে ভাবেনি সত্যি এটা কাজে লাগবে।

র‍্যানসমের লোকজন ওটার পাশ দিয়ে ছুটে আসছে। ওদের হয়তো চোখে পড়েনি জিনিসটা কিংবা দেখতে পেলেও গ্রাহ্য করেনি। ওটা একটা ইমার্জেন্সি ফায়ার হোস।

ডেভ দু হাতে চেপে ধরল লাল এনামেলের হুইল। ঘোরাবার চেষ্টা করল। ঘুরল না। আতংকিত হয়ে জোরে ঝাঁকুনি দিল ও। নিশ্চল হুইল।

ঈশ্বর, অমন কোরো না।

পা দিয়ে হুইল চেপে ধরল ডেভ। চাপ দিল। নড়ে উঠল হুইল। খকখক কেশে উঠল হুইল, সাপের মত হিসহিস শব্দ করল। পাইপের ভেতরে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে পানি। ডেভ জোরে ঘোরাল হুইল। এবারে সহজে ঘুরল চাকা। হিসহিস শব্দটা পরিণত হলো গর্জনে। ফায়ার হোস এখন আর মরা সাপের মত লম্বা হয়ে শুয়ে নেই। ওটার পেটে পানি ঢুকেছে, গোল আকার ধারণ করেছে, নড়াচড়া শুরু করে দিয়েছে। পাইপের ভেতরে টগবগ করে যাচ্ছে পানি, এক তলা পার হলো, তারপর দ্বিতীয় তলা, প্রতি ইঞ্চি জায়গা পার হচ্ছে, বেড়ে যাচ্ছে পানির চাপ।

পানির চাপ কতটা? স্মৃতি যদি প্রতারণা না করে তো তিনশো পাউন্ড পানি আছে পাইপে। ভয়ংকর একটা প্রেশার।

পানির পাইপ আকস্মিক ঝাঁকি খেল, ডানে-বামে মোচড় খাচ্ছে, তারপর মাথা তুলতে শুরু করল। ওটাকে মনে হচ্ছে জ্যান্ত, যেন ঘুম ভেঙে জেগে গেছে মস্ত অজগর। এখানে যেভাবে নড়াচড়া শুরু করেছে, পাঁচতলায় এর শেষ মাথায়...এর নযল...

তীব্র চিৎকার ভেসে এল ওপর থেকে।

...তিনশো পাউন্ড পানির চাপ নিয়ে ভয়ংকর গতিতে কারও গায়ে আছড়ে পড়েছে পাইপের ছয়/সাত পাউন্ড ওজনের পেতলের মুখ। এর একটা বাড়িতেই যে কোন মানুষের ঠ্যাং দু'টুকরো হয়ে যাওয়ার কথা।

আর্তনাদের মাত্রা বাড়ছে। ক্রমে কাছিয়ে আসছে চিৎকার এবং অবিশ্বাস্য গতিতে। ডেভ মাত্র চোখ তুলে তাকিয়েছে, লোকটার দেহ ঝড়ের গতিতে ওর

সামনে দিয়ে চলে গেল। ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে সে, হাত দুটো সামনের দিকে বাড়ানো। রেলিং চেপে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা। মুখটা আতংকে সাদা।

ধ্যাত।

ডেভ ওদেরকে হত্যা করতে চায়নি। শুধু একটু দেরি করিয়ে দিতে চেয়েছে।

ওপর থেকে আরও মানুষজনের চিৎকার-চেঁচামেচি ভেসে আসছে। সেই সঙ্গে ডেভের চোদ্দগুষ্টিকে নিয়ে গালিগালাজ। ডেভ ওদিকে মনোযোগ দিল না। নিচ থেকে লোকজন ছুটে আসছে। অস্বস্তিকর কাছে চলে এসেছে তারা। আর বড়জোর দু-তিন তলা নিচে আছে ওরা। একজন হাঁপাতে হাঁপাতে চেঁচাল, 'ওপরে হচ্ছেটা কী?'

এক পশলা বুলেট বৃষ্টি ফায়ার হোসের গা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল। ফুটো দিয়ে বেরুতে লাগল পানি, প্রতিটি বুলেট পানির প্রেশার কমিয়ে দিল। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসা লোকগুলোএখন সহজে পাইপের পাশ কাটাতে পারছে।

কিছুক্ষণ আগে, ফাঁদ পাতার সময় ডেভ কতগুলো মোটা তার দেখে গিয়েছিল এ ফ্লোরে। তারগুলো অনেকগুলো স্টান্ড পাইপের সঙ্গে জড়ানো। একটা তার মেঝেতে পড়ে আছে। ওটা স্টান্ড পাইপের সঙ্গে শক্তভাবে জড়ানো। সহজে খুলে আসার আশংকা নেই। ডেভ তারটা দিয়ে একটা লূপ তৈরি করে দু'পায়ের ফাঁকে গলাল। দুবার বাঁধল বাম পায়ে, দুবার ডান পায়ে। তারপর বাম কাঁধে, কুঁচকির নিচে, পিঠে এবং ডান ও বাঁ কাঁধে শক্ত করে বাঁধল তার। ওটাকে ধরে একটা টান মারল। বেশ শক্ত। ছিড়বে না।

একটা বুলেট হিস্‌স শব্দ করে ডেভের বুকের সিকি ইঞ্চি সামনে দিয়ে চলে গেল। বুলেটের কথা ভুলে থাকল ডেভ। এক কদম সামনে বাড়ল। হ্যান্ডরেইলের ওপর ঝুঁকল। তারপর শরীরটাকে ভাসিয়ে দিল শূন্যে। আর্মি ট্রেনিং-এ এরকম ডাইভ দিয়েছে ও বহুবার। কাজেই কোনরকম অসুবিধে বা অস্বস্তি বোধ হলো না ওর। সাঁ সাঁ করে নেমে যেতে লাগল সিঁড়ির মাঝখানের ফাঁকা জায়গা দিয়ে। এক সেকেন্ডের জন্য একটা চেহারা দেখতে পেল ও। শূন্যে ভাসমান ডেভকে দেখে তার চোখ বিস্ফারিত। 'জেসাস গড!' হাঁপিয়ে ওঠার মত শব্দ করল সে।

বাতাসে সাঁইই শব্দ তুলে চলে গেল একটা বুলেট দূরে কোথাও থেকে।

তারটা চেপে ধরল ডেভ, জানে আরেকটু পরেই একটা ঝাঁকি খাবে। তবে প্রথমবারের জাম্পের অভিজ্ঞতার চেয়ে নিশ্চয় খারাপ হবে না ব্যাপারটা। ফোর্ট ব্রাগে পঁচিশশো ফুট ওপর দিয়ে ওকে সেবার লাফাতে হয়েছে। জাম্প মাস্টার ছিল এক হারামজাদা। কিউবান স্টাফ সার্জেন্ট। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিল সে। সময় গুণছিল। কিউবানটার নামটা যেন কী...?

জোরে টান খেল তার। পায়ের মাংসে ঢুকে গেল রশি। বুকে প্রচণ্ড চাপ অনুভব করল ডেভ।

ঈশ্বর! ভীষণ লাগছে!

বামে দোল খেল ডেভ, একুশ তলার হ্যান্ডরেইলের ওপর দিয়ে ছুটে এসে দেয়ালে ধাক্কা খেল প্রচণ্ড গতিতে। হিচ নটে একটা টান দিল। হুড়মুড় করে পড়ল মেঝেতে। পড়েই গড়িয়ে দিল শরীর।

'শিইইই-ট!' চেঁচাল কেউ। 'হারামজাদার কাণ্ড দেখলে?'

ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল একজন, 'নীচে! হারামীর বাচ্চা যেন পালাতে না পারে!'

শার্টের তলা দিয়ে একটা পিস্তল বের করল ডেভ। ওর পা কাঁপছে। পায়ে কোন সাড়া নেই। জোর করে মেঝেতে টেনে তুলল শরীর। দাঁত দেখিয়ে হাসল এবং কুড়িটি বুলেটের পুরো একটা ম্যাগাজিন খালি করল ওপরের সিঁড়ি লক্ষ্য করে।

এবারে ভাগতে হয়। ডেভের মাথার ওপরে, সিঁড়িতে গুঞ্জন তুলে আছড়ে পড়ছে গুলি। লোকগুলো মার্কসম্যান হিসেবে একদমই দক্ষ নয়, মনে মনে ওদের সমালোচনা করল ডেভ। ও যখন বাঙ্গি জাম্প দিয়েছে তখন সহজেই ওকে গুলি করে মেরে ফেলা যেত। কিন্তু ওদের হাতের টিপ নির্ভুল নয় বলে প্রাণে বেঁচে গেছে ডেভ।

ডেভিড এলিয়ট ছুটল। দৌড়াতে দৌড়াতে নেমে এল উনিশ তলায়, সেখান থেকে সতের তলায়। এখানে দুই লোকের চিৎকার কানে গেল ওর। মুচকি হাসল ডেভ। সিঁড়িতে দুই বালতি সাবান জল ফেলে রেখেছে ও। লোকগুলো নির্ঘাত আছাড় খেয়েছে।

পনের তলায় আঠালো রাবার সিমেন্টের ফাঁদ পেতেছে ডেভ। দ্রুত শুকিয়ে যাওয়া এ সিমেন্টের ফাঁদে পা দিল কে যেন, চিৎকার শুনে অনুমান করল ডেভ।

পনের তলায় আরেক লোক উড়ে গেল মাইক্রোওয়েভ ওভেনের বিস্ফোরণে। এখানে দু বোতল ডায়েট কোলা ঢেলে রেখে গিয়েছিল ডেভ। ওভেনটি ইমার্জেন্সি আউটলেটে রেখেছে ও। ওভেনের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় অন করে দিল ও। সাতচল্লিশ সেকেন্ড পরে বিস্ফোরিত হলো কোকাকোলা এবং শ্রাপনেলের আঘাতে প্রাণ হারাল এক অনুসরণকারী।

তেরোতলায় (আসলে চোদ্দ তলা) আরেকটি ফাঁদ পেতেছে ডেভ। সে ফাঁদে পা দিয়ে আগুনে ঝলসে গেল শত্রুদের দুজন। বারো তলায় নেমে আসছে ডেভ, ওদের যন্ত্রণাকাতর ধ্বনি শুনে প্রাণ খুলে হাসতে লাগল ও।

অধ্যায় ২৪

সন্ধ্যা ৭:০৩ মিনিট।

ডেভিড এলিয়ট বেরিয়ে এল এলিভেটর থেকে, পা রাখল চুয়াল্লিশ তলার মেঝেয়।

সেনটেরেক্স এক্সিকিউটিভ সুইট বন্ধ। রিসেপশনিস্ট চলে গেছে অনেক আগে, সেক্রেটারিরা প্রায় সবাই ছ'টার আগে বাড়ি চলে গেছে। দু'একজন কাজ পাগল নির্বাহী অফিসার এখনও অফিসে থাকতে পারে। এদেরকে এড়িয়ে যাবে ডেভ তবে মুখোমুখি হয়ে গেলে প্রয়োজনে এদের সঙ্গে মারপিট করতেও দ্বিধা নেই।

তালায় নিজের অফিস কী ঢোকাল ডেভ, মোচড় দিল। তারপর ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল দরজা। চট করে রিসেপশন রুমে ঢুকে পড়ল। বামের করিডরে মোড় নিল। ওদিকে বার্নি লেভির অফিস। তারপর কোন কিছু চিন্তা না করেই পাঁই করে ঘুরল ও। হলওয়েতে পা বাড়াল। বারো ঘণ্টা আগে এখানে র‍্যানসম এবং কার্লুচ্চির সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধ হয়েছে ওর।

মেরামতির কাজটা হয়েছে নিখুঁতভাবে। বুলেটের গর্তগুলো সুনিপুণভাবে ঢেকে দেয়া হয়েছে কাগজ দিয়ে। দেয়ালে সামান্য একটা আঁচড়ের দাগ পর্যন্ত নেই।

কোন প্রমাণ নেই। আজ সকালে কী ঘটেছে তা যদি কাউকে দেখাতে যাও তুমি ওরা তোমার দিকে তাকিয়ে করুণভাবে মাথা নাড়বে। বেচারা ডেভ, বলবে ওরা, সব ওর কল্পনা।

কার্পেটে চোখ বুলাল ডেভ। ওখানটা কার্লুচ্চির রক্তে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দাগ নিশ্চিহ্ন, কোন প্রমাণ নেই যে এখানে এক লোক রক্তক্ষরণে মারা গেছে। রক্তাক্ত কার্পেট সরিয়ে নিয়ে ওখানে একই রঙের আরেকটি কার্পেট পাতা হয়েছে।

চমৎকার প্রফেশনাল কাজ। অবশ্য মি. জন র‍্যানসম আর তার দলের কাছ থেকে এরকম কিছুই তো আশা করা উচিত?

বার্নির অফিসের দিকে ঘুরল ডেভ, রিসেপশন রুমে ঢুকেছে, আরেকটু হলেই ড. ফ্রেডরিক এল এম স্যান্ডবার্গ জুনিয়রের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যাচ্ছিল।

স্যান্ডবার্গ এক কদম পিছিয়ে গেলেন, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, মধুর গলায় বললেন, 'গুড ইভনিং, ডেভিড।'

'হাই, ডক্।' ফ্রেড স্যান্ডবার্গ সেনটেরেক্সের বোর্ড অব ডিরেক্টরদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। কয়েক বছর আগে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল ফ্যাকাল্টির ডিন হিসেবে অবসর নিয়েছেন। তাঁর সীমিত মক্কেলদের মধ্যে রয়েছে কয়েকজন সিনিয়র কর্পোরেট এক্সিকিউটিভ। তিনি ডাক্তার হিসেবে যেমন ভালো, তাঁর পারিশ্রমিকও তেমনি চড়া। বার্নি ডেভসহ সেনটেরেক্সের এক্সিকিউটিভ ক্যাডারদের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ড. ফ্রেড।

'কেমন আছ, ডেভিড?' নরম গলা স্যান্ডবার্গের।

'ভালো।'

মৃদু হাসলেন তিনি। 'আমিও তা-ই শুনেছি।'

মুখ ভেংচালো ডেভ। 'তুমিসহ অন্য সবাই, নিশ্চয়।'

'হুঁ। বার্নি বিকেলে বোর্ড মীটিং ডেকেছিল। এজেন্ডার মূল বিষয় ছিলে তুমি।' ডাক্তার নিখুঁত কামানো গালে হাত বুলালেন।

'ডক্। তুমি তো আমাকে চেনো, তাই না? গত পাঁচ বছর ধরে আমাদের দেখছ। আমার আগাপাশতলা তোমার চেনা আছে।'

স্যান্ডবার্গ গোল্ডরিমের চশমার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলেন। 'তা তো বটেই।'

'কাজেই তুমি জান আমি পাগল নই।'

পেশাদার হাসি হাসলেন স্যান্ডবার্গ। 'অবশ্যই জানি। ডেভিড, আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি আমি কিংবা অন্য কেউ তোমাকে ভাবছে না যে তুমি একটা...' নাকটা কোঁচকাল সে, '...পাগল।'

'গল্পটা ড্রাগ নিয়ে, না?'

'ওটার গল্পের চেয়েও বেশি, ডেভিড। আমি প্রমাণ দেখেছি। এজেন্ট র‍্যানসম...'

'এজেন্ট? সে নিজে তাই বলেছে বুঝি?' মার্কও একই শব্দ ব্যবহার করেছিল।

'সে একজন ফেডেরাল...'

'মিথ্যা কথা বলেছে ব্যাটা। ও একটা ভাড়াটে খুনী।'

স্যান্ডবার্গের চেহারায় সমবেদনা এবং করুণভাব। বাদামী স্পোর্টর্স জ্যাকেটের নিচে তিনি ক্যানারি হলুদ ওয়েস্টকোট পরে আছেন। ভেস্ট নয়, ওয়েস্ট কোট। স্যান্ডবার্গ কোটের পকেটে হাত ঢোকালেন।

'সাবধান, ডক্ । ওরা তোমাকে নিশ্চয় সাবধান করে দিয়েছে আমি ভয়ংকর প্রকৃতির মানুষ ।'

'তা বলেছে,' ওয়েস্ট কোর্টের পকেট থেকে সাদা, চৌকোনা একটি জিনিস বের করলেন তিনি, 'এই তো পেয়েছি । এজেন্ট র‍্যানসমের বিজনেস কার্ড । নাও, দ্যাখো ।'

ডেভ কার্ডটা টান মেরে নিয়ে নিল স্যান্ডবার্গের হাত থেকে ।

•

Jonn P. Ransome
SPECIAL INESTIGATION OFFICER
Bureau of veteran Affairs

ফোন নাম্বার এবং ওয়াশিংটনের ঠিকানা দেয়া আছে, সে সঙ্গে অফিশিয়াল সিল ।

ডেভ ঠোঁট কামড়াল । 'নাইস প্রিন্ট জব । তবে সস্তা ছাপা ।'

'এটা নকল কার্ড নয়, ডেভিড,' ডাক্তারের কণ্ঠস্বর নীচু ।

'আজ সকালে বাস্টার্ডটার পকেটে আরেকটা কার্ড পেয়েছি । স্পেশালিস্ট কনসাল্টিং গ্রুপ । ওতে লেখা ছিল...'

'ডেভিড, আমি এজেন্ট র‍্যানসমের ক্রেডেনশিয়ালে তীক্ষ্ণ চোখ বুলিয়েছি । আমার মত অবস্থানে পৌছাতে লোককে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে, জানোই তো । আমি আমার কিছু পুরানো বন্ধুর কাছে খবরও নিয়েছি । তারা র‍্যানসমের ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছে ।'

মাথা নাড়ল ডেভ । 'লোকটা একজন প্রফেশনাল, ফ্রেড । সে তোমাকে এবং তোমার বন্ধুদেরকে বোকা বানিয়েছে । প্রফেশনালরা এমনই করে ।'

'সে তোমার যা খুশি বলতে পার, ডেভিড । তো ও যদি সরকারি কর্মকর্তা না হয়তো সে কী?'

'আমি যেন জানি! ব্রেকফাস্টের পর থেকে দেখে আসছি ও ওর দলের লোকজন নিয়ে আমাকে খুন করার চেষ্টা করছে ।' একটু বিরতি দিয়ে ডেভ যোগ করল, 'ডক্... ফ্রেড, আমার দিকে ওভাবে তাকিয়ে থেকো না । আমার গল্পটা তোমার শোনা দরকার ।'

'অবশ্যই, ডেভিড । সানন্দে শুনব । তবে তোমার গল্পের সারমর্ম বোধহয় আমি জানি । তোমার গল্প হলো নামধামহীন এক প্রতিষ্ঠান থেকে অচেনা অজানা কিছু লোক তোমাকে খুন করতে চাইছে এবং কী কারণে তোমাকে ওরা হত্যা করতে চাইছে তা তোমার বোধগম্য নয় । তুমি কিছুই করনি । তুমি একজন

নিরীহ, নির্দোষ মানুষ। কিন্তু ওরা তোমার লাশ ফেলে দিতে চাইছে। এটাই তো গল্পের সারাংশ, ডেভিড? এ গল্পই তো তুমি আমাকে শোনাতে চাইছ?

হতাশায় ডুবে গেল ডেভের মন। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে নিজের জুতোর দিকে তাকিয়ে রইল ও। স্যান্ডবার্গ বলে চললেন, 'ডেভিড, অনুগ্রহ আমার একটা উপকার করো। তুমি যে কাহিনী আমাকে বলতে চেয়েছ তার কথা ভাবো। এ কাহিনীর কতটুকু বিশ্বাস যোগ্যতা রয়েছে তা নিয়ে চিন্তা করো। তারপর আমাকে বলো এটা বিশ্বাস্য কিনা। বলো যে এটা স্রেফ কল্পনা কিনা।'

কপালে ভাঁজ পড়ল ডেভের। মাথা নাড়ল। 'তুমি বরং আমার একটা উপকার করো। আমার গল্পটার কথা চিন্তা করো। ভাবো গল্পটা সত্যি হলে কী ঘটত। চিন্তা করে দেখো আমাকে পাগল প্রমাণ করার জন্য ওরা কী ধরনের মিথ্যা কথা তোমাদেরকে বলতে পারে।'

স্যান্ডবার্গ এমন সুরে কথা বললেন যেন একটি বাচ্চাকে বোঝাচ্ছেন। 'এটা গল্পের প্রশ্ন নয়, ডেভিড, রেকর্ডের প্রশ্ন। ওরা আমাকে কাজগপত্র দেখিয়েছে। সব কাগজপত্র। তোমাকে কেউ দোষারোপ করছে না। তুমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমাদের সরকার তোমার এবং তোমার বন্ধুদের যে ক্ষতি করেছে তা সত্যি দুঃখজনক।'

ডেভের দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করে বেরিয়ে এল শব্দগুলো।

'তোমাদের সরকার আমার কিছু করেনি। আমাদের কারও কিছু করেনি। আমরা যা করেছি, নিজেরাই করেছি। শোনো, ডক্...ফ্রেড, তুমি যে সব ফাইলপত্র দেখেছ সব ভুয়া। পুরোটাই মিথ্যা, বানোয়াট একটা জিনিস।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করি, ডেভিড? যদিও প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছে না, তবু মনে কিছু নিও না, ভাই... তুমি এখনও মানুষের গলা শুনতে পাও?'

'ওহ্, ডাক্তার...সেরকম কিছু না। কোন কণ্ঠ টণ্ঠ কিছু না। তোমাকে আগেও বলেছি আমি নিজের সঙ্গে কথা বলি।'

ধীর গলায় পুনরাবৃত্তি করলেন স্যান্ডবার্গ। 'নিজের সঙ্গে কথা বল।' মাথা ঝাঁকালেন তিনি। এতেই বোঝা গেল ডেভিড সম্পর্কে তিনি কী ভাবছেন।

'ধুত্তুরি, আমি...'

'তোমার নিশ্চয় মনে আছে প্রথম যেদিন আমার সঙ্গে এ বিষয়টি নিয়ে কথা বললে...বিষয়টি মানে ইডিওসিনক্রেসি—ব্যক্তির আচরণ ও বৈশিষ্ট্য, আমি তোমাকে আমার এক স্পেশালিস্ট কলিগের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছিলাম।'

'ডক্, তখন এ কথা বলেছিলাম কিন্তু এখন বলছি আমার স্পেশালিস্ট দেখানোর দরকার নেই। আমি তোমার মতই সুস্থ মনের মানুষ।'

স্যান্ডবার্গ মাথা নাড়লেন। 'ডেভিড, ডেভিড, আবারও বলছি কেউ কিন্তু তোমাকে পাগল ভাবছে না। যা ঘটেছে এবং এ ব্যাপারে যে সমস্ত প্রমাণ দেখেছি তাতে একটা বিষয় স্পষ্ট যে তুমি সহ তোমাদের আর্মি ইউনিটের অনেককেই একটি এক্সপেরিমেন্টাল সাইকেট্রোপিক পদার্থ গেলানো হয়েছিল। ফলে কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। আমাকে বলা হয়েছে তোমার নিজের কমান্ডিং অফিসার...'

ডেভ দেয়ালে ঘুসি মারল। 'ওহ্, ক্রাইস্ট! ওরা এসবই রটিয়ে বেড়াচ্ছে বুঝি? বলছে যে অমনটা ঘটেছে আমাদেরকে ড্রাগস খাওয়ানো হয়েছে বলে? জেসাস!'

'ডেভিড, শান্ত হও।' আবার পকেটে হাত ঢোকালেন স্যান্ডবার্গ। তাঁর দিকে পিস্তল তাক করল ডেভিড। স্যান্ডবার্গ পকেট থেকে ব্রিদ মিন্টের রোল বের করলেন। 'প্লিজ, ডেভিড, আমার দিকে ও জিনিসটা তাক না করে রাখলেও চলবে।' একটা মিন্ট পকেট থেকে বের করে মুখে ফেললেন তিনি, রোলটা বাড়িয়ে দিলেন ডেভের দিকে। মাথা নাড়ল ও, নেবে না। বলে চললেন ডাক্তার, 'ডেভিড, আমাদের কোন সন্দেহ নেই যে তুমি ভাবছ লোকগুলো তোমাকে হত্যা করতে চাইছে। তবু তোমাকে বুঝতে হবে যে সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ...'

'এটা কী করে আমার হাতে এল?' পিস্তল নাচাল ডেভ।

'ওরা এ ব্যাপারে আমাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছেন। তুমি এটা পুলিশের এক লোকের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছ।'

'ডক্, এটা পুলিশি অস্ত্র নয়। এই যে দ্যাখো, এটা...'

'আমি আগ্নেয়াস্ত্র ভয় পাই। তাই ওগুলো সম্পর্কে কোনও খোঁজ-খবর রাখি না।'

হতাশায় গুঙিয়ে উঠল ডেভ।

গলা নামালেন স্যান্ডবার্গ, কণ্ঠে জরুরি সুর ফুটিয়ে তুললেন।

'আরেকটা কথা, ডেভিড। হেলেন আমাকে ফোন করেছিল।

'ওহ্, হেল।'

'সে স্বভাবতই তোমাকে নিয়ে উৎকণ্ঠিত। তোমাকে যে এক্সপেরিমেন্টাল ড্রাগস দেয়া হয়েছে তা নিয়ে সে অত্যন্ত চিন্তিত। সে ভাবছে তোমাদের দাম্পত্য জীবন...'

'ওসব কথা বাদ দাও, ডক্। প্রয়োজনে আমি এ বিষয়ে ম্যারেজ কাউন্সেলরের সঙ্গে কথা বলব। তবে এ মুহূর্তে এসব নিয়ে আমি ভাবছি না।' ডেভের কণ্ঠ হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। 'ও কী করছ, ডক্, ভেস্টের পকেট থেকে হাত বের করো।'

‘ওয়েস্ট কোট।’

‘আচ্ছা। ওখানে কী রেখেছ?’

করুণ হাসলেন স্যান্ডবার্গ। ‘কেমিকেল মেস এর ছোট্ট একটি শিশি। ওরা আমাদের সবাইকে একটা করে শিশি দিয়েছে। তোমাকে অজ্ঞান করার জন্য, ডেভিড।’

‘ডক্, তুমি এবং আমি—আমরা তো বন্ধু, নাকি?’

‘নিশ্চয়।’

‘গুড। এখন তোমাকে নিয়ে যে কাজটি আমি করতে যাচ্ছি তা নিতান্তই বন্ধুত্বের খাতিরে।’

স্যান্ডবার্গ পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। একটা আপারকাট ঝেড়ে দিল ডেভ। ডাক্তার ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলেন দেয়ালে।

অধ্যায় ২৫

বার্নি লেভির অফিস কক্ষটি বেশ সাজানো গোছানো। আয়তনে কেবল সেনটেরেক্সের অন্যান্য কর্পোরেট এক্সিকিউটিভদের ঘরের চেয়ে খানিক বড়। বার্নির অফিস পঁয়তাল্লিশ তলায়, উত্তর পুব কোণে। জানালা দিয়ে উত্তরে দেখা যায় সেন্ট্রাল পার্ক (পরিষ্কার সূর্যালোকিত দিনগুলোতে হাডসন নদী থেকে ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টি ছাড়িয়েও অনেক দূরে চলে যায় দৃষ্টি), পুবে জাতিসংঘের আকাশ ছোঁয়া ভবন, ইস্ট রিভার, কুইনস, লং আইল্যান্ড এবং দূরে আটলান্টিকের ঝিকিমিকি। বার্নির ডেস্ক কালো মেহগনি কাঠের তৈরি, ক্লাসিক ছোঁয়া আছে তাতে, উঁচু পিঠের চামড়ার চেয়ারগুলো বানিয়েছে সেই একই কারিগররা যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের জন্য চেয়ার তৈরি করে। বার্নির সোফাও এসেছে একই সূত্র থেকে, ফোলা, আরামদায়ক। সুভেনিরের সংখ্যা খুব বেশি নয়, কালো পেন হোল্ডারে এক সেট মন্ট ব্লাঙ্ক পেন, একটি অ্যান্টিক অ্যাবাকাস (পুবের আদি গণনাযন্ত্র, আড়াআড়ি তারে ছোট্ট গোলক বা পুঁতি লাগানো চারকোণা কাঠের কাঠামো)।

এটি বার্নিকে তাঁর চীনা ব্যবসায়িক পার্টনার উপহার দিয়েছে। রূপোর ফ্রেমে বাঁধানো বার্নির স্ত্রী এবং সন্তানদের ছবি, ক্রিস্টালের হেক্সাহেড্রন পেপার ওয়েট, ১৪.৫ মিলিমিটার আয়তনের একটি PTRD সোভিয়েত অ্যান্টি ট্যাংক বন্দুক। বুলেটটি সাত ইঞ্চি লম্বা, এক ইঞ্চি ব্যাসার্ধ। বুলেটের গায়ে বার্নির নামসহ লেখা 'company B, 3rd Battalion Inchon to the Chosen Reservoir and back, 1950—1952. *Semper Fidelis.*

বার্নি দেয়ালে উইথ ক্যামিলির আঁকা কয়েকটি ছবি ঝুলিয়েছেন। তবে ছবিগুলো বার্নির নিজের টাকা দিয়ে কেনা, সেনটেরেক্সের খরচে নয়।

এ ছাড়া ঘরে আছে বুক কেস ভর্তি বই এবং একটি কফি তৈরির যন্ত্র। যন্ত্রে কফি তৈরি হচ্ছে। বার্নি যন্ত্রটির সুইচ অন করে কোথাও গেছেন। ডেভিড এলিয়ট সুইচ অফ করে দিল। বিড়বিড় করে বলল, 'ইউ আর ওয়েলকাম, বার্নি।'

বার্নি নিজে কফি বানিয়ে খান এবং সে কফির স্বাদ অত্যন্ত সুস্বাদু। ডেভ

একটা কাপে কফি ঢালল। চুমুক দিল। চমৎকার কফি। এত চমৎকার কফি কে বার্নিকে সাপ্লাই দেয় তার নাম জানতে পারলে বেশ হতো।

ডেভ যে কাজে বার্নির অফিসে ঢুকেছে এবারে সে কাজে নেমে পড়ল। সে কফির কাপটা বার্নির পেতলের একটি কোস্টারে সাবধানে নামিয়ে রাখল। তারপর রিভলভিং চেয়ারটা ঘোরাল। হামলা চালাল বার্নির ডেস্কের ড্রয়ারে।

সবচেয়ে ওপরের তাকে রয়েছে সেনটেরেক্সের চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত এবং গোপনীয় ফাইলপত্র। প্রতিটি ফাইলে নানা রঙের চিহ্ন দেয়া। হলুদ চিহ্নের ফাইল হলো বোর্ড মীটিং বিষয়ক, সবুজ ফাইলে বার্নির চ্যারিটির খোঁজ-খবর, নীল চিহ্নের একটি ফাইলে লেখা 'Lockyear Laboratories, কমলা ফাইলে বিজনেস প্রজেকশন এবং ফোর কাস্ট। বেগুনি রঙের ফাইলে বিশেষ কিছু টার্গেটের ওপর বিশ্লেষণ। ডজনখানেক লাল রঙ চিহ্নিত ফোল্ডারে সেনটেরেক্সের সবচেয়ে সিনিয়র এক্সিকিউটিভদের নাম লেখা।

ডেভ নিজের নাম লেখা ফাইলটি টেনে নিল।

ওর ফাইলটি খুব পাতলা। শুরুতেই ওর এমপ্লয়মেন্ট অ্যাপ্লিকেশনের অরিজিনাল কপি। স্ট্যাপল মারা ছবিতে এক তরুণকে দেখা যাচ্ছে। রয়েছে কিছু ইনসিওরেন্স ফর্ম, বিভিন্ন চুক্তির কপি। ফাইলের শেষে কয়েকটি করেসপন্ডেন্স চোখে পড়ল ওর। সেনটেরেক্সের প্রধান কাউন্সেল এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের মধ্যে আদান প্রদান হওয়া কিছু চিঠিপত্র।

ফোল্ডারের শেষ কাগজটিতে এফবিআই'র নাম লেখা।

পেটের ভেতরটা কেমন গুলিয়ে উঠল ডেভের।

'Dear Mr. Levy' চিঠিটি শুরু হয়েছে এভাবে, 'In reference Mr. David P. Elliat, an individual known to you and your employ, this will apprise you that this office has been charged with conducting a background investigation of the afore named individual, with said investigation being deemed necessary and appropriate under the conditions Provided for the Defense supplier and contractor Act of 1953, as amended, and Pertaining to the issuance of security clearances to executives and directors of corporations engaged in business operations involving classitied, restricted, privileged and/or other secure affairs. The requester is said investigation has directed the underrigned to coordinate with you as relates to specifics to be discussed at your earliest convenience. Your cooperation is this matter is appreciated.

ডিফেন্স সাপ্লায়ার এবং কন্ট্রাক্টর অ্যাক্ট? কিন্তু সেনটেরেক্স তো কোন ডিফেন্সের কাজ করেনি। এ কোম্পানির সঙ্গে সরকারের কোন সম্পর্কই নেই।

নাকি আছে?

ডেভ বার দুই চিঠিটি পড়ল। পরিষ্কার করে কিছুই বোঝা গেল না। বিস্তারিত কিছু লেখা নেই এতে।

তারিখ?

তিন দিন আগের তারিখ দেখা যাচ্ছে। এর মানে কী? এতদিন পরে কেন কেউ সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স রিনিউ করতে চাইছে যার সঙ্গে কিনা ডেভের সম্পর্ক চুকে গেছে আর্মি থেকে চলে আসার দিন।

অবশ্য চিঠিটি ভুয়াও হতে পারে। ডেভ ফেডারেল ইনভেস্টিগেশনের একটি সাবজেক্ট। আর র‍্যানসম সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে সে একজন ফেডারেল অফিসার।

হয়তো ডক্টর স্যান্ডবার্গ ঠিকই বলেছে : র‍্যানসম সত্যি ফেডারেল বিভাগের লোক!

কিন্তু এতে কিছুই পরিষ্কার হলো না। সরকার আম-জনতার সঙ্গে কোন চুক্তি করে না। সরকার কেন সাতচল্লিশ বছর বয়সী এক ব্যবসায়ীকে খুন করার জন্য আততায়ী লেলিয়ে দেবে? এর পেছনে অবশ্যই কোন রহস্য আছে। সিনেমায় যেমন দেখা যায়—কেউ সরকারের গোপন একটা কথা জেনে ফেলল তখন তাকে সরিয়ে দেয়া হলো পৃথিবীর বুক থেকে যাতে সে আর কোনদিন মুখ খুলতে না পারে। *কিন্তু ডেভ তুমি কী করেছ? কী শুনেছ তুমি? কী জান?*

আমি কিচ্ছু জানি না, মনে মনে বলল ডেভ। আমার কোন গোপনীয়তা নেই—আমি রাষ্ট্রীয় কোন গোপনীয়তার কথা জানি না। তবে—

ওই কোর্ট মার্শালগুলো গোপন ছিল। ওরা রেকর্ড সিল করে রেখেছে। ওরা তোমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিল এ ব্যাপারে কোনদিন মুখ খুলবে না।

না, না, না। সে সব অনেকদিন আগের কথা। তাছাড়া ওই ব্যাপারটা শুধু ডেভ নয়, আরও অনেকে জানত। আরও অনেক সাক্ষী ছিল। জানত বোর্ড সদস্য, প্রসিকিউটর, বিবাদী, স্টেনো ক্লার্ক। এরকম ভাবাটাই তো হাস্যকর যে....

হাস্যকর।

আবার এফবিআই'র চিঠিতে তাকাল ডেভ। এটা ভুয়া চিঠি নয়তো? ভুয়া কিনা জানার অবশ্য একটা উপায় আছে।

বার্নির ফোন তুলে নিল ডেভ। চিঠিতে যে লোকের নাম লেখা, তার নিচে

একটি ফোন নাম্বারও আছে। ডেভ ওই নাম্বারে ফোন করল। প্রথম রিং-এই সাড়া মিলল। 'আপনি নিউইয়র্কের ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন অফিসে ফোন করেছেন। আমাদের অফিস সময় সকাল সাড়ে আটটা থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা। আপনি যে লোকের সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন তার এক্সটেনশন নাম্বার জানা থাকলে সে নাম্বারে এখুনি ফোন করুন আর জানা না থাকলে অনুগ্রহ করে 'স্টার কী' তে চাপ দিন।'

রোবটের মত এই টেলিফোন সিস্টেমটি একদমই পছন্দ নয় ডেভের। সে স্টার কী- তে চাপ দিল। 'সুইচ বোর্ড অ্যাটেনডেন্টকে কোন মেসেজ দিতে চাইলে অনুগ্রহ করে পাউন্ড কী তে চাপ দিন। আর ভয়েস মেল-এ প্রবেশ করতে চাইলে '০' কী তে চাপ দিন।'

'০' তে চাপ দিল ও।

'আপনি যার ভয়েস মেল বক্সে প্রবেশ করতে চাইছেন আপনার টেলিফোনের কী প্যাড ব্যবহার করে দয়া করে তার লাস্ট নেমটি প্রবেশ করান। যদি তার লাস্ট নেমের আদ্যক্ষর হয় 'Q' তাহলে বিকল্প হিসেবে '০' তে চাপ দিন।'

চিঠির সই দেখল ডেভ। নামটি প্রবেশ করাল।

'এ ভয়েস মেল সিস্টেমে এ নামে কেউ নেই। যদি নাম লিখতে ভুল করে থাকেন তাহলে আবার চেষ্টা করুন। প্লিজ, স্টার কী' তে চাপ দিন।'

ফোন রেখে দিল ডেভ।

যে লোক এ চিঠি পাঠিয়েছে তার সঙ্গে হয়তো এফবিআই'র কোন সম্পর্ক নেই। হয়তো আছে তবে তার নাম টেলিফোন সিস্টেমের ডাটাবেসে নাও ঢোকানো হতে পারে। হয়তো বা...ডেভ জানে না। ওর কাছে কোন জবাব নেই। কোথাও কোন জবাব নেই।

নাকি আছে?

ওর চিন্তা করা দরকার। এমন কিছু হয়তো আছে যা ও ভুলে গেছে। ওই ভুলে যাওয়া জিনিসটির কারণেই হয়তো এত কিছু ঘটছে। তবে আগে...

বার্নির ফাইলে চোখ বুলাল ও। পার্সোনেল, চ্যারিটি, ফোরকাস্ট, বোর্ড মীটিং, অ্যাকুইজিশন ক্যান্ডিডেট, ডিভিশন অপারেশন্স। কোথাও হয়তো একটা ক্লু রয়ে গেছে। প্রথম ড্রয়ারে হাত বাড়াল ও। আর তখন ঘরে ঢুকলেন বার্নি।

বার্নি সেক্রেটারির ঘর থেকে আসেননি, এসেছেন পশ্চিমের একটি দরজা খুলে। সেনটেরেক্স কর্পোরেট বোর্ডরুমের সঙ্গে তাঁর অফিসের এ দরজাটি সংযুক্ত। পেছন হেঁটে আসছেন তিনি, কথা বলছেন কার সঙ্গে যেন। ওই মানুষটি এখনও বোর্ড রুম থেকে বের হননি।

'...তুমি জানো না এটা?'

লাফিয়ে উঠল ডেভ, কলজে এসে ঠেকল গলায়।

বার্নি বলে চললেন, 'এক মিনিট। ওই পোর্ট ফোলিওটা তোমার না?' তিনি আবার বোর্ড রুমে ঢুকে পড়লেন।

ডেভ এক লাফে চেয়ার ছাড়ল, দ্রুত সেধিয়ে গেল বার্নির অফিসের ক্লজিটে। বেশ প্রশস্ত ক্লজিট। বার্নি এটাকে স্টোর রুম হিসেবে ব্যবহার করেন। এর মধ্যে আছে বড় বড় ঈজেল প্যাড, মার্কিং পেন, টেপ, আধডজন ট্রাইপডে রাখা ঈজেল স্ট্যান্ড। সেনটেরেক্সের চেয়ারম্যান ঈজেল ছাড়া কিছু লিখতে পারেন না।

ডেভ দেয়ালের সঙ্গে নিজের শরীর প্রায় মিশিয়ে ফেলল, দরজা প্রায় বন্ধ করে রাখল। মাত্র আধ ইঞ্চি ফাঁক থাকল।

বার্নি ফিরে এলেন অফিসে। '...আমার কলজেয় যেন ছুরি বিঁধেছে।'

আরেকটি কণ্ঠ বলল, 'কষ্ট শুধু তুমি একাই পাওনি। অলিভিয়া এবং আমিও ডেভিডকে খুব পছন্দ করি।'

কণ্ঠের মালিককে ডেভ চেনে। ইনি স্কট সি. থ্যাচার, সেনটেরেক্সের পরিচালক মণ্ডলীর একজন সদস্য, তাঁর নিজস্ব একটি কোম্পানি আছে। উনি সেটার প্রধান নির্বাহী। থ্যাচার ডেভের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন।

'শেষে হয়তো সবকিছুর সমাধান হয়ে যাবে,' বললেন বার্নি। 'এই র‍্যানসম লোকটা বোকা নয়।'

'হুম্‌ম,' বললেন থ্যাচার। ডেভ কল্পনায় থ্যাচারকে দেখতে পাচ্ছে। তিনি হয় তাঁর মার্ক টোয়েন মার্কা ঘন ঝোপের মত গোঁফে হাত বুলাচ্ছেন কিংবা এলোমেলো, লম্বা সাদা চুলে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

'বার্নার্ড, তোমার এই র‍্যানসম লোকটাকে আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়।'

বেরিয়ে পড়ো। এখুনি বেরোও। থ্যাচার তোমার কথা বিশ্বাস করবেন। পৃথিবীর একমাত্র ওঁর ওপরেই তুমি এ মুহূর্তে আস্থা রাখতে পারবে।

'মানে?'

'এ লোকটার সঙ্গে আগেও একবার আমার দেখা হয়েছে। মানুষের চেহারা আমি সহজে ভুলি না। এ বিল্ডিংয়েই ওকে আমি আগে একবার দেখেছি।'

যাও। থ্যাচার তোমার সঙ্গে থাকবেন।

'চার/পাঁচ হপ্তা আগে, রিসেপশন রুমে র‍্যানসমের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সে বেরুচ্ছিল আর আমি ঘরে ঢুকছিলাম। আমি এ লোকের ব্যাপারে তোমাকে জিজ্ঞেসও করেছিলাম বলে মনে পড়ছে।'

ক্লজিট থেকে বেরিয়ে পড়ো, বন্ধু। ডাক দাও, 'হাই, স্কট! তোমাকে দেখে খুব আহ্লাদ হচ্ছে আমার।'

কিন্তু বেরুল না ডেভ। থ্যাচারকে এর মধ্যে টেনে আনা মানে বেচানার

জীবনটাকেও বিপদাপন্ন করে তোলা।

গর্দভ! থ্যাচার বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কম্পিউটার কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। ফোর্বস, ফরচুন এবং বিজনেস উইকের প্রচ্ছদে থ্যাচারের ছবি ছাপা হয়। কেউ ওর সঙ্গে ঝামেলা পাকাতে যাওয়ার সাহস পাবে না।

'ধ্যাত, কী সব আবোল তাবোল বকছ।'

'আবোল তাবোল বকছি না। লোকটা আমার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছিল। আমি ওর ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তুমি বলেছিলে সে একটি কোম্পানির এক্সিকিউটিভ এবং তুমি কোম্পানিটি কিনতে যাচ্ছ। লোকটার আচরণ দেখে তাকে নির্বাহিত কর্মকর্তা বলে আমার মনে হয়নি।'

ক্লজিটের হাতলে হাত রাখল ডেভ।

যাও! যাও!

'আরে তুমি নিশ্চয় ভুল করছ। অন্য কারও সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলেছ।'

'বার্নার্ড, যদিও বয়স হয়েছে আমার কিন্তু স্মৃতিশক্তি একেবারে লোপ পেয়ে যায়নি। ঐ লোকটা এখানে এসেছিল এবং তুমি তাকে আপ্যায়িত করেছিলে।'

দরজার হাতল আস্তে মোড়াল ডেভ, মৃদু ধাক্কা দিয়ে খুলবে কপাট।

'বার্নি লেভি মিথ্যা কথা বলে না।'

'তারচেয়ে বরং বলো বার্নার্ড লেভি খুব কম মিথ্যা কথা বলে কারণ সে জানে সে গুছিয়ে মিথ্যা বলতে পারে না।'

'স্কটি, দোস্তো...'

দরজার আধ ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে ডেভ দেখল বার্নি তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সামনে।

'আমরা বন্ধু, বার্নার্ড। চল্লিশ বছরেরও বেশি আমাদের দুজনের বন্ধুত্বের বয়স। আমি তোমার বোর্ডের একজন সদস্য, তুমি আমারটার সদস্য। আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করি। তুমি যদি ডেভিডের ব্যাপারে কিছু বলতে না চাও তো বলবে না—আমি বুঝব এর পেছনে নিশ্চয় বিশেষ কোন কারণ আছে।'

হয় এখন নয়তো আর কখনও নয়।

ডেভ দরজায় হাতের তালু ঠেকাল। ওর পকেটে রাখা রেডিও এমন সময় জ্যান্ত হয়ে উঠল। থ্যাচার বলছেন, 'কোন সাহায্যের দরকার হলে ফোন কোরো।' ডেভ দরজায় ঠেলা দিল। র‍্যানসমের গলা ভেসে এল রেডিওতে। 'মি. এলিয়ট, ডু ইউ কপি?' থ্যাচার বললেন, 'একটা কথা শুধু মনে রেখো, ডেভিড তোমার মত আমারও বন্ধু।' র‍্যানসম বলল, 'আপনাকে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার একটি প্রস্তাব দিতে চাই, মি. এলিয়ট।' ডেভ কপাটের ওপর থেকে সরিয়ে নিল হাত। বার্নি বললেন, 'ও আমার সন্তানের মত।' থ্যাচার বললেন, 'তাহলে

আজকের মত বিদায়। অলিভিয়া বাড়িতে আমার জন্য বসে আছে।' র‍্যানসম বলল, 'মি. এলিয়ট, আমি আপনার জবাব শুনতে চাইছি।'

বার্নি বললেন, 'গুড নাইট।' ডেভের কণ্ঠ বলল, 'ভুলে যাও, টার্কি। তোমরা তো সারা বিল্ডিং-এ আমার পেছনে লোক লেলিয়ে দিয়েছ। পারলে আমাকে ধরো। তোমার লোকেরা বলুক দেখি আমি কোন্ ফ্লোরে আছি। আমি আসলে কোন ফ্লোরে নেই। আমি বাইরে চলে এসেছি এবং আর ফিরছি না'। অ্যাই, র‍্যানসম, যত জোরেই ছোটো না কেন আমাকে আর তোমরা ধরতে পারবে না।' র‍্যানসমের কণ্ঠ বরফ শীতল। 'মি. এলিয়ট, আমি আপনার কাছ থেকে এরকম বালসুলভ আচরণ আশা করিনি।' বার্নি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আগামী হপ্তার অডিট কমিটি মীটিংয়ে আসছ তো?'

প্যাট্রিজের গলা শোনা গেল রেডিওতে। 'ও সত্য কথাই বলেছে। ও আপার ওয়েস্ট সাইডের কোথাও আছে।' অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে থ্যাচার জবাব দিলেন, 'দুঃখিত। আমাকে সিঙ্গাপুর যেতে হবে। বড় এক সাপ্লায়ারের সঙ্গে মীটিং আছে।'

ম্যানহাটানের কোথাও বসে মার্গ কোহেন সুইচ টিপে একটি টেপ রেকর্ডার বন্ধ করে দিল।

ফিসফিস করল প্যাট্রিজ, 'ও লাইন কেটে দিয়েছে। উই আর অল ডেড মেন।'

ডেভ ক্রুজিটে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

অধ্যায় ২৬

›

ক্রজিট থেকে নেমে এল ডেভ, কোমরের কাছে হালকাভাবে ধরে রেখেছে পিস্তল। 'নড়লেই তোমাকে গুলি করব, বার্নি,' গলায় হিংস্রভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল ও।

বার্নি নিজের ডেস্কে বসে কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছিলেন। মুখ তুলে তাকালেন। চেহারায় উৎকণ্ঠা, 'হ্যালো, ডেভি। ইটস গুড টু সী ইউ।' তাঁর গলা শুনে মনে হলো একশো বছরের বুড়ো কথা বলছে।

'বার্নি, ডেস্কের ওপর থেকে হাত তুলবে না। চাই না আরেকটা অস্ত্র নেয়ার সুযোগ তুমি পাও...'

'অস্ত্রটস্ত্র আর নয়,' ভৌতিক হাসি দিলেন বার্নি।

'কিংবা মেস-এর ক্যানও নয়।' বলল ডেভ।

মাথা ঝাঁকালেন বার্নি। 'তুমিও ব্যাপারটা জান তাহলে?'

'জানি,' কাছে হেঁটে গেল ডেভ। 'আরও অনেক কথা জানি। তবে জানতে চাই আরও কিছু।'

বার্নির চেহারা যেন দুঃখের মুখোশ। ডেস্কে হাত উপুড় করে রাখলেন তিনি। তারপর বললেন, 'তুমি তাহলে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছ, ডেভি। ঠিক আছে কথা বলব। হয়তো তোমাকে কিছু কথা আমি বলতে পারি আবার না-ও পারি। বসো। আরাম করো।'

'না, আমি দাঁড়িয়েই ঠিক আছি।'

'বসো কিংবা দাঁড়িয়ে থাকো, কীইবা এসে যায়?'

মোটা হাত বাড়িয়ে কফির একটা কাপ তুলে নিলেন বার্নি, ছোঁয়ালেন ঠোঁটে। এক ঢোক কফি পান করলেন।

'এক কাপ কফি খাবে, ডেভি?'

'তুমি আমার কফিটা খাচ্ছ, বার্নি।'

বার্নির চেহারার ভাব বদলে গেল, 'তোমার কফি?'

'হুঁ। তোমার ফাইলে চোখ বুলানোর সময় তোমার কাপের কফিটাই খাচ্ছিলাম।'

'তুমি আমার কফি খাচ্ছিলে?' হঠাৎ চেয়ারে হেলান দিলেন বার্নি। মুখে ফুটল বিদ্রূপের হাসি। ক্রমে চওড়া হয়ে উঠল হাসিটি। 'বাহ্, কী চমৎকার। তুমি আমার কফি খাচ্ছিলে। আর এখন আমি তোমার কফি খাচ্ছি। খুব মজার ব্যাপার, না? ডেভি, ব্যাপারটা খুব মজার কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না।'

তাঁর হাসি ক্রমে অট্টহাসিতে পরিণত হলো।

ভুরু কোঁচকাল, 'তোমার রসিকতা ধরতে পারছি না।'

'রসিকতা? ইটস আ ওয়ান্ডারফুল জোক, ডেভি! ওয়ান্ডারফুল! বার্নি লেভির জীবনের সেরা রসিকতা এটা।' হাসির দমকে শরীর কাঁপছে তাঁর, কফির কাপ হাতে চেয়ার ছাড়লেন তিনি, অফিসে হাঁটতে লাগলেন। হাঁটতে হাঁটতে উত্তর পাশের জানালার ধারের কতগুলো চেয়ারের পেছনে এসে দাঁড়ালেন। একটা চেয়ারের পেছন দিকটা শক্ত করে চেপে ধরে ফিরলেন ডেভের দিকে। 'বিশ্বের সবচেয়ে বড় রসিকতা এটা।'

হঠাৎ অবিশ্বাস্য শক্তিতে ঝট করে চেয়ারটা মাথার ওপর তুলে নিলেন তিনি। বাড়ি মারলেন জানালায়। বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো কাচ, হু হু করে প্রচণ্ড শীতল বাতাস ধেয়ে এল ভাঙা জানালায়, ঢুকে পড়ল ঘরে। ভাঙা কাচ ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরে। এক টুকরো কাচে বার্নির গাল কেটে গেছে। রক্ত পড়ছে। ডেভ সামনে কদম বাড়াল। বার্নি হাত তুললেন এমন ভঙ্গিতে যেন ওকে আগ বাড়াতে নিষেধ করছেন। তাঁর চেহারা থেকে দুঃখী দুঃখী ভাবটা হঠাৎ দূর হয়ে গেল, বাচ্চাদের মত খুশি খুশি লাগছে তাঁকে। 'বার্নি লেভি শুধু নিজেকেই দোষারোপ করতে পারে। টার্ন অ্যাবাউট ইজ ফেয়ার প্লে। দ্যাটস সাম ফাইলে জোক, ডেভি, দ্যাটস দ্য বেস্ট জোক অব অল। এরকম রসিকতা একমাত্র ঈশ্বরই করতে পারেন।'

কফির কাপে শেষ চুমুকটা দিলেন বার্নি, তারপর কাপ হাতেই লাফিয়ে পড়লেন শূন্যে।

অধ্যায় ২৭

হাজার ফুট ওপর থেকে কোন জিনিসের মাটিতে আছড়ে পড়তে ছয় সেকেন্ড সময় লাগে। ডেভ জানালায় দাঁড়িয়ে বার্নির মৃত্যু দৃশ্য দীর্ঘসময় ধরে অবলোকন করল। ভিয়েতনামে চোখের সামনে বহু লোককে মরতে দেখেছে ডেভ। কিন্তু সেসব মৃত্যু দৃশ্যর চেয়ে অনেক বেশি ভয়ংকর লাগল বার্নির মৃত্যু।

বার্নির শরীরটা নিচের রাস্তায় আছড়ে পড়ে যেন বিস্ফোরিত হলো। রাস্তার বাতির আলোতে এত ওপর থেকে রক্তের রঙটা দেখল কালচে। একটা গাড়ি দ্রুত গতিতে পুবে যাচ্ছিল। তাল সামলাতে না পেরে ওটা ফুটপাতে উঠে এল। প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা লাগল একটা বিল্ডিংয়ের সঙ্গে। আগুনের ফুলঝুরি ছড়িয়ে ডিগবাজি খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে রইল। এক মহিলা বার্নির রক্তাক্ত লাশ দেখে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল রাস্তায়। দূর থেকে ভেসে এল মানুষজনের চেঁচামেচি। বার্নি লেভির শরীরটা মাংসের দলা হয়ে পড়ে রয়েছে পার্ক এভিন্যুর মোড়ে। একটা কুকুর তাজা মাংসের গন্ধ পেয়ে তার প্রভুর হাতের বাঁধন ছিড়ে ছুটে গেল বার্নির লাশের দিকে।

পঁয়তাল্লিশ তলার ভাঙা জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দৃশ্যগুলো দেখছে ডেভিড এলিয়ট। ঠাণ্ডা হাওয়া লাগছে গায়ে। আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইল ও। বিড়বিড় করে বলল, 'ওহ্, জেসাস, বার্নি। তুমি অমন কাজ কেন করলে? যা-ই ঘটুক না কেন, আমি তো তোমাকে মাফ করে দিতাম। আমরা দুজনে মিলে সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতাম, বার্নি। তোমার...'

বার্নির অফিসের বাইরে থেকে পায়ের শব্দ ভেসে এল। কার্পেটের ওপর দৌড়াচ্ছে কারা যেন। শটগানে শেল ভরার ধাতব শব্দ শোনা গেল। তারপর ভেসে এল অ্যাপালাচিয়ান সুর, 'সাবধান!'

ক্রাইস্ট অল মাইটি! ও সারাটা সময় এ ফ্লোরেই ছিল!

ডেভ ঝট করে সরে এল জানালার সামনে থেকে, তারপর এক লাফে ঢুকে পড়ল ক্লজিটে। বার্নির অফিসের দরজা ধাক্কা খেয়ে খুলে গেল। ডেভিড ক্লজিটের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থপথপ শব্দ শুনল।

'ক্লিয়ার?' অফিসের বাইরে থেকে ভেসে এল র‍্যানসমের কণ্ঠ।

'ক্লিয়ার? তবে একটা সমস্যা হয়েছে।'

'কী?'

'বুড়ো লোকটা মারা গেছে। জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়েছে নিচে।'

রাস্তায় সাইরেনের শব্দে র‍্যানসমের কথাগুলো পরিষ্কার বোঝা গেল না। ডেভ শুধু শুনতে পেল র‍্যানসম বলছে, '...বোঝা উচিত ছিল ও এত চাপ নিতে পারবে না।'

'পুলিশ এসে পড়বে এখুনি,' র‍্যানসম অফিসে ঢুকেছে, শীতল গলায় নির্দেশ দিয়ে চলল, 'আমাদের হাতে সময় খুব কম। রেন, তিনজন লোক নিয়ে বেস-ও চলে যাও। সিঁড়ি ব্যবহার করবে।'

বেস? ওরা কি অন্য কোন ফ্লোরে বেস অপারেশনের আয়োজন করেছে নাকি?

'ব্লুজে, গেট অন দ্য হর্ন—স্ক্রাম্বলার ব্যবহার করো—প্যাথলজিকে বলো সাবজেক্টের ASAP ব্লাড স্যাম্পল আমার চাই। ওদেরকে এক্ষুনি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে চলে আসতে বলবে।'

ব্লাড স্যাম্পল? ওরা রক্তের নমুনা পেল কোত্থেকে? তুমি তো গত কয়েক মাসে তোমার রক্ত পরীক্ষা করাওনি। তবে ডক্টর স্যান্ডবার্গ...ও, হ্যাঁ...'

'স্যার?'

'ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং, ব্লুজে। ভাঙা কাঁচে লেগে থাকা সাবজেক্টের রক্তের নমুনা আমি খানিকটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

'আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি, স্যার।'

'মুভ ইট,'

'ইয়েস, স্যার।'

আরেকটি ভোঁতা কণ্ঠ বলল, 'আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, চিফ।'

'পুলিশ আসার খানিক বাদে আমি আর ব্লুজে এসে হাজির হবো অকুস্থলে। বলা হবে এটা সাধারণ কোন আত্মহত্যার ঘটনা ছিল না। কাকে মূলত সন্দেহ করা হচ্ছে তা-ও বলা হবে। ফরেনসিক ঘটনাস্থলে দু ধরনের রক্তের টাইপ দেখতে পাবে। বলা হবে এটা খুন। ওরা যখন সাবজেক্টের অটোপসি করবে তখন ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

অটোপসি? এখন বোঝা যাচ্ছে ও কী ধরনের প্রস্তাব তোমাকে দিতে যাচ্ছিল।

র‍্যানসম বলে চলল, 'গ্রেল্যাগ, তুমি মিডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আমি ম্যাক্সিমাম এক্সপোজার চাই। রেডিও, টিভি, খবরের কাগজ। বলা হবে উন্মাদ এক লোক তার বসকে জানালা দিয়ে বাইরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। জনতার ভিড়ে মিশে গেছে এ ম্যানিয়াক। ও একটা পাগলা কুত্তা। ওকে দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমি চাই সাড়ে আটটার মধ্যে নিউইয়র্কের প্রতিটি ল ইনফোর্সমেন্ট অফিসার ওর খোঁজে বেরিয়ে পড়ুক।'

ও যদি শহর ছেড়ে চলে যায়?'

'ওকে আমরা যতটুকু জানি সে লেজ গুটিয়ে পালাবে না।'

'তবু...'

'ওর চেনা-জানা সবাইকে আমরা কভারেজ করছি। যার সঙ্গেই যোগাযোগের চেষ্টা করুক না কেন, ধরা পড়ে যাবে। বুঝতে পেরেছ?'

'জ্বী, স্যার। ডাবল টীম।'

জেসাস! কতগুলো রেজিমেন্ট এ লোকের নির্দেশে চলে?

'ওকে, এ দ্বীপ ছেড়ে বেরুবার রাস্তা কটা?'

গ্রেল্যাগ একটু ভেবে জবাব দিল। 'চারটে অটো চ্যানেল। সতের আঠেরটা সেতু। তিনটে হেলিপোর্ট। চার/পাঁচটা সাবওয়ে রুট, এর বেশিও হতে পারে। ফেরি। চারটে বিমানবন্দর, নিউআর্ক এবং ওয়েস্টচেস্টারসহ। তিনটে ট্রেন লাইন। ও, হ্যাঁ, সে কেব্‌ল্ কার-এ চেপে রুজভেল্ট আইল্যান্ডে যাওয়ার মতলব করতে পারে এবং সেখান থেকে...'

'অনেক বেশি। সবগুলো কাভার করার মত রিসোর্স আমাদের নেই।'

'তাহলে ওয়াশিংটনে ফোন করব।'

ওয়াশিংটন! ওহ গড, এ হারামজাদারা কি সত্যি সরকারের লোক?

'এ সময়ে এটা করা যাবে না,' র‍্যানসমের কণ্ঠে নতুন সুর, খানিকটা নালিশ করার ভঙ্গি, কিছুটা অস্বস্তি।

'একেবারেই করা যাবে না। প্রধান ধমনীগুলো এবং এয়ারপোর্টে আরও কিছু লোক রাখো। এরচেয়ে বেশি কিছু করা যাবে না। বাকিরা শোনো—স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে কলহে জড়াবে না। এরা নিউইয়র্ক পুলিশ। এরা ঘুস খায় না। ঠোঁট সেলাই করে রাখবে, মুখোমুখি সংঘর্ষে যাবে না। এখন চলো সবাই।'

'রেডিও, স্যার। আপনার জন্য মেসেজ। জরুরি।'

'দাও...রবিন বলছি...ও কী?...চমৎকার, খুবই চমৎকার বুঝতে পেরেছি। রবিন আউট। তোমরা শোনো, রেন সতের তলায় আছে। আহত।' র‍্যানসমের গলা রোবটের মত, আবেগশূন্য।

ক্লজিটে দাঁড়িয়ে নিশব্দে হাসল ডেভ। *আমার সঙ্গে লাগতে এসে কেমন বুঝছ, বাছাধন?*

র‍্যানসমের খসখসে কণ্ঠ নির্বিকার সুরে বলে যেতে লাগল, 'জেন্টলমেন, অগোছালোভাবে কাজ হচ্ছে। ফলাফল দেখে আমি হতাশ। এখন থেকে আরও পেশাদারীত্ব নিয়ে কাজ করবে। সবাই সাবধান থাকবে।'

'স্যার, আমরা কি ওকে ধরতে পারব?'

'পারব, গ্রেল্যাগ। রাস্তায় কব্জা করতে না পারলেও ও যখন এখানে ফিরে আসবে তখন ধরব। ওকে ফিরে আসতেই হবে।'

'বেশ। মি. এলিয়টের সঙ্গে আমার নিজস্ব কিছু বোঝাপড়া রয়েছে।'

'নেগেটিভ। সবার আগে আমার সঙ্গে ওর বোঝাপড়া হবে। উচ্ছিষ্ট বলে কিছু থাকবে না।'

দ্বিতীয় খণ্ড

দেজা ভু

অধ্যায় ২৮

চাবিগুলো পাওয়া গেল অচেতন পুলিশম্যানের পকেটে। ওদের গাড়ি এবং লাইসেন্স প্লেট নাম্বার লেখা আছে চাবিতে। চাবি মেঝেতে ছুড়ে ফেলতে যাচ্ছে, ওর গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল কথা বলে উঠল :

অ্যাই দোস্তো, তুমি এই মাত্র কর্তব্যরত এক পুলিশ কর্মকর্তাকে মেরে অজ্ঞান করে ফেলে তার হাত-পা বেঁধে ফেলেছ ডাক্ট টেপ দিয়ে। তুমি তার কাপড়চোপড় ব্যাজ এবং হ্যাট খুলে নিয়েছ।

কিন্তু লোকটার জুতোজোড়া বাদে।

জুতো নাওনি কারণ ওগুলো তোমার পায়ে ফিট করবে না। তুমি পাঁচ/ছ'জন লোককে হত্যা করেছ যারা ফেডেরাল এজেন্টও হতে পারে, যখনই সুযোগ পেয়েছ, শত্রু-মিত্র কারও টাকা চুরি করতে দ্বিধা করনি, তুমি ফোনে বোমা হামলার হুমকি দিয়েছ, পার্ক এভিন্যুর একটি অফিস টাওয়ারের সিঁড়িতে পেতেছ মৃত্যু ফাঁদ, ঘটিয়েছ বেশ কিছু ধ্বংসাত্মক কাণ্ড। বার্নি লেভিকে হত্যার অভিযোগে পুলিশ তোমাকে খুঁজছে। কাজেই পুলিশের গাড়ির চাবি চুরি করলে আর কীইবা এসে যাবে?

শ্রাগ করে চাবির গোছা নিজের পকেটে ফেলল ডেভ। পুলিশের লোকটাকে পঁয়তাল্লিশ তলার বাথরুমে বন্দী করে রেখে বেরিয়ে এল ও। পাঁচ মিনিট পরে নীচ তলায় চলে এল ডেভ। লবিতে পুলিশ আর টিভি ক্যামেরার ক্রুদের ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলল। কেউ তেমন একটা লক্ষ করল না ওকে। মনে মনে এমনটাই আশা করেছিল ডেভ। টেলিফোনের রিপেয়ারম্যানের পোশাক পরা থাকলে হয়তো কারও চোখে ধরা পড়ে যেত ও। পুলিশের দিকে লোকে তেমন একটা তাকায় না।

পেট্রল কারটি ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড় করানো। ডেভ আলগোছে উঠে পড়ল গাড়িতে, ইগনিশন সুইচ অন করল, মুখে চওড়া হাসি ফুটিয়ে ছেড়ে দিল গাড়ি।

এইটি সেভেনথ স্ট্রিট এবং ব্রডওয়ের সংযোগস্থলে এসে বামে মোড় নিল ডেভ, চলল পশ্চিমে। পরের ব্লকের মাঝামাঝি এসে সাইরেন এবং ফ্লাশারের সুইচ অফ করে দিল। কমাল গাড়ির গতি, ডানে, ফুটপাতের ধারে গাড়ি থামাল।

মার্গ কোহেন বলেছিল নাইনটি ফোর্থ স্ট্রিটে ওর বাড়ি। বাকি পথটা হেঁটে যাবে ডেভ। পেট্রল কার নিয়ে বাড়ি খোঁজাখুঁজি অনেক ঝুঁকি হয়ে যাবে। শীঘ্রি হয়তো গাড়ি চুরির বিষয়টি টের পেয়ে যাবে পুলিশ।

কাগজে মোড়ানো গ্রেগের জামাকাপড়ের বান্ডিলটা বগলে চেপে রাস্তায় হাঁটা দিল ডেভ।

ব্রডওয়ের উত্তরে মোড় নিল ও। এদিকটাতে এক সময় থাকত ডেভ। রাস্তার দু'পাশে নানান দোকানপাট। রাস্তাটা এখনও ঘিঞ্জি এবং নোংরা।

হাঁটতে হাঁটতে ও নাইনটি ফার্স্ট স্ট্রিটে চলে এল। এখানে যা খুঁজছিল পেয়ে গেল। প্রবেশপথের মুখে সবুজ নিয়নে লেখা 'ম্যাক অ্যানস বার অ্যান্ড গ্রিল।'

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল ডেভ। ঘরটা আধো অন্ধকার। সাবানের ফেনা, করাতের গুঁড়া আর গরু ভুনার গন্ধ ধাক্কা দিল নাকে। খদ্দেরদের দু-একজন অলস চোখ তুলে একবার দেখল ওকে। তারপর মনোযোগ ফেরাল বিয়ারে।

বার-এ চল এল ডেভ। বারটেন্ডার ওকে ব্যালানটাইনের একটা ক্যান দিল। এ মদটি একেবারেই পছন্দ নয় ডেভের। তবু সে বোতলটা নিল।

বারটেন্ডার বলল, 'আপনাকে আগে কখনও দেখিনি তো এদিকে?'

ডেভ বলল, 'টেম্পোরারি ডিউটি। আমি আসলে অ্যাস্টোরিয়ার থাকি।'

'আমার নাম ডান। লোকে ডাকে জ্যাক বলে।'

'আমি হাচিনসন। সবাই ডাকে হান বলে। তোমার কাছে ফোন বুক আছে, জ্যাক?'

'অবশ্যই।'

বারটেন্ডার বার-এর নিচ থেকে মোটাসোটা একটি ফোন বুক বের করে দিল। ফোনবুকের পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছে ডেভ, ওর দিকে তাকিয়ে থাকল বারটেন্ডার। ডেভ ফোনবুক ফিরিয়ে দিল লোকটাকে।

'ধন্যবাদ। এখানে ফোন করা যাবে—প্রাইভেট ফোন?'

'বার-এর পেছনে যান। লোকাল কল করবেন?'

'হুঁ।'

'করুন।'

লোকাল নয়, ডেভ ফোন করল AT and T ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশনে সুইজারল্যান্ডের একটা নাম্বার দরকার ওর।

অধ্যায় ২৯

মার্গের বাড়িটি চারতলা, পিঙ্গল বর্ণের বেলে পাথরের তৈরি। স্থানীয় অধিবাসীদের চোখে বেশ মনোহর মনে হবে ভবনটি তবে বিল্ডিংটি মহামন্দার বছরের কথা মনে করিয়ে দেয়। ঝুলকালি মাখানো জানালায় কোন আলো দেখা যাচ্ছে না। কংক্রিটের এক সার সিঁড়ি গিয়ে মিশেছে ফ্রন্ট ডোরে। ডেভ নাক ডাকার শব্দ পেল, নিচের সিঁড়ির নিচে আবর্জনার ক্যানের মধ্যে কেউ শুয়ে ঘুমাচ্ছে।

ফয়ারে, মেইলবক্সের লেখা অনুযায়ী এম.এফ কোহেনের অ্যাপার্টমেন্ট নীচতলায়, অ্যাপার্টমেন্ট IB।

ডেভ বাযার এবং ইন্টারকম সিস্টেম খুঁজল। কেউ ও দুটো তুলে নিয়ে গেছে। শ্রাগ করে ক্রেডিট কার্ড দিয়ে তালা খুলল ডেভ।

ঘরের দেয়াল অযত্নের সঙ্গে ধূসর রঙ করা। ময়লা ছেঁড়া কার্পেট, হলঘরের বাতি মিটমিট জ্বলছে। বিল্ডিং-এর গা থেকে বয়স এবং বৈরাগ্যের গন্ধ আসছে। বাড়িঅলা তার বাড়ির যত্ন নেয়ার তেমন তাগিদ অনুভব করে না, দেখেই বোঝা যায়। ভাড়াটেরা ভাড়া না দেয়ার হুমকি না দেয়া পর্যন্ত সে এ ব্যাপারে হয়তো উদাসীনই থাকবে।

ডেভ অ্যাপার্টমেন্ট IBর দরজায় কড়া নাড়ল।

দরজার পিপহোল থেকে উঁকি দিল আলো। ভেতর থেকে কেউ বাইরেটা লক্ষ করছে। ক্লিক করে তালা খোলার শব্দ হলো, খোলা হলো ছিটকিনি, ঝড়াং করে খুলে গেল দরজা। মার্গ কোহেন বেড়ালের মত হিসহিস করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ডেভের ওপর। 'কুত্তার বাচ্চা!'

এ কী রকম অভ্যর্থনা?

মার্গের বাড়ানো হাত জোড়া যেন থাবা, তবে ওর নখ বেশি লম্বা নয়, এনামেল করাও নয়, ডেভের চোখ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল। ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে গেল ডেভ। টার্গেট মিস হলো, তবে পুরোটা নয়। একটা হাত তুলল ডেভ, 'এক মিনিট...'

পিঠ বাঁকা করল মার্গ, ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত। 'ইউ রট্ন্ প্রিক!' লাফ

দিল ও। আবার থাবা চালাল ডেভের চোখ লক্ষ্য করে। ডেভ খপ করে চেপে ধরল ওর কব্জি, শক্ত মুঠিতে ধরে রইল। মার্গের কাছ থেকে এরকম আচরণ সে মোটেই আশা করেনি।

'বাস্টার্ড! বাস্টার্ড! বাস্টার্ড!' মুঠোর মধ্যে মোচড় খেল মার্গ, ডেভের হাঁটু বরাবর ঝেড়ে দিল শক্ত লাথি। চিৎকার দিল মার্গ, 'হাউ ডেয়ার ইউ। হাউ ডেয়ার ইউ ফাকিং পিপল!' ডেভ শূন্যে তুলল মার্গকে, ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দিল ঘরে। আবার লাথি মারল মেয়েটা।

নিতম্বের ধাক্কায় দরজা বন্ধ করে দিল ডেভ। 'তুমি কোন্ চুলো থেকে এসেছ শুনি? হারামীর বাচ্চা!' প্রবল বেগে শরীর মোচড়াচ্ছে মার্গ, নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। ডেভ ওর বজ্রমুষ্ঠি আরও শক্ত করল, মার্গকে টেনে আনল নিজের কাছে। মার্গ ওর মুখে সপাটে বসিয়ে দিল চড়।

'মার্গ? অ্যাই, শোনো। আমি...' প্রবল ব্যথায় মুখ কুঁচকে গেল ডেভের। ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস যেন বেরিয়ে গেছে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ও, জ্ঞান না হারানোর প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

মার্গ ওর কুঁচকিতে হাঁটু দিয়ে গুঁতো মেরেছে।

ডেভ মেঝেতে একটা হাতে ভর দিয়ে নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করল, ঝাড়া দিল মাথা যাতে দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। কিন্তু কাজ হলো না। মাথা তুলল ও, ঘনঘন শ্বাস নিচ্ছে। মার্গ ভারী একটা ফুলদানী তুলে নিয়েছে। ওটার একটা বাড়ি খেলে ডেভ নিশ্চিত পটল তুলবে। মার্গ ওটা ওর মাথার ওপর নামিয়ে আনছে, বামে সরে গেল ডেভ, ল্যাং মারল মার্গকে। মার্গ ওর পাশে ধপাশ করে পড়ে গেল। গড়িয়ে মার্গের গায়ের ওপর উঠে এল ডেভ, শক্তি দিয়ে চেপে ধরে থাকল মেঝেতে। চেঁচাচ্ছে মার্গ, ডেভকে খুন করবে বলছে।

ডেভ দুই উরুর সংযোগস্থলের প্রচণ্ড ব্যথাটা ভুলে থাকতে চাইল, মুখ হাঁ করে বাতাস নিতে নিতে বলল, 'মার্গ, তোমার টাকা চুরি করার জন্য আমি দুঃখিত। ভাবলাম লোকে যেন মনে করে টাকার লোভে তোমার ওপর হামলা হয়েছে...'

'টাকা?' গলা ফাটাল মার্গ। 'টাকা! ইউ সিক বাস্টার্ড! আমি তো তোমার আর তোমার পার্ভার্ট বন্ধুগুলোর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। তোমার ওল যদি আমি না ছিঁড়ি তো...'

মার্গকে শান্ত করতে দশ মিনিট লাগল ডেভের। তারপর ও কাঁদতে লাগল, কাঁপতে থাকল ভয়ার্ত পাখির মত।

চারজন লোক, বিশালদেহী, মার্গের জন্য অপেক্ষা করছিল ওর বাড়ির

দোরগোড়ায়। একজন একটি পুলিশি ব্যাজ দেখাল মার্গকে। এর মিনিট পনের আগে মার্গ ডেভের দেয়া রেডিওটি প্রতিবেশী ডি আগোস্টিনোর আবর্জনার টিনে ফেলে এসেছে। ওটা আর কাজে লাগবে না ভেবে।

'আমরা ভেতরে এসে কি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি, মিস কোহেন? আজ আপনার অফিসে আপনার ওপর হামলার ব্যাপারে কথা বলার জন্য আমরা এসেছি।'

'নিশ্চয়। কতক্ষণ লাগবে?'

'বেশিক্ষণ সময় নেব না। দিন, মুদির ব্যাগগুলো আমার হাতে দিন।'

অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলল মার্গ, তিনজন ঢুকল ঘরে, চতুর্থজন দাঁড়িয়ে থাকল বাইরের হলঘরে। ওই তিনজনের একজন মার্গের বাড়ির সমস্ত দরজা-জানালা ভালো করে বন্ধ করে তারপর দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

বাইরে বেরুবার একমাত্র রাস্তা ওটা। মার্গ পিছিয়ে গেল। ওর আর সামনের দুজনের মাঝখানে শুধু একটি সোফা। একজনের হাতে কালো চামড়ার একটি বটুয়া। সে বটুয়াটি কফি টেবিলে রাখল।

ব্যাজ পরিহিত দ্বিতীয় লোকটি বলে উঠল, 'আমি অফিসার ক্যানাডি। ইনি ডক্টর পিয়ার্স।'

'ডক্টর?'

'উনি গাইনোকলজিস্ট।'

'...?'

'আমাদের বিশ্বাস করার মত যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে আপনি যখন আজ বিকেলে অচেতন অবস্থায় পড়ে ছিলেন, ওই সময় যে লোকটি আপনার ওপর হামলা চালিয়েছিল সে আপনাকে ধর্ষণ করেছে।'

'না, বাজে কথা বলবেন না। এরকম কিছু ঘটলে...'

'আমরা বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখতে এসেছি। ডাক্তার আপনাকে পরীক্ষা করবেন।'

ডাক্তার একজোড়া ল্যাটেক্স গ্লাভস পরে নিল হাতে।

মার্গের মুখটা পরিষ্কার, সে একটু আগে মেকাপ তুলেছে। চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। 'ওদের কাছে স্পেসিমেন বোতল ছিল,' ফোঁপাচ্ছে মেয়েটা। 'একটা ইনজেকশন। অপর দুজন দেখছিল। নির্বিকার চেহারা। বিশালদেহী লোকটা...' শিউরে উঠে ডেভের বাহুতে মুখ রাখল মার্গ। কাঁদছে।

'ইজি, মার্গ,' আর কী বলবে ভেবে পেল না ডেভ। 'ইট'স ওভার। বুক

ভরে একটা দম নাও...'

'লোকটা আমাকে মেঝেতে শুইয়ে ফেলে হাত দিয়ে চেপে ধরে মুখ। আমার জামাকাপড় টেনে ছিড়ে ফেলছিল সে। অপরজন, যে নিজের পরিচয় দিয়েছিল ডাক্তার বলে, সে...ওহ গড, আমাকে...এমনভাবে...' মার্গের গোটা শরীর কাঁপছে থরথর করে, অপমানের জ্বালা আর কান্নার দমকে।

ডেভ ওকে জড়িয়ে ধরল, মাথাটা থাকল বুকের আশ্রয়ে। ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছে ডেভ। ওর মুখটা দেখতে পাচ্ছে না মার্গ। তাকালে দেখত ডেভের চেহারা প্রচণ্ড রাগে সাদা হয়ে গেছে, দু'চোখ ঝকমক জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুনে।

রাত ৯:২৩।

ডেভ আরও ঘণ্টাখানেক থাকল মার্গের সঙ্গে। ক্রিশ্চিয়ান ব্রাদার্স নামে সস্তা একটা ব্রান্ডি পেয়েছে মার্গের ঘরে। মদটা মেয়েটির স্নায়ু শান্ত করেছে। পান্না সবুজ চোখের ব্যথাতুর ছায়াটুকু ছাড়া ওকে বিকেলে সেই আকর্ষণীয়, সুশ্রী মেয়েটির মতই লাগছে।

যে লোকগুলো মার্গকে নির্যাতন করেছে তাদেরকে নিয়ে ওরা আর কথা বলল না। আসলে বিষয়টি নিয়ে কথাই বলতে পারছে না মেয়েটি। হয়তো আগামী বেশ কিছুদিন পারবেও না। ডেভকে নিয়ে কথা বলছে, একদল লোক কেন ওকে খুন করতে চাইছে তা-ই প্রধান আলোচ্য বিষয়।

'আমি জানি না ওরা কেন আমার পিছু নিয়েছে,' বলল ডেভ। 'বড় জোর অনুমান করতে পারি তার বেশি কিছু নয়।'

নাইটি ধরনের একটা ড্রেস পরেছে মার্গ। ওর নগ্ন পা জোড়া দেখা যাচ্ছে। ভারী সুন্দর, সুগঠিত পদযুগল। ডেভ জোর করে পা থেকে চোখ সরিয়ে মুখের ওপর নিবদ্ধ করল দৃষ্টি।

'কী? একটা উদাহরণ অন্তত দাও,' দু'আঙুলের ফাঁকে একটি সালেম আলট্রা লাইট ১০০ ধরে আছে মার্গ। কুণ্ডুলী পাকিয়ে ছাদের দিকে উঠে যাচ্ছে ধোঁয়া। ডেভ একটা সিগারেট চাইতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে। সিগারেটের বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

'ওকে, প্রথম পয়েন্ট। হয় এটা পেছনে সরকার রয়েছে কিংবা সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেউ।'

'এটা বিশ্বাস করা কঠিন। গত মাসে এইচবিওতে একটা সিনেমা দেখেছিলাম। পেন্টাগনের নিচে গোপন চেম্বার, ইউনিফর্ম পরা রহস্যময়

মানুষজন, নামহীন একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওডেসার সম্পর্ক। ফালতু ছবি। আমি আর দেখিনি।'

'কিন্তু...'

'ডোন্ট বী সিলি। ওরকম ঘটনা কখনও ঘটে না—গোপন প্লট, ভয়ংকর ষড়যন্ত্র...'

'ষড়যন্ত্র হয়। আমার কথা বিশ্বাস না হলে জুলিয়াস সিজারকে জিজ্ঞেস করো।'

'ওহ কামন! ওসব দু হাজার বছর আগের গল্প।'

'ইরান-কন্ট্রা, হোয়াইট ওয়াটার কিংবা ওয়াটার গেট কেলেংকারী?'

'হ্যাঁ, ওয়াটার গেট। গর্ডন লিড্ডির কথা মনে আছে?'

মার্গ ডেভকে লক্ষ করছে। ওর চোখ জোড়া বড় বড়, উজ্জ্বল, কুঞ্চিত অধর। ওর ঠোঁটের গড়নটি মুগ্ধ করে ডেভকে। ও ভাবছে...মাথা ঝাঁকাল ডেভ। নাহ্, এসব ভাবা ঠিক হচ্ছে না।

'কী? ওয়াটার গেট? অ্যাই, আমার বয়স কত বলে তোমার ধারণা? আমি গ্রেড স্কুলে ভর্তি হবার অনেক আগের ঘটনা ওটা।' হাত নাড়ল মার্গ। ধোঁয়ার একটা মেঘ ভাসল বাতাসে।

'লিড্ডি ছিলেন ওয়াটার গেট ষড়যন্ত্রকারীদের একজন। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি একটি বই লেখেন। ওখানে তিনি বলেছেন একসময় তাঁর মনে হয়েছিল তাঁকে চিরতরে নিশ্চুপ করিয়ে দেয়া হবে। তিনি সে জন্য প্রস্তুতও ছিলেন। আর লিড্ডি ছিলেন গোয়েন্দা। একজন ইনসাইডার। তিনি জানতেন কীভাবে কী ঘটে।'

'আমার কাছে ব্যাপারটা পাগলামী মনে হচ্ছে।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ডেভ। শ্বাস টানতে মার্গের সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ ঢুকল নাকে। 'এর সঙ্গে গোপনে আরও কিছু লোকজন জড়িত ছিল। আদালত এবং বিচারকরা পর্যন্ত ওয়াটারগেটের ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করেছেন।'

'আরেকটা ব্যাপার...' ঢোক গিলল ডেভ, '...আ, যারা এসব কাজ করে, গর্ডন লিড্ডি কিংবা অলিভার নর্থের মত মানুষরা, তারা ভাবে এবং বিশ্বাস করে তারা ঠিক কাজটিই করছে। তাদের বিপক্ষ দল ওদের চোখে শত্রু। র‍্যানসমের সঙ্গে তুমি কথা বলো। বাজি ধরে বলতে পারি সে নিজেকে ভালো মানুষ বলে দাবি করবে আর আমাকে বানাবে খল নায়ক।' চুপ হয়ে গেল ডেভ।

মার্গ মাথাটা সামান্য কাত করে ওর কথা শুনছে, চোখ ঈষৎ বিস্ফারিত।

'শোনো, মার্গ, বহুদিন আগে, তখন বোধহয় তোমার জন্মও হয়নি, আমি ওদের একজন ছিলাম। ওরা আমাকে সেনাবাহিনী থেকে বের করে নিয়ে যায়...

না, মিথ্যা বললাম। ওরা আমাকে নিয়ে যায়নি। সত্য হলো, আমি নিজেই ওতে অংশ নিই। আমার কাছে কাজটা ঠিক বলে মনে হচ্ছিল। তখন অনেক কিছুই সঠিক বলে মনে হতো।' চোখ বুজল ডেভ। ওগুলো সুখস্মৃতি নয়, মনে করতে ভাল লাগছে না। 'যা হোক, ওরা আমাকে ভার্জিনিয়ার একটি জায়গায় পাঠিয়ে দেয়। ওখানে মাস কয়েক ছিলাম। ওখানে বিশেষ ট্রেনিং হয়েছে, বিশেষ অস্ত্র দেয়া হয়েছে। স্পেশাল ইন্টেলিজেন্স, স্পেশ্যার ওয়ার ফেয়ার। আমরা ভাবছিলাম ARVN বা দক্ষিণ ভিয়েতনামী সেনাবাহিনীর সঙ্গে আমাদের কাজ করতে হবে...'

'ভিয়েতনাম?' মার্গের চেহারার ভাব বদলে গেল।

'আমাকে ওখানে যুদ্ধ করতে হয়েছে, মার্গ।'

'অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?'

'খুবই বাজে অভিজ্ঞতা।' এক ঢোকে গ্লাসের বাকি ব্রান্ডিটুকু খালি করল ডেভ। কয়েক মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

'ডেভ?' সামনে ঝুঁকল মার্গ। ঢিলা পোশাকের ফাঁক দিয়ে ওর বুক দেখা যাচ্ছে। মার্গ ব্রা পরেনি...

এসব চিন্তা মাথা থেকে দূর করে দাও, বন্ধু।

'সরি, পুরানো স্মৃতিচারণ—' ফ্যাকাসে হাসল ডেভ। 'এনি ওয়ে, আমাকে বলা হলো ওরা আমাদেরকে ট্রেনিং দিচ্ছে, নানান কঠিন কাজ নাকি করতে হবে। আমরা সংখ্যায় ছিলাম শতাধিক। ক্যাম্প পিতে ট্রেনিং হচ্ছিল। ক্যাম্পটা বোধহয় এখনও ওখানে আছে। হাজার হাজার মানুষ ওই ক্যাম্পে ট্রেনিং নিয়েছে। গোপন যোদ্ধাদের পুরো একটা বাহিনী। এখন সবাই বাইরে। হয়তো তারা আর সরকারের পক্ষে কাজ করছে না। তবে সঠিক মানুষটিকে যদি চিনতে পার, ওদেরকে খুঁজেও পাবে। টাকা দিলে সবধরনের কাজ তারা করতে রাজি।'

ভুরু কোঁচকাল মার্গ। 'ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো না। সরকার করদাতাদের হত্যা করে না। ফাঁকটা অনেক বড়। তাছাড়া আমি বিশ্বাস করি না কেউ খোলাখুলি নির্দেশ...' থুতু ফেলল ডেভ। 'ওরা নির্দেশ দেয় না, ইঙ্গিত দেয়। বেকেটের লেখাটা পড়েছ? রাজা বলছেন, 'কে এই বিক্ষুব্ধ পাদ্রীর হাত থেকে আমাকে রক্ষা করবে?' তারপরই মেঝেয় গড়াগড়ি খেতে লাগল বিশপের লাশ।'

মাথা ঝাঁকাল মার্গ, কিন্তু ডেভের যুক্তি ওর মনঃপূত হয়নি।

'ঠিক আছে, বুঝলাম এটা সম্ভব। কিন্তু তোমার কাছে প্রমাণ আছে কোনও?'

'তা নেই। সত্যিকারের প্রমাণ। পুরো ব্যাপারটাই অনুমান নির্ভর—ওরা যেভাবে কথা বলে, যে ধরনের হাই-টেক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছে, যে কারও ফোন ট্যাপ করা তাদের পক্ষে কত সহজ, র‍্যানসম আমার আর্মি পারসোনেল জ্যাকেট পড়েছে। সে আমার সম্পর্কে সবই জানে। তারপর ধরো হ্যারি হ্যালিওয়েলের কথা। আমার বন্ধু হ্যারি, সে একটা কফির জগ দিয়ে আমার মাথার ঘিলু বের করে দিতে চেয়েছে। ও এক রাঘব-বোয়াল, সত্যিকারের পলিটিকাল ব্রেন-মেকার। র‍্যানসমের দলের সঙ্গে যদি ওর সম্পর্ক থাকে বুঝতে হবে এর সঙ্গে রুই-কাতলা আরও অনেকেই জড়িত।'

'কিন্তু এখনও ধোঁয়াশার মধ্যে আছি আমি... তোমার কি মনে হয় এর সঙ্গে ভিয়েতনামের ট্রেনিংয়ের কোন সম্পর্ক আছে?'

'হ্যাঁ। না। আসলে আমি জানি না। ওখানে কিছু একটা ঘটেছে। আমি ওটার মধ্যে ছিলাম। তবে শুধু আমি একা তো নই—আরও অনেকেই ছিল। ওরা যদি আমাদেরকে চুপ করিয়ে দিতে চাইত তাহলে আমাদের সবার পেছনে লাগতে হতো। তাছাড়া ওরা ব্যাপারটা গোপন রেখেছে—আরেকটা ষড়যন্ত্র। নীরবতার ষড়যন্ত্র। আর ঘটনাটা ঘটেছে বহু আগে। ওটার কোন অস্তিত্ব এখন নেই, কেউ ও নিয়ে ভাবছে বলেও মনে হয় না। কেউ বিষয়টি গ্রাহ্যও করেনি।'

'আচ্ছা... এমন কিছু কি ঘটেছে যা তুমি ভুলে গেছ?'

ডেভের গলার স্বর ঝপ করে নেমে গেল। ঘরঘরে কণ্ঠে বলল, 'ভুলে গেছি? না, কোন কিছু ভুলে যাইনি আমি।'

'তবু...'

'না, মার্গ। তুমি এসব জানতে চেয়ো না, আমিও তোমাকে বলতে চাই না। তবে বিশ্বাস করো, বর্তমানে যা ঘটছে তার সঙ্গে অতীতের কোন সম্পর্ক নেই। থাকতে পারে না।'

'আচ্ছা, বুঝলাম। কিন্তু এ লোকগুলো তাহলে কেন তোমাকে খুন করতে চাইছে?'

ডেভ ছাদের দিকে ঘুসি তুলল, 'আমারও তো সে একই প্রশ্ন। আমার ধারণা আমি কিছু দেখে ফেলেছি কিংবা শুনে ফেলেছি যা দেখা কিংবা শোনা আমার উচিত হয়নি। ইস্, যদি জানতে পারতাম ব্যাপারটা কী! তবে ব্যাপার যা-ই হোক, আমি নিশ্চিত, এর সঙ্গে জড়িত অত্যন্ত প্রভাবশালী কিছু মানুষ ভয়ে সিঁটিয়ে আছে।'

'ভয়ে সিঁটিয়ে আছে?' সিগারেটে জোরে টান দিল মার্গ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডেভ।

'হ্যাঁ। তারা ভয় পাচ্ছে আমি তাদের কথা জন-সমক্ষে ফাঁস করে দেব।

ভাবছে আমি যা জানি সব বলে দেব।'

'তোমার তা-ই ধারণা! ওরা নিজেদের পরিচয় ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে ভীত? এ জন্যই ওরা তোমাকে হত্যা করতে চাইছে?'

'হয়তো বা।

'তার মানে ওরা তোমার পিছু নিয়েছে এ ভয়ে যে তুমি ওদের কাভার ধ্বংস করে দিতে পার?'

আরেক ঢোক ব্রান্ডি পান করল ডেভ। শরীরটা উষ্ণ লাগছে। হাতের গ্লাস নামিয়ে রাখল টেবিলে। 'অদ্ভুত ব্যাপার কি জানো? অদ্ভুত ব্যাপার হলো ওরা আমাকে এর অংশ করতে চাইছে। এফবিআই আমার ওপর নজর রাখছে, কেউ আমার পুরানো সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স নতুন করে চালু করার চেষ্টা করছে।'

'যদি তা-ই হয় তাহলে ওরা তোমাকে মারতে চাইবে কেন?' নড়েচড়ে বসল মার্গ, এক পা তুলে দিল আরেক পায়ের ওপর। এক ঝলক ওর গোলাপি প্যান্টি দেখতে পেল ডেভ।

এটাও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ওরা হয়তো আমার ব্যাকগ্রাউন্ড পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছে আমি ওদের জন্য একটা দারুণ ঝুঁকি। ওরা যখন এ ব্যাপারটি আবিষ্কার করেছে ওই সময়ে হয়তো কেউ আমাকে এমন কিছু কথা বলেছে যা আমার শোনা উচিত হয়নি। আমি ঠিক জানি না। শুধু বলতে পারি পুরো ঘটনাটাই ঘটেছে গত কয়েকদিনের মধ্যে। কিংবা গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেও হতে পারে। বার্নিকে ভীষণ বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। সে ঘুমাতে পারেনি। র‍্যানসম এবং কার্লুচ্চি দাড়ি গোঁফ কামানোর সময় পায়নি। তারাও সারা রাত জেগে ছিল। তারা শুধু আমাকে ধরার চেষ্টা করেছে। তবে ওদের সুষ্ঠু কোন প্ল্যান ছিল না। এ কারণেই এখনও আমি বেঁচে আছি। র‍্যানসম অনভিজ্ঞ নয়। অপারেশনের বিস্তৃত পরিকল্পনার সুযোগ থাকলে ব্রেকফাস্টের আগেই আমাকে দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নিতে হতো।'

সমবেদনার দৃষ্টিতে র‍্যানসমের দিকে তাকাল মার্গ। খালি গ্লাস দেখিয়ে জানতে চাইল, 'আরেকটা ড্রিংক নেবে?'

'না।'

'তো গত কয়েকদিনে তুমি কী করেছ? কী দেখেছ? কার কার সঙ্গে কথা বলেছ?'

'মার্গ, আমি এ বিষয়টি নিয়ে অনেক চিন্তা করেছি। কিন্তু গত কয়েকদিনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু করেছি বলে মনে পড়ছে না। সাপ্তাহিক ছুটি আমি কাটিয়েছি স্কটি এবং অলিভিয়া থ্যাচারের সঙ্গে, লং আইল্যান্ডে। রোববার রাতে আমি হেলেনকে প্লেনে তুলে দিতে এয়ারপোর্টে যাই। সে...'

'হেলেন?'

'আমার স্ত্রী।'

'তোমার স্ত্রী।'

'তুমি তোমার বিয়ের আংটি খুলে ফেলেছ। মনে আছে, বন্ধু?

'আ...ইয়ে, সে ক্যালিফোর্নিয়া গিয়েছিল তার কলেজ জীবনের পুরানো এক বন্ধুর বিয়েতে। সোম, মঙ্গল এবং বৃহস্পতিবার আমি অফিস করেছি। রুটিন কাজগুলো করেছি। মীটিং কনফারেন্স, কাগজপত্র রিভিউ, সিদ্ধান্ত প্রদান ফোন টোনগুলো ব্যাক করা। সবই রুটিন মাফিক কাজ ছিল শুধু বুধবার লং আইল্যান্ডে গিয়েছিলাম একটি মীটিংয়ে। সোমবার রাতে জাপান থেকে আসা ক'জন ভিজিটরকে আপ্যায়ন করতে হয়েছে।'

'এক মিনিট,' সিধে হলো মার্গ, বেরিয়ে গেল লিভিংরুম থেকে। অ্যাশট্রেতে ওর আধখাওয়া সিগারেট। ডেভ ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে ওদিকে তাকাল। হাত বাড়িয়েও থেমে গেল ভেতরের অপরাধবোধের কারণে। আবার হাত বাড়াল অপরাধবোধের বৃদ্ধিমাত্রা নিয়েই।

শূন্যে ধোঁয়ার মেঘ ঝুলে আছে। ডেভের মুখের ভেতরটা ভরে গেছে লালায়। ও সিগারেট পান করতে না পারার কষ্টটা সয়ে রইল। এমন সময় আবার ঘরে ঢুকল মার্গ।

মার্গ নীল জিন্স পরেছে। কোলে লম্বা পশমঅলা মোটাসোটা একটি বেড়াল। একটু আগে মার্গ ডেভের পাশে সোফায় বাঁকা হয়ে বসেছিল। এবারে সে একটা আরামকেদারা দখল করল, ডেভের কাছ থেকে সতর্ক দূরত্ব বজায় রেখে। ওদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে সস্তা কাচের কফি টেবিল।

'সুন্দর বেড়াল,' বলল ডেভ, ওর হঠাৎ অস্বস্তি লেগে উঠল।

'কী নাম ওর?'

'টিটো। কলোরাডো থেকে নিয়ে এসেছি।'

'টিটো?'

'আমার বড় বোনের বিয়ে হয়েছে একটি একান্নবর্তী পরিবারে। এবারের গরমের ছুটিতে ওদের খামার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। গৃহস্বামী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুগোশ্লাভ দেশ প্রেমিকদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। তিনিই আমাকে এ বেড়ালটি দিয়েছেন। টিটো নামটিও তাঁরই দেয়া।'

মেঝেতে জানোয়ারটাকে নামিয়ে রাখল মার্গ।

ডেভ হাত বাড়াল ওটাকে আদর করার জন্য। হিসিয়ে উঠল বেড়াল। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে এক লাফে সরে গেল ওর নাগালের বাইরে।

'সাবধান—আমি মাত্র সেদিন ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছি,' বলল

মার্গ। 'এখনও অপারেশনের ধকল সামলে উঠতে পারেনি।'

'ও, আচ্ছা। তার মানে...'

তার মানে, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে, নয় কী?

ডেভের শরীরের রক্ত জমাট বাঁধল।

আরে এই তো। কারণটা তো তোমার নাকের ডগায়। নিশ্চয় ওটাই একমাত্র কারণ, বন্ধু। অন্য কোন কারণ থাকতেই পারে না।

না, এ অসম্ভব।

'কী হলো?' মার্গের গলায় উৎকণ্ঠা।

ডেভ ব্রান্ডি ভরা হাতের গ্লাসটার দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে আছে। এক ঢোকে পানীয়টা গিলে ফেলল ও, সিধে হলো। তারপর হাত থেকে ফেলে দিল গ্লাস। মেঝেয় পড়ে শতধা বিভক্ত হলো কাচের গ্লাস।

অধ্যায় ৩০

ডেভিড এলিয়ট লং আইল্যান্ড এক্সপ্রেস ওয়ে ধরে পুবে চলেছে। গ্রেট নেক পার হয়ে এসেছে ও। ওদিকে গ্রেগের বাড়ি। গ্রেগের পোশাক এ মুহূর্তে পরে আছে ও।

হাতের তালু বুলাল ডেভ সদ্য প্রায় কামানো মসৃণ মাথায়। মার্গ গাড়ি ভাড়া করতে গেছে ওই সময় কাঁচি দিয়ে ঘ্যাচ ঘ্যাঁচ করে চুল ছেঁটেছে ও, তারপর অর্ধেক কামানো মাথার চুলে সোনালি রঙ করেছে। নতুন চুলের স্টাইলে ওর চেহারাটাই গেছে বদলে। সহজে ওকে চেনার জো নেই। ট্রাইবোরো ব্রিজে র‍্যানসমের পাহারাদাররা যদি থেকেও থাকে, ওকে নিশ্চয় লক্ষ করেনি।

ডেভ মার্গের রেন্ট-এ-কার থেকে আনা ভাড়া করা গাড়িটি নিয়ে ভেগে পড়েছে। মার্গ অফিসে, সে সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে ও। মার্গ বাথরুমে গোসল করার সময় ডেভ দ্বিতীয়বার মেয়েটির ওয়ালেট খালি করেছে। মার্গের কাছে ওর পুরানো টাইপ রাইটারে একটি চিঠি লিখে রেখে এসেছে ডেভ।

প্রিয় মার্গ,

কাজটা করার জন্য দুঃখিত। কিন্তু এ ছাড়া আমার উপায় ছিল না। আমি এখানে এসেছিলাম লুকিয়ে থাকতে। ভেবেছি ক'টা দিন তোমার সোফায় শুয়ে ঘুমাব। তারপর পরিস্থিতি বুঝে কেটে পড়ব। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি তোমাকে আসলে আমি বিপদে ঠেলে দিয়েছি।

আমার ঘড়িটি রেখে গেলাম। এটি একটি সলিড গোল্ড রোলেক্স। ১৫ থেকে ২০ হাজার ডলারে ঘড়িটি বিক্রি করতে পারবে। এটাকে বিক্রি করে দিতে পার আবার বন্ধকও রাখতে পার। টাকাটা নিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ো। বেড়ালটাকে সঙ্গে নিয়ে প্রথম যে প্লেনটি পাবে তাতেই চড়ে বসবে। যদি বাড়ি না ছাড়ো, ওরা তোমার ক্ষতি করতে পারে। কলোরাডোতে তোমার আত্মীয়ের খামার বাড়িতে চলে যাও। আমি তোমার অ্যাড্রেস বুক থেকে ঠিকানা টুকে নিয়েছি। যদি বেঁচে থাকি, এ ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে তোমার সঙ্গে ওখানে দেখা করব।

'এখন প্লিজ, একটা ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে তোমার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে

পড়ো। ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করবে না। তাহলে ওরা জেনে ফেলবে তুমি কোথায় আছ। তোমাকে পালাতেই হবে, মার্গ। আমাকে বিশ্বাস করো আমি মিথ্যা কথা বলছি না।

তোমার টাকা চুরি করার জন্য আবারও দুঃখপ্রকাশ করছি। তবে ঘড়িটি বিক্রি করলে আমার দেনা শোধ হয়ে যাবে। মার্গ, প্লিজ, যা বলছি করো। দেরি না করে কেটে পড়ো।

ডেভ

একটা কথা ডেভ অবশ্য চিঠিতে উল্লেখ করেনি ও মার্গকে ভয় পাচ্ছিল। ভয় পাচ্ছিল এ ভেবে যে ও পালিয়ে না এলে নানান প্রশ্নে মার্গ ব্যতিব্যস্ত করে তুলত ডেভকে, এবং তারচেয়েও খারাপ ব্যাপার সে ডেভের সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে চাইত। মার্গ যে কিছু জানে না এটাই বরং ভালো। না জানাটাই ওর জন্য আত্মরক্ষার কাজ করবে।

ওডো মিটারে তাকাল ডেভ। গাড়িটি কমদামী। কোরিয়ার তৈরি। তবে নতুন জিনিস। ২৪৭ মাইল রাস্তা পার হয়েছে ও। আরও মাইল ত্রিশেক রাস্তা যেতে হবে।

রেডিওতে সংবাদ পাঠক জানাল এখন প্রধান খবরগুলো প্রচার করা হচ্ছে। ডেভ বাড়িয়ে দিল ভল্যুম। 'এ মুহূর্তে গোটা শহরজুড়ে ম্যানহান্ট অপারেশন শুরু হয়েছে ডেভিড পেরী এলিয়ট নামে এক খুনীর বিরুদ্ধে। সে নিউইয়র্কের ব্যবসায়ী বার্নার্ড জে লেভিকে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। লেভি মাল্টি-বিলিয়ন ডলারের কোম্পানি সেনটেরেক্সের প্রেসিডেন্ট। আজ সন্ধ্যায় লেভিকে তাঁর পার্ক এভিন্যুর পঁয়তাল্লিশ তলা অফিসের জানালা থেকে ঠেলে নীচে ফেলে দেয়া হয়। পুলিশের সন্দেহের তীর এলিয়টের দিকে। সম্প্রতি এলিয়টের আর্থিক কেলেংকারী নিয়ে লেভি প্রশ্ন তুলেছিলেন। প্রতিহিংসার বশে এলিয়ট লেভিকে হত্যা করেছে বলে পুলিশের ধারণা।

'কর্তৃপক্ষের আরও সন্দেহ এলিয়ট পুলিশ কর্মকর্তা উইলিয়াম হাচিনসনের ওপর হামলা চালিয়ে তার ইউনিফর্ম এবং গাড়ি চুরি করে। এলিয়ট একজন শ্বেতাঙ্গ, লম্বা ৬ ফুট ১ ইঞ্চি, ওজন ১৭০ পাউন্ড, মাথায় হালকা বাদামী চুল, সুঠাম শরীর। সে সশস্ত্র এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক। বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায় এমন কাউকে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানাতে অনুরোধ করেছেন কর্তৃপক্ষ। আজকের অন্যান্য খবর হলো...

ভলিউম কমিয়ে দিল ডেভ।

সামনে একটি রোড সাইন ফুটে উঠল—PATCHOGUE 24 MILES। ওর এক্সিট।

ওখানে গত পরশু মাত্র গিয়েছিল ডেভ। শোফার-চালিত লিমোজিনে এসেছিল ও। সেনটেরেক্সের নির্বাহীদের জন্য চারটে লিমুজিন সবসময় রেডি থাকে। ওটা ছিল সেগুলোর একটি। দুপুরের জ্যাম ঠেলে সেনটেরেক্সের অফিস থেকে লকইয়ার ল্যাবরেটরিজে পৌঁছুতে প্রায় দু ঘণ্টা সময় লেগে গিয়েছিল।

এক্সিকিউটিভদের জীবনে বিভাগীয় ফ্যাসিলিটিজ ট্যুর বিড়ম্বনা ছাড়া কিছু নয়। কর্পোরেট প্রাসাদ থেকে একজন ভিজিটিং প্রিন্স যখন তার কোন কোম্পানির বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতে যায়, রিসেপশন এলাকায় মুখে আড়স্ট হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে প্ল্যান্ট ম্যানেজার। এই ম্যানেজার ভ্রমণ-ক্লান্ত ভিজিটরকে নিয়ে যায় সাবান পানি দিয়ে সদ্য ঘষে পরিষ্কার করা কনফারেন্স রুমে। সে তার অতিথিকে বিস্বাদ স্বাদের এক কাপ কফি অফার করে। সৌজন্যের খাতিরে সে কফিতে চুমুক দিতে হয় ভিজিটরকে। একটু পরেই বিভাগীয় সবচেয়ে সিনিয়র চার/পাঁচজন অফিসার দল বেঁধে ঢুকে পড়ে ঘরে। আজ তাদের শার্ট ফর্সা, কলারের বোতাম আটকানো, শক্তভাবে বাঁধা টাইয়ের নট। অতিথি এদেরকে দেখে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, তাদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে এবং অফিসারদের নাম মনে করার ব্যর্থ চেষ্টা করে। লোকাল ম্যানেজার কনফারেন্স টেবিলের মাথায় হেঁটে যায়, প্রজেকশন স্ক্রীনে হাত বুলিয়ে সামনে রাখা একটি প্রজেক্টরের দিকে ঘুরে তাকায়। ম্যানেজার তার কোম্পানির কাজের ধরন সম্পর্কে কিছু ভাষণ দেয়। তার বক্তৃতা শোনার জন্য ভিজিটর চেহারায় কৌতূহল ফোটালেও আসলে সে আগ্রহ বোধ করে না। কেউ ঘরের বাতির আলো কমিয়ে দেয়। এতে ভিজিটরের সুবিধেই হয়। কারণ কষ্ট করে চেহারায় আর কৌতূহলি ভাব ফুটিয়ে রাখতে হয় না। ম্যানেজার জানায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এ কোম্পানির সৃষ্টি। এক অভিবাসী ঝালাইকরের জ্যেষ্ঠপুত্র কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। চল্লিশ বছরের ক্রমাগত বৃদ্ধির সচিত্র বিবরণ দেখানো হয় পর্দায়, প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত চার্ট ছোট অক্ষরে, সন্তুষ্ট খদ্দেরদেব উচ্চাকাঙ্ক্ষী গ্রোথ প্ল্যানের পূর্বাভাসের আরও ছবি ফুটে ওঠে পর্দায়—চাকরিরতদের সুখি কোন পরিবার। তারা প্রেস্টিজিয়াস কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে পেরে ধন্য। ভিজিটর পুরো সময়টা বসে থাকে নীরবে। হয় সে ব্যাপারটা উপভোগ করে কিংবা এই ফাঁকে ঘুমিয়ে নেয় অথবা দু'একটি বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন সাজাতে থাকে মনে মনে।

'আপনার যদি আর কোন প্রশ্ন না থাকে তাহলে ওয়াকিং ট্যুরের আগে ছোট একটা ব্রেক নেয়া যায়,' প্ল্যান্ট ম্যানেজার বলেছিল ডেভকে।

লকইয়ার ল্যাবরেটরিজ একটি বায়োলজিক্যাল প্রতিষ্ঠান। এখানে আসার কোন ইচ্ছেই ছিল না ডেভের। কিন্তু বার্নি ওকে একরকম জোর করেই এখানে পাঠিয়েছেন।

ওয়াশরুমে হাতমুখ ধুয়ে হন্টন ট্যুর শুরু করল ওরা। ঘুরে দেখল প্রশাসনিক ভবন, কম্পিউটার সেন্টার, এক নাম্বার ল্যাবে ক্রোমের চোখ ঝলসানো যন্ত্রপাতি নিয়ে লোকজন কী যেন কাজ করছিল; দুই নাম্বার গবেষণাগারে সার সার খাঁচা বন্দি গোলাপি চোখের সাদা ইঁদুর; তিন নাম্বার ল্যাবে এত ঠাণ্ডা যে ডেভের নিঃশ্বাস জমে যাওয়ার জোগাড়; চার নাম্বার ল্যাবে লোকজন বেড়াল ধরে কাটা ছেঁড়া করছে; পাঁচ নাম্বার ল্যাব...

RESTRICTED
VOICEPRINT ACCESS ONLY
PROTECTIVE WEAR MANDATORY

এ হলো পাঁচ নাম্বার ল্যাব। তবে আজ এ ল্যাব ঘুরিয়ে দেখার সময় বোধহয় হবে না...'

ঈশ্বর বাঁচিয়েছে!

'...কারণ আপনাকে সুট-ট্যুট পরতে হবে...'

ল্যাব ফাইভের দরজা খুলে গেল ঝড়াং করে। বরফ সাদা 'স্পেসসুট' পরা প্রকাণ্ডদেহী একটা লোক বেরিয়ে এল ঘর থেকে। কাউমাউ করে উঠল, 'শালার ওই খাঁচাটা বন্ধ করো!' লোকটার বুকের ওপর বাদামী পশমের একটা বল মোচড় খাচ্ছে। লোকটা হোঁচট খেল। বাদামী জিনিসটা লাফ মারল। রিফ্লেক্সের বশে হাত বাড়িয়ে চট করে ওটাকে ধরে ফেলল ডেভ। সাথে সাথে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল হাতে। ওটা একটা বানর, ছোট, লালচে-বাদামী বানর। লম্বা শ্বদন্ত দিয়ে ডেভের বাঁ হাতে কামড় দিয়েছে।

কয়েক সেকেন্ড কেউ বুঝতে পারল না কী ঘটেছে। তারপর একসঙ্গে কয়েকজন ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল। 'দুঃখিত। ছোটখাট দুর্ঘটনা। এরকমটি এর আগে কখনও ঘটেনি।' তারপর ওরা ডেভকে মেডিকেলে নিয়ে গেল। একজন নার্স ডেভের হাতের ক্ষতটা পরিষ্কার করল, আঠালো অ্যান্টিসেপটিক দিল, শেষে ব্যান্ডেজ বাঁধল।

'এবার আপনার একটা ব্লাড স্যাম্পল নেব, মি. এলিয়ট। না, ঘাবড়ানোর কিছু নেই। র‍্যাবিস কিংবা ওরকম কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে 'সরি' হওয়ার চেয়ে 'সেফ' থাকা অনেক উত্তম। লকইয়ার ল্যাবরেটরিজে এটা হলো আমাদের প্রথম সবক। বেটার সেফ দ্যান সরি। আর প্রিভেনশনটাও জরুরি। এ কথাটাও আমরা সবসময় বলে থাকি।'

রক্তের নমুনা।

হুঁ, আমি এখন জানি র‍্যানসম কোত্থেকে ওটা পেয়েছে।

আর পেইন্টিং

কীসের পেইন্টিং?

লকইয়ার না কী যেন অদ্ভুত নাম লোকটার, যে কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠা করেছিল, তার ছবি।

মনে পড়ল ডেভের। কনফারেন্স কক্ষে লকইয়ারের একটি তৈলচিত্র ঝুলছিল। ওদিকে মাত্র এক ঝলক তাকিয়েছে ডেভ। তবে...ওটার মধ্যে কিছু একটা যেন ছিল। এক বুড়ো মানুষের ছবি। ৬১/৬২ বছর বয়স। কিন্তু তাতে বেখাপ্পা ব্যাপারটা কী ছিল? মানুষটার পরনে ছিল ইউনিফর্ম। আর্মি ইউনিফর্ম। বায়োটেকনোলজি রিসার্চ ল্যাবরেটরির প্রতিষ্ঠাতা কেন সেনাবাহিনীর উর্দি পরে ছবির জন্য পোজ দেবেন?

আর ইউনিফর্মটি সাম্প্রতিক সময়েরও নয়, আর্মিতে কাজ করার সময় ডেভ কাউকে ওরকম ইউনিফর্ম পরতে দেখেনি। লকইয়ারের পরনে ছিল আইজেন হাওয়ার জ্যাকেট, হাস্যকর রকমের ছোট কালো টাই এবং মাথায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার গ্যারিসন টুপি।

লকইয়ার কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। সম্পত্তি নিয়ে কী সব ঝামেলা হচ্ছিল। তাই কোম্পানিটি বিক্রি করে দেয়া হচ্ছে। ডেভকে পাঠানো হয়েছিল দর কষাকষি করতে।

প্রধান নির্বাহী এবং কোম্পানি প্রতিষ্ঠাতারা তাঁদের অফিশিয়াল ছবিতে নীল পিন স্ট্রাইপের সুট পরে পোজ দেন। তাঁদের পরনে থাকে সাদা শার্ট, কালো টাই, কখনও বা ভেস্ট। তবে লকইয়ার তা করেননি। তিনি চল্লিশ বছরের পুরানো মিলিটারি পোশাক পরে ছবি তুলেছেন।

অদ্ভুত।

সত্যি অদ্ভুত।

অধ্যায় ৩১

Patchogue এক্সিটে পৌছে ডেভ বামে, সাগর অভিমুখে মোড় নিল। কয়েক মিনিট পরে আবার পুবে ঘুরল।

এদিকে ফার্ম ল্যান্ড, ঢেউ খেলানো তৃণভূমি, আর আলুর মাঠের ছড়াছড়ি। মাঝে মাঝে গাছের বিক্ষিপ্ত সারি চোখে পড়ে। রাস্তায় ডেভের রেন্টাল কার ছাড়া অন্য কোন গাড়ি নেই, শুধু ওর গাড়ির হেডলাইটের আলো দেখা যাচ্ছে, আর কোন আলো নেই। ডান চোখটা বুজল ডেভ, মুদে রইল।

রাতের বেলা গাড়ি চালাতে অস্বস্তি বোধ করে ডেভ। অন্ধকারে গাছপালার চেহারা কেমন গা ছমছমে মনে হয়। দিনের বেলা গাছের সবুজ পাতা কত উষ্ণ লাগে অথচ রাতে, গাড়ির হেডলাইটের আলোয় কেমন বর্ণহীন, মরা মরা দেখায়। পাতার ফ্যাকাশে রঙ মরা মানুষের কথা মনে করিয়ে দেয় ডেভকে।

ডানে মোড় নিল ডেভ। আবার সাগরের দিকে গাড়ি চালাচ্ছে। আকাশে চাঁদ নেই। এতে বরং ওর সুবিধেই হবে।

ওই যে ওটা। লম্বা তারের জালির বেড়া, মাথায় খুরের মত ধারাল তার বসানো। একটা গেট, সঙ্গে পাহারাদারের কুটির। ছোট একটি সাইনবোর্ড ঝুলছে গেটে :

Lockyear Laboratories, Inc.
Employees Show ID
Visitors Must Register Before Entering

ডেভ গেট পার হয়ে গেল, স্বাভাবিক গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। পাহারাদারের ঘর খালি, কোন ওয়াচারও চোখে পড়ল না।

এটা কি সম্ভব যে র‍্যানসম তার কোন লোককে এখানে পাহারায় বসাতে ভুলে গেছে?

না, এ ভুল সে করবে না।

নাকি ডেভ ভুল করেছে, লকইয়ারে কোন রহস্য নেই?

উঁহু, এটাও হতে পারে না।

লকইয়ারের সীমান্ত বেড়া পার হয়ে মাইলখানেক সামনে এগোল ডেভ।

তারপর থামাল গাড়ি। খুলল ডান চোখ। অন্ধকারে সয়ে এসেছে দৃষ্টি। এটি ইনফ্যান্ট্রির পুরানো একটি কৌশল—ফ্লোয়ার যখন জ্বলবে তখন একটা চোখ বুজে থাকবে। আবার সব অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পরে তুমি তোমার শত্রুর চেয়ে চোখে ভালো দেখতে পাবে।

স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে বসে গ্রেগের ঢিলা জামাকাপড় থেকে নিজেকে মুক্ত করল ডেভ। গায়ে চাপাল পুলিশের ইউনিফর্ম। গাঢ় নীল ট্রাউজার্স, নীল ব্লাউজ, রাতের রঙ।

আরেকটা জিনিস বাকি রয়ে গেছে। গাড়ির ভেতরের বাতি।

পিস্তলের বাড়ি মেরে বাল্ব ভেঙে ফেলল ডেভ। তারপর খুলল গাড়ির দরজা। রাস্তার পাশ থেকে এক মুঠো ভেজা কাদামাটি নিয়ে মুখ, হাত আর সদ্য কামানো মাথার টাকে মাখল। কালো করে তুলল চেহারা।

ফিরে এসে গাড়ির হেডলাইট অফ করল। বাতি নেভানো গাড়ি নিয়ে ধীর গতিতে চলল লকইয়ার ল্যাবে। ল্যাবের একশো গজ দূরে থাকতে ইগনিশন সুইচ বন্ধ করে দিল ডেভ, প্রপার্টির দক্ষিণ সীমান্তে দাঁড় করাল গাড়ি।

লং আইল্যান্ডে গাড়ি চালানোর সময় ডেভ গবেষণাগারের কাঠামো মনে করার চেষ্টা করেছে। আধ মাইল বিস্তৃত জমিন নিয়ে গড়ে উঠেছে ল্যাব, অফিস কমপ্লেক্সটি ঠিক মাঝখানে। জমিন বেশিরভাগ সমতল, শুধু দক্ষিণ দিকে মূল ভবনে সামান্য উঁচু হয়ে আছে। অনেক গাছপালা চারপাশে, প্রায় জঙ্গলের মত, ঘিরে রেখেছে বাইরের চৌহদ্দি, বেড়াসহ।

র‍্যানসমের লোকজন যদি পাহারা দেয়, দৃষ্টির আড়ালে, গাছের ছায়ায় থাকবে তারা।

জুতো খুলে ফেলল ডেভ। ও যে কাজ করতে যাচ্ছে তাতে পায়ে জুতো থাকলে চলবে না। চামড়ার সোল ঘাসে পিছলে যাবে, লিনোলিয়ামের মেঝেতে তুলবে উচ্চরিত আওয়াজ।

মার্গের বাথরুম থেকে ও একজোড়া চকোলেট বাদামী রঙের হাত মোছার তোয়ালে নিয়ে এসেছিল। তোয়ালে জোড়া দু'পায়ে পেচাল ডেভ। হাঁটতে অসুবিধে হবে তবু কাজ তো চলবে।

রাস্তায় পা বাড়াল ডেভ।

ওয়াচারটাকে দেখতে পেল ও। ত্রিশ হাত সামনে, একটি নিচু, চাইনিজ এলম গাছের নিচে উবু হয়ে বসে আছে। লোকটা সিগারেট ধরানোর জন্য লাইটার না জ্বালালে ডেভ ওকে দেখতে পেত না।

পৃথিবীতে ডিসিপ্লিন বলে কিছু নেই। রাতের বেলা পাহারার সময় কাউকে সিগারেট খেতে দেখলে পিটিয়ে তার ছাল ছাড়াতেন মাম্বা জ্যাক।

ডেভ তার পিস্তলের মায্‌ল চেপে ধরল লোকটার কানের পেছনে, ফিসফিসিয়ে বলল, 'সারপ্রাইজ।'

দারুণ চমকে উঠল লোকটা, গুঙিয়ে উঠে হাত থেকে ফেলে দিল অস্ত্র।

'ক'জন?' ফিসফিস করে জানতে চাইল ডেভ।

'আহ্...'

'শোনো, মাথামোটা। আমার হারানোর কিছু নেই। আমি যদি তোমার ঘিলু দিয়ে জমিনে ছবি আঁকি, ওরা আমার কিছুই করতে পারবে না। এর আগেও পারেনি। কাজেই বলো তোমরা ক'জন আছ পাহারায়?'

'ম্যান, আপনি এখানে হানা দিতে পারেন তা কেউ কল্পনাও করবে না।'

'আমি তিন গুণব, এক...'

'পাঁচজন, ম্যান, পাঁচজন। দু'জন এদিকে, দু'জন ওধারে। বাকিজন বিল্ডিংয়ের ভেতরে।'

'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না।'

'আমি মিথ্যা বলছি না, ম্যান। খোদার কসম। মিথ্যা বলে...'

লোকটাকে গুলি করার জন্য হাত নিশপিশ করছে ডেভের। ওদের গুলি খেয়ে মরে যাওয়াই উচিত। ওরা ওকে খুন করার চেষ্টা করেছে। ওরা এর মধ্যে টেনে নিয়ে এসেছে ওর পুত্র, স্ত্রী এবং অ্যানিকে। মিথ্যা কথা বলে ডেভের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরকে শত্রু বানিয়েছে। এবং সবচেয়ে জঘন্য কাজ হলো মার্গ কোহেনের সঙ্গে ওরা অত্যন্ত অশ্লীল আচরণ করেছে। কাজেই মৃত্যুই ওদের একমাত্র পাওনা। প্রত্যেকের। এটাকে দিয়েই শুরু করা যায়।

তবে লোকটাকে মারল না ডেভ। শুধু পিস্তল দিয়ে এমন বাড়ি কষাল যে আগামী কয়েক দিন লোকটার ঠিকানা হবে হাসপাতাল। উত্তরে, শ গজ দূরে আরেকজনেরও একই দশা করল সে। এ লোকটার কাছে জানতে চাইল আর ক'জন গার্ড আছে। লোকটা বলতে গড়িমসি করছিল বলে ডেভ পিস্তলের বাড়িতে ব্যাটার গোড়ালির হাড় কয়েক টুকরো করে ফেলল।

প্রথম লোকটা মিথ্যা বলেনি। প্রপার্টির দক্ষিণ দিকে দু'জন মাত্র গার্ড ছিল। দু'জনকেই সহজেই কুপোকাৎ করল ডেভ। আগামী কয়েক মাস ওরা ক্রাচ ছাড়া হাঁটতে পারবে না।

বিল্ডিং কমপ্লেক্সের পেছনে, পশ্চিম দিকটায় তীক্ষ্ণ নজর বুলাল ডেভ। ওদিকে কেউ নেই।

দক্ষিণের জমিন ঢালু হয়ে নেমে গেছে নীচের দিকে।

ডেভ কুঁজো হয়ে ওদিকে ছুটল। পেছনের প্রবেশপথ থেকে একশো হাত দূরে, মাটিতে শুয়ে পড়ল ও। বুকে হেঁটে পার হলো বাকি পথ।

বিল্ডিংয়ে মাত্র একজন লোক? লোকটা তো তা-ই বলেছিল। হয়তো সত্যি বলেছে কিংবা মিথ্যা। সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের একটাই মাত্র উপায় আছে।

ডেভ ডোর নবে হাত রাখল। মোচড় খেল ডোর নব।

তালা মারা নেই। অশুভ সংকেত।

তবে ভেতরে ওর জন্য আরও খারাপ কিছু অপেক্ষা করছিল।

অধ্যায় ৩২

লকইয়ার ল্যাবরেটরিজ খালি। সব কিছু শূন্য। ওরা আসবাবপত্র, ল্যাব বেঞ্চ, ইকুইপমেন্ট এবং দেয়ালের ছবিগুলোও নিয়ে গেছে। এমনকী লাইট ফিকশ্চারগুলো পর্যন্ত সরিয়ে ফেলেছে। লকইয়ার ল্যাবরেটরিজ পরিণত হয়েছে শূন্য একটি খোলায়।

পায়ে বাঁধা তোয়ালে খুলে ফেলল ডেভ। নগ্ন করিডরে নিশব্দ পায়ে হাঁটল, রিসার্চ ল্যাবে ঢোকার রাস্তা মনে করার চেষ্টা করছে।

গোটাভবনে জীবাণুনাশক ছড়ানো হয়েছে। প্রতিটি রুম, অফিস, হলওয়ের প্রতিটি অংশ থেকে ব্যাকটেরিসাইডের গন্ধ আসছে। মেঝের দু'একটা জায়গা এখনও ভেজা ভেজা। ডেভ হাত দিয়ে স্পর্শ করল মেঝে, গন্ধ শুঁকল। তীব্র গন্ধ।

পরশুদিনের কথা মনে করল ডেভ। ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল একটি মেনস রুমের পাশ দিয়ে, তারপর একটি ঝর্ণার পাশ কাটিয়েছে ওরা, মহিলাদের ঘর পার হয়ে ঢুকেছে এমপ্লয়ি লাউঞ্জে। গবেষণাগারগুলো, এক থেকে পাঁচ—লাউঞ্জের বামে, একটি লম্বা হলওয়েতে।

ওই তো টয়লেট, লাউঞ্জ। তারপর...

মেঝেয় জুতোর হিলের শব্দ উঠল খট্ করে। কেউ হলঘর ধরে, যেদিকটাতে ল্যাবরেটরি, ওদিক থেকে আসছে।

ডেভ চট করে কিনারে লুকিয়ে পড়ল। হাতে উদ্যত পিস্তল।

জানালা দিয়ে আসা আবছা আলোয় ঘরের সবকিছু প্রায় অস্পষ্ট।

পায়ের আওয়াজ করিডরের মাথায় এসে পৌঁছল, থেমে গেল। আবার শুরু হলো, এবারে ডেভের দিকে এগিয়ে আসছে। ট্রিগারে ডেভের আঙুল চেপে বসল, দুহাতে শক্ত করে ধরেছে অস্ত্র। এখান থেকে গুলি করে টার্গেটের বুক ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারবে ও। আগন্তুকের অপেক্ষায় রইল সে।

লোকটা জানালার ধারে, ডেভের দৃষ্টিসীমার মধ্যে চলে এসেছে। পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি হবে উচ্চতায়, হালকা-পাতলা শরীর। হাতে একটি MI6 AI অ্যাসল্ট

রাইফেল। মাথায় বেসবল ক্যাপ। ক্যাপের নিচে লম্বা চুল ছড়িয়ে আছে পিঠ জুড়ে। লোক নয়, মহিলা।

১৯৯১ সালে ইরাক যুদ্ধের সময় সেনটেরেক্স অফিস হোক বা অন্য কোথাও-আলোচনার অন্যতম বিষয়বস্তু ছিল হাতাহাতিতে নারীদের অংশগ্রহণ। মেয়েদের কি যুদ্ধ করা উচিত? তাদের কি হত্যা করা উচিত? নারী যদি পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে তাহলে তার প্রভাব কী হবে? শত্রুরা কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবে? ডেভিড এলিয়ট কোন মতামত দিতে যেত না, ওসব আলোচনায় অংশও নিত না, বরং প্রসঙ্গ বদলানোর চেষ্টা করত। ভিয়েতকংয়ের অভিজ্ঞতা ওকে শিখিয়েছে নারী সৈনিকরা পুরুষদের চেয়ে কোন অংশে কম ভয়ংকর নয়। ওর চেনাজানা কোন মহিলা সৈনিককে কোনদিন কোন শত্রুকে গুলি করতে এক সেকেন্ডও দ্বিধাগ্রস্ত হতে দেখেনি ডেভ।

মহিলা ঘুরল না। হলওয়েতে পায়চারি করতে করতে চলে গেল। একঘেয়ে দায়িত্ব পালন করতে করতে বিরক্ত। মহিলা গার্ডের পায়ের শব্দ ম্লান হয়ে এল। চলে গেল সে।

ডেভ হলঘরে পা বাড়াল, ল্যাবরেটরি করিডরে মোড় নিল। এক নাম্বার ল্যাবরেটরির পাশ কাটাল। ভবনের অন্যান্য কক্ষের মত এ রুম থেকেও সবকিছু ঝেড়ে পুঁছে বের করে নেয়া হয়েছে।

দুই নাম্বার ল্যাবেরও একই দশা। ল্যাব তিন এবং চারের অবস্থাও তথৈবচ।

ল্যাব পাঁচ।

এটার দরজাটাও নেই। ওরা ল্যাব থেকে শুধু ফার্নিচার আর ফিকশ্চারই সরিয়ে নেয়নি দরজাটা পর্যন্ত খুলে নিয়ে গেছে। আর ভেতরে...

লিনোলিয়ামের মেঝে খুঁড়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হয়েছে। ছাদে কোন টাইলস নেই। ওরা ফ্লেম গান দিয়ে দেয়াল, সিলিং এবং কংক্রিটের মেঝেতে হামলা চালিয়েছে। প্রতিটি ইঞ্চি, প্লাস্টার, কংক্রিট এবং ইস্পাত পুড়িয়ে দিয়েছে আগুনে। পাঁচ নাম্বার ল্যাবে একটা মশা, মাছি কিংবা কোনও জীবাণু পর্যন্ত বেঁচে নেই।

সামনের দিকে হোঁচট খেল ডেভিড এলিয়ট, হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। ওই দিন দ্বিতীয়বারের মত হড়হড় করে বমি করে ফেলল ও।

অধ্যায় ৩৩

ফ্রি ওয়ে এক্সিটে একটি সাইনবোর্ড চোখে পড়ল ডেভের : GAS, FOOD, LODGING।

গ্যাস স্টেশনটি রাস্তার ঠিক মাথায়। সারা রাত খোলা থাকে এ দোকান। দুটো পে ফোন দেখা গেল। ডেভ গাড়ি ঘোরাল, অফ করে দিল ইগনিশন, বেরিয়ে পড়ল গাড়ি থেকে।

একটা ফোন তুলে নিল ও, মার্গের নাম্বারে ডায়াল করল। রিং-এর জন্য অপেক্ষা করছে। কোন সাড়া নেই। আরও তিনবার রিং হলো। এখনও কোন জবাব নেই। পঞ্চম রিং হওয়ার পরে রিসিভার তুলে নেয়ার শব্দ পেল ডেভ।

'হাই, আপনি ৫৫৫-৬৫০৩ নম্বরে ফোন করেছেন। আমরা এখন কথা বলতে পারছি না। কাজেই মেসেজ টোন শুনলে আপনার মেসেজটি দিন, প্লিজ।'

চালাক মেয়ে। ওর অ্যানসারিং মেশিন মেসেজে কারও নাম নেই। এবং ও বলেছে 'আমরা' 'আমি' নয়। অনেক মেয়েই এ সতর্কতাটুকু অবলম্বন করে না। এবং এজন্য তাদেরকে পস্তাতেও হয়।

মার্গকে ও পালিয়ে যেতে বলেছিল। মেয়েটা কি কথা মত কাজ করেছে? 'ডেভ বলছি। তুমি যদি এখনও...'

চুপ করো! জাস্ট শাট আপ, গর্দভ!

ঢোক গিলল ডেভ। মার্গের মেশিনে মেসেজ দেয়া ভুল হয়ে গেছে, মস্ত ভুল। র‍্যানসম নিশ্চয় মার্গের ফোন ট্যাপ করবে—ও সবার ফোন ট্যাপ করছে। র‍্যানসম যদি শোনে ডেভ মার্গকে ফোন করেছে, মেয়েটা মস্ত বিপদে পড়ে যাবে।

'আ...দুঃখিত, রং নাম্বার,' দুর্বল যুক্তি। কিন্তু এরচেয়ে ভালো কিছু মনে পড়ল না ডেভের। ফোন রেখে দিল ও। তাকাল কব্জির দিকে।

ঘড়ি নেই। তুমি তো ওটা তোমার বান্ধবীকে দিয়ে দিয়েছ।

গ্যাস স্টেশনের অ্যাটেনডেন্টকে ডাক দিল ডেভ, 'এই যে, ভাই, ক'টা বাজে?'

অ্যাটেনডেন্ট ক্যাশিয়ারের ডেস্কের ওপর ঝুলতে থাকা বড় দেয়াল ঘড়িটির দিকে নিঃশব্দে ইঙ্গিত করল। ১:১২।

নিউইয়র্ক এবং সুইজারল্যান্ডের মধ্যেকার সময়ের ব্যবধান ছ'ঘণ্টা। এখনও

ও দেশের অফিসে কেউ আসেনি। ফোন করার জন্য ওকে আরও কমপক্ষে দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।

র‍্যানসমের ধারণা ডেভের চেনাজানা সকলকে সে মুঠোয় পুরে নিয়েছে। তাদের কাছে মিথ্যা বলেছে, বুঝিয়েছে ডেভের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সে এখন একটা বদ্ধ উন্মাদ। সে সবার ফোন ট্যাপ করেছে, প্রতিটি দরজায় বসিয়েছে পাহারা। ডেভের কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, কাউকে সে বিশ্বাস করতে পারবে না। র‍্যানসম চায় ডেভিড এলিয়ট একা হয়ে যাক, পৃথিবীতে ওর যেন কোন বন্ধু না থাকে।

তবে একজন লোকের কথা র‍্যানসম ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করেনি, যাকে র‍্যানসম হুমকি হিসেবে একদমই দেখেনি কারণ সে জানে ডেভ ওই লোককে জীবনেও ফোন করবে না। হাজার বছরেও না।

সে লোকটি হলেন মাম্বা জ্যাক ক্রুয়েটার।

অধ্যায় ৩৪

ছয়টি সাধারণ কোর্ট-মার্শাল। ক্রুয়েটারেরটা সবার শেষে।

প্রতিটি কোর্ট-মার্শালের পেছনে রয়েছে ভিন্ন কারণ। সেনাবাহিনীর সিদ্ধান্ত আলাদা ভাবে হবে সবার কোর্ট-মার্শাল।

প্রত্যেকে আলাদা বোর্ড অফিসারদের মুখোমুখি হলেন, প্রত্যেকের জন্য রইল প্রসিকিউটর, প্রত্যেকের মামলায় থাকলেন আলাদা জাজ অ্যাডভোকেট জেনারেল অ্যাটর্নি। শুধু সাক্ষী রইল অভিন্ন এবং একজন।

প্রথম পাঁচটি কোর্ট-মার্শাল শেষ হতে সময় নিল চারদিন। দু'হপ্তা বিরতির পরে অনুষ্ঠিত হলো ষষ্ঠ কোর্ট-মার্শাল।

ডেভের রাত এবং দিনগুলো একাকী কাটল ব্যাচেলর অফিসার্স কোয়ার্টার্স। একদিন অফিসার্স ক্লাবের বারটেন্ডার ওকে মদ দিতে অস্বীকার করে বসল। ডেভের সঙ্গে তার সহকর্মীরা কথা বলে না। ভোরবেলায় দৌড়াতে যায় ডেভ, ওকে দেখলে ইউনিফর্মধারী সকলে মুখ ঘুরিয়ে রাস্তার অন্য পাশে চলে যায়। একদম একা হয়ে পড়েছে ডেভ, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ, শুধু আদালতে থাকার সময়টুকু ছাড়া।

কর্নেল নিউটন, প্রসিকিউটর : লেফটেনেন্ট, তুমি শপথ নিয়েছ।

ফার্স্ট লেফটেনেন্ট এলিয়ট, সাক্ষী : জ্বী, স্যার। শপথ নিয়েছি।

প্রসিকিউটর : তুমি এ বিষয়ে আগেও সাক্ষী দিয়েছ?

সাক্ষী : জ্বী, স্যার, পাঁচবার।

প্রসিকিউটর : লেফটেনেন্ট, কর্নেল ক্রুয়েটারের বিরুদ্ধে বোর্ডের চার্জ শিট তুমি পড়েছ, নয় কি?

সাক্ষী : জ্বী, স্যার।

প্রসিকিউটর : চার্জ শিটে উল্লিখিত দিনে, ১১০০ ঘণ্টায় তুমি ভিয়েতনামের লোক বান গ্রামের কাছে কিংবা ভেতরে ছিলে।

সাক্ষী : জ্বী, স্যার।

প্রসিকিউটর : তোমাদের ইউনিটের কমান্ডার কে ছিলেন?

সাক্ষী : কর্নেল ক্রুয়েটার, স্যার।

প্রসিকিউটর : চেইন অব কমান্ডের বর্ণনা দাও, লেফটেনেন্ট।

সাক্ষী : আমাদের দলে হতাহত হয়েছিল, স্যার। ক্যাপ্টেন ফেল্ডম্যান এবং ফার্স্ট লেফটেনেন্ট ফুলারকে তিনজন NCO'র সঙ্গে বিমানে করে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অফিসারদের মধ্যে শুধু আমি আর কর্নেল ছিলাম। কর্নেল ক্রুয়েটার আমাকে আলফা দলের কমান্ড নিতে নির্দেশ দেন। তিনি নিজে বেকার টীমের নেতৃত্ব দেন। ফার্স্ট সার্জেন্ট মুলিনস ছিল নন কমিশনড্, সে টীম চার্লির দায়িত্ব নেয়।

প্রসিকিউটর : লোক বানে পৌঁছে তুমি কী দেখলে?

সাক্ষী : তেমন কিছু দেখিনি, স্যার। ওটাকে ঠিক গ্রামও বলা যাবে না। একটা ধান ক্ষেতের মধ্যে ডজনখানেক কুটির।

লেফটেনেন্ট জেনারেল ফিশার, প্রিসাইডিং অফিসার : বারোটি কুঁড়ে ঘর?

সাক্ষী : দুঃখিত, স্যার। আসলে কুঁড়ে ঘরের সংখ্যা ছিল পনেরটি।

প্রিসাইডিং অফিসার : ঠিক করে বলবে, লেফটেনেন্ট। মনে রেখো আমরা ক্যাপিটাল চার্জ নিয়ে কাজ করছি।

প্রসিকিউটর : বলে যাও।

সাক্ষী : বেশিরভাগ গ্রামবাসী মাঠে কাজ করছিল। আমরা যখন হেলিকপ্টার নিয়ে অবতরণ করলাম ওরা তেমন গ্রাহ্য করেনি। যেন এসব বহু দেখা আছে ওদের। তখন সার্জেন্ট মুলিনস এবং তার লোকজন গ্রামবাসীদের ঘিরে ফেলে, ওদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় কুটিরে। আমরা জানতাম শত্রুপক্ষের একটি পেট্রল...

প্রিসাইডিং অফিসার : বিদ্রোহীরা নাকি উত্তর ভিয়েতনামি?

সাক্ষী : ওই সময় ওদেরকে ভিয়েতকং বলে রিপোর্ট করা হয়, স্যার। আমরা জানতাম দিন দুই আগে ওই এলাকায় ভিয়েতকংদের একটি পেট্রলকে দেখা গেছে। শত্রুপক্ষের কোনও কর্মকাণ্ড গ্রামবাসীর চোখে পড়েছে কিনা আমরা জানতে চাই।

প্রসিকিউটর : কী জবাব পেয়েছিলে?

সাক্ষী : নেতিবাচক জবাব স্যার। তারা কাউকে দেখেনি বলেছিল।

প্রসিকিউটর : এ কথা শুনে কর্নেল ক্রুয়েটারের কীরকম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

সাক্ষী তিনি ওদেরকে ধন্যবাদ জানান এবং গ্রামের মোড়লকে এক কার্টন উইনস্টন সিগারেট উপহার দেন, স্যার।

প্রসিকিউটর : আর ফার্স্ট সার্জেন্ট মুলিনস?

সাক্ষী ফার্স্ট সার্জেন্ট মুলিনস খুব রেগে গিয়েছিল, স্যার। সে জোরালো

ইন্টারোগেশন কৌশল ব্যবহার করতে চাইছিল। কর্নেল ক্রুয়েটার তাকে বলেন, ওরকম কিছু করা যাবে না, সে তখন গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়ার কথা বলে।

কর্নেল অ্যাডামসন, বোর্ড অফিসার লেফটেনেন্ট তুমি 'জোরালো ইন্টারোগেশন কৌশল' শব্দটি ব্যবহার করেছ। এ কথার মানে কী?

সাক্ষী : নির্যাতন, স্যার।

প্রসিকিউটর : তোমার ইউনিটে এই কৌশলটি কি প্রয়োগ করা হতো?

সাক্ষী : জ্বী, স্যার, মাঝে মাঝে।

প্রসিকিউটর : কে প্রয়োগ করতেন?

সাক্ষী : ফার্স্ট সার্জেন্ট মুলিনস, স্যার।

প্রসিকিউটর : কর্নেল ক্রুয়েটারের নির্দেশে?

সাক্ষী : না, স্যার। সার্জেন্ট মুলিনস অনুমতির ধার ধারত না। প্রায়ই কর্নেলের নির্দেশ অমান্য করত সে। কর্নেল ক্রুয়েটার এ জন্য বহুবার তাকে বকাঝকা করেছেন।

প্রসিকিউটর : লোক বান গাঁয়ে কর্নেল ক্রুয়েটার এবং ফার্স্ট সার্জেন্ট মুলিনসের সঙ্গে কীরকম ঝগড়া হয়েছে মনে আছে তোমার?

সাক্ষী ঝগড়া হয়নি, স্যার। তবে দুজনে তর্ক করছিলেন। সার্জেন্ট মুরিনস ধরেই নিয়েছিল গ্রামবাসী মিথ্যা কথা বলছে এবং ভিয়েতকংদের সাথে তাদের যোগাযোগ আছে। কর্নেল ক্রুয়েটার বলছিলেন এ অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই এবং গ্রামবাসীদেরকে তার কাছে শান্তিকামী কৃষক ছাড়া অন্য কিছু মনে হয়নি। সার্জেন্ট বলে গ্রামবাসীরা মিথ্যাবাদী, প্রতিটি ভিয়েতনামী মিথ্যুক। সে বলে সে যদি তার ছুরিটি গ্রামের মোড়লের স্ত্রীর গলায় ঠেসে ধরে তাহলেই মোড়ল সুড়সুড় করে সত্যি কথা বলে দেবে। কর্নেল তাকে অমন কাজ করতে নিষেধ করেন এবং সবাইকে চলে যাওয়ার হুকুম দেন। আমরা গ্রাম ছেড়ে আসার সময় ফার্স্ট সার্জেন্ট মুলিনস বলছিল যদি প্রমাণ হয় গ্রামবাসীরা মিথ্যা কথা বলেছে, সে আবার ফিরে আসবে। বলছিল সে গ্রামবাসীদের প্রত্যেককে যে যার কুটিরের দেয়ালে ঝুলিয়ে মারবে। সে চিৎকার করে গালাগালি করছিল।

প্রসিকিউটর : লেফটেনেন্ট, কর্নেল ক্রুয়েটারের সঙ্গে কি কখনও কোনও কারণে তোমার সংঘাত হয়েছে?

সাক্ষী কখনও সংঘাত হয়নি, স্যার। কর্নেল একজন চমৎকার মানুষ এবং চমৎকার সৈনিক। আমি তাঁকে সম্মান করি, স্যার, সবসময় করব।

প্রসিকিউটর : তাহলে তোমাদের মধ্যে কোনও খারাপ সম্পর্ক ছিল না—

মেজর ওয়াটারসন, ডিফেন্স অফিসার : আমার মক্কেল কিছু বলতে চান।

প্রসিকিউটর অফিসার : অভিযুক্ত কর্মকর্তা কোনও—

কর্নেল ক্রুয়েটার, অভিযুক্ত : আমার কিছু বলার আছে।

প্রিসাইডিং অফিসার : বসে পড়ুন, কর্নেল। এটা হুকুম।

অভিযুক্ত : না বসলে কী করবেন? কোর্ট-মার্শাল করবেন?

প্রিসাইডিং অফিসার : কর্নেল—

অভিযুক্ত আপনি পছন্দ করেন বা না করেন, একটা কথা আমি বলবই, জেনারেল। লেফটেনেন্ট এলিয়ট আমার অধীনে যতদিন কাজ করেছে, একজন সম্মানিত অফিসার হিসেবেই কাজ করেছে।

প্রিসাইডিং অফিসার : আপনি এখন আর কোন কাজ করছেন না, কর্নেল। শান্ত হোন।

অভিযুক্ত : আমাদের মধ্যে কোনও খারাপ সম্পর্ক নেই। তখনও ছিল না, এখনও নেই। কোনদিন হবেও না।

প্রিসাইডিং অফিসার : আপনাকে শান্ত হতে বলেছি, কর্নেল।

অভিযুক্ত : আরেকটা কথা—

প্রিসাইডিং অফিসার এ আদালত এক ঘণ্টার জন্য মুলতবি ঘোষণা করা হলো। মেজর ওয়াটারসন, আপনার মক্কেলকে বোঝান। আর ওই বিশ্রী স্টেনো মেশিনটা বন্ধ করো, কর্পোরাল।

অধ্যায় ৩৫

ডেভ টাইমস স্কোয়ারের পশ্চিম এভিন্যুতে চলে এসেছে। এত রাতে রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে, শুধু বেশ্যারা ছাড়া। তারা ছোট ছোট দল মিলে দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাতে, কেউবা দেয়ালে হেলান দেয়া, সিগারেট ফুঁকছে আর প্রলোভিত করার চেষ্টা করছ দু'একজন পিম্পকে। এই পিম্পদের বেশিরভাগ গাড়িঅলা, গাড়ি থেকে নেমে দরদাম করছে বেশ্যাদের সঙ্গে।

ট্রিপল এক্স মার্কা সিনেমা হলগুলো এতক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে, শুধু খোলা আছে বার। বার-এর ক্যাটকেটে নিওন বাতি ভেতরে ঢুকতে প্রলুব্ধ করছে নিশাচরদেরকে।

ডেভ লক্ষ করল তিনটে অল্প বয়েসী ছেলে কয়েকজন পতিতার দিকে ইঙ্গিত করে ফিসফাস করছে নিজেদের মধ্যে। বেশ্যাদের চেহারায় নিরাসক্তভাব। একটি ছেলে সাহস করে পতিতাদের দিকে পা বাড়াল। ওরা হাসল। দলটাকে পাশ কাটাল ডেভ।

ট্রাফিক সিগনালে লাল বাতি জ্বলে উঠল। গাড়ি থামাল ডেভ। একটি নীল সাদা পেট্রল কার এসে থামল ওর পাশে। ড্রাইভার একবার তাকাল ডেভের দিকে তারপর দৃষ্টি ফেরাল রাস্তায়।

লক্ষণ ভালো। লোকটা তোমার দিকে দ্বিতীয়বার ফিরে তাকায়নি। অর্ধেক কামানো মাথা এবং রঙ করা চুলে তোমাকে নিশ্চয় কিম্ভুত লাগছে। তাই দ্বিতীয়বার কেউ তোমার দিকে তাকায় না।

খিদেয় ডেভের পেট চোঁ চোঁ করছে। চোদ্দ ঘণ্টা হলো পেটে কিছু পড়েনি। একটু কফি না হলেই আর চলছে না। কফিটা যত কড়া হবে ততই ভালো।

ফোর্টি-ফোর্থ স্ট্রিট ব্লকে সারা রাত খোলা থাকা একটি ক্যাফেটেরিয়া আছে। ডেভ তার ভাড়া করা গাড়ি একটি ক্যান্ডি ফ্লেক এবং আবর্জনা রাখার ড্রামের মাঝখানে সেঁধিয়ে দিল। নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। আড়মোড়া ভাঙল। তারপর পা বাড়াল ক্যাফেটেরিয়ায়।

ক্যাফেটেরিয়ার ভেতরটা সেঁতসেঁতে গরম। বাতাসে কফির কড়া গন্ধের সঙ্গে মিশে আছে মাংস আর সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ। বেশিরভাগ টেবিল দখল হয়ে আছে। লোকজন নিচু গলায় কথা বলছে।

ডেভ কাউন্টারে হেঁটে গেল। 'বড় চিজ ড্যানিশ, প্লিজ।'

কাউন্টারম্যানের গালভর্তি খোঁচাখোঁচা দাড়ি। চোখদুটো লাল, 'চিজটিজ হবে না। সকাল ছ'টা সাড়ে ছ'টার আগে ওরা মাল ডেলিভারি দেয় না।'

ডেভ বলল, 'অন্য কিছু নেই?'

'আপেল আছে। তবে পচে গেছে। আপেলও ছ'টা/সাড়ে ছ'টার আগে আসবে না।'

'আমি আপেলই খাব। আর কফি দেবেন। ব্ল্যাক,' বিরতি দিয়ে যোগ করল, 'কাগজের কাপে, প্লিজ।'

'আমার কাছে স্টাইরোফোম আছে।'

'চলবে।'

কাউন্টারম্যান একটি প্লেটে শক্ত একজোড়া পেস্ট্রি নিয়ে এল, সঙ্গে বড় স্টাইরোফোম কাপ বোঝাই কফি। 'সাড়ে চার ডলার, সঙ্গে ট্যাক্স।'

ডেভ লোকটাকে পাঁচ ডলারের একটি নোট দিল। 'ভাংতিটা রেখে দিন।' ওয়ালেট রাখল প্যান্টের পেছনের পকেটে।

কেউ ওর পিঠের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ডেভ ধাঁই করে পেছন দিকে চালিয়ে দিল কনুই। নরম কিছুতে গুঁতো খেল হাত, ব্যথায় হুক্ করে উঠল লোকটা।

ঘুরল ডেভ। উল্টে পড়েছে পকেটমার, হাত দিয়ে চেপে ধরে রেখেছে বুক। ডেভ লোকটার আঙুলের ফাঁকে ধরা ওর ওয়ালেট আলগোছে তুলে নিয়ে হাসল।

'ধন্যবাদ। আমার পকেট থেকে বোধহয় এটা পড়ে গেছিল।'

বিড়বিড় করল পকেটমার। 'নো প্রবলেম, ম্যান।' সে পিছু হঠল।

দু'একজন লোক চোখ তুলে দেখল ডেভকে। নির্বিকার চাউনি।

জানালার ধারে একটি টেবিলে বসল ডেভ। চুমুক দিল কফির কাপে। পেস্ট্রি শুকনো হলেও স্বাদ মন্দ নয়। আরেকটা পেস্ট্রি নিতে ডেভ কাউন্টারে গেল।

নিজের টেবিলে ফিরে এল ডেভ। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে ঝুলে পড়ল চোয়াল। ওর রেন্টাল কারটা উধাও। চুরি করতে চোরের কত সময় লেগেছে? বড়জোর নব্বুই সেকেন্ড।

তিন কৃষ্ণাঙ্গী ওর পাশের টেবিলে বসে খিলখিল করে খুব হাসাহাসি করছে। একজন ভার্জিনিয়া স্লিমের প্যাকেট খুলে একটি সিগারেট বের করল। তার দিকে ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ডেভ। হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল মাথায়।

মহিলাদের টেবিলের সামনে হেঁটে গেল ও। 'এক্সকিউজ মী, মিস, আমি কি একটি সিগারেট পেতে পারি?'

বড় বড় হয়ে উঠল কৃষ্ণাঙ্গীর চোখ।

'না, না। আমি টাকা দেব। এক প্যাকেটের জন্য এক ডলার।'

'হবে না। এ শহরে এক প্যাকেট কফিনের পেরেকের দাম আড়াই ডলার। তুমি কোন্ গ্রহ থেকে এসেছো শুনি?'

ডেভ মহিলাকে পাঁচ ডলার দিল। সে পার্স খুলে ভার্জিনিয়া স্লিমসের আনকোরা একটি প্যাকেট বের করল।

'প্রফিট ইজ প্রফিট, হানি।' বলল সে। 'তোমাকে দেখে সুবোধ বালক মনে হচ্ছে। তাই বেশি লাভ করলাম না।'

কৃষ্ণাঙ্গীর মন্তব্যে মজা পেল তার দুই সঙ্গী। হাসিতে ফেটে পড়ল তারা। 'নাও, সঙ্গে ম্যাচও দিলাম।'

প্যাকেট খুলল ডেভ, একটি সিগারেট বের করল, তারপর বারো বছর পর এই প্রথম আবার ধূমপান করল।

কী আসে যায়, বন্ধু, তুমি তো মরতেই যাচ্ছ সে যেভাবেই হোক না কেন।

অধ্যায় ৩৬

গ্রান্ড সেন্ট্রাল স্টেশন ভীত করে তোলে ডেভকে। বিশেষ করে গভীর রাতে জায়গাটাকে মনে হয় ভিন্ন কোন গ্রহ—ভৌতিক, গা ছমছমে। দালানকোঠাগুলো খালি আর এ শূন্যতা অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি করে বায়ুতে।

সামনে সাকুল্যে পাঁচজন মানুষ দেখা যাচ্ছে... দুই কিশোর-কিশোরী তাদের ব্যাকপ্যাকে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে...একাকী এক পাহারাদার পাহারা দিয়ে চলেছে মেইন ফ্লোরে...ধূসর নীল স্ট্রাইপের ওভারঅল পরা ক্লান্ত চেহারার এক মেকানিক একটি প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরুচ্ছে। একটি মাত্র টিকেট বুথ খোলা। খবরের কাগজের স্টলগুলো বন্ধ।

সবচেয়ে ভুতুড়ে ব্যাপার হলো ফ্লোরগুলোতে একটি মানুষও নেই।

মার্বেল পাথরের মেঝেতে ডেভের জুতোর শব্দ উঠল। কেউ ওকে খেয়াল করছে না। তবু মনে হচ্ছে কেউ যেন ওকে দেখছে। তবে শত্রুর চোখে নয়। এমনি অলস দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

পুব দিকে পা বাড়াল ডেভ। মনে পড়ল লেক্সিংটন এভিন্যু থেকে অল্প দূরেই ফটো তোলার একটি দোকান আছে।

নির্দেশগুলো পড়ল ডেভ। 'ফটোগ্রাফ, এক ডলারে চারটে ছবি। চেয়ারে সোজা হয়ে বসুন। ট্রেতে ১ ডলার রাখুন। মুখ তুলুন। বোতামে চাপ দিন। কোন খুচরা ফেরত হবে না। আপনি রেডি হলে সবুজ আলো জ্বলে উঠবে। ছবি তোলা শেষ হলে জ্বলবে লাল আলো। এক মিনিট অপেক্ষা করুন। স্লট থেকে তুলে নিন ছবি।

ডেভ মেশিনে এক ডলার ফেলল। লাল আলোটা সবুজ হয়ে গেল। ক্লিক, ক্লিক, ক্লিক, ক্লিক। ঘরররররর। সবুজ আলো লাল হলো। এক থেকে ষাট পর্যন্ত গুণল ও। তারপর কতগুলো ছবি তুলে নিল স্লট থেকে। ছবিতে ভুরু কুঁচকে আছে ও।

ডেভ ছবিগুলো আঙুলের ফাঁকে ধরে রইল শুকানোর জন্য। মুখ দিয়ে মৃদু ফুঁ

দিচ্ছে। বাতাসে সবগুলো ছবি শুকিয়ে গেল। স্ল্যাক্স থেকে ছোট একটি পকেট নাইফ বের করল ডেভ, চুরি করা আইডি'র ছবির মাপে একটি ছবি সাইজ করল। আইডিতে লেখা : আমেরিকান ইন্টারডাইন ওয়ার্ল্ডওয়াইড। এম.এফ. কোহেন, কম্পিউটার সিস্টেম অ্যানালিস্ট। প্রথম ছবিটি মাপ মত কাটা হয়নি বলে ওটা ফেলে দিল। দ্বিতীয়টি নিখুঁতভাবে কাটা হয়েছে। মার্গের ছবির সাইজ এবং ব্যাসার্ধের সঙ্গে মিলে যায়।

কার্ডের গায়ে ছবি লাগানোর জন্য আঠা জাতীয় কিছু একটা দরকার। ও যে চেয়ারে বসেছে তার নিচে নরম কী যেন ঠেকল হাতে। চুইংগাম। অনেকগুলো। সেঁটে রয়েছে চেয়ারের সঙ্গে।

টাইফয়েডের ভয় না করে একটা চুইংগাম ছুটিয়ে আনল ডেভ চেয়ারের তলা থেকে তারপর ওটার কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করতে করতে মুখের মধ্যে ফেলল টপ করে।

চুইংগামটার স্বাদ নেই। তাতে কিছু আসে যায় না। ডেভ চিবাতে লাগল ওটা। চুইংগাম নরম হয়ে এল। ওটা থেকে সরু একটা সুতা বের করে নিজের ছবিতে আঠা লাগাল। তারপর ছবিটি মার্গের ছবির ওপর লাগিয়ে দিল। কার্ডটি ওয়ালেটে রাখল।

এখন ওর শেষ ফোনটা করা দরকার।

মার্গ কোহেনের নামটা বনবন ঘুরছে মস্তিষ্কে। মেরী গোল্ড ফিল্ডস কোহেন। মার্গের চেয়ে 'মেরী গোল্ড' নামটা বেশি সুন্দর। মেয়েটি নিরাপদে আছে কিনা জানা দরকার।

দ্রুত একটা ফোন করবে ও শুধু জানবে মার্গ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছে কিনা। এতক্ষণে ওর অনেক দূরে চলে যাওয়ার কথা।

তবু ডেভ আরেকবার চেক করে দেখতে চায়।

ফটো বুথের পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচটি পে ফোন। চারটেই অকেজো। একটা শুধু ভালো আছে। ডায়াল করল ডেভ। একবার রিং হলো, দ্বিতীয়বার রিং হলো।

পাঁচবার রিং হবার পরে জবাব দেয়ার ব্যবস্থা করেছে মার্গ তার অ্যানসারিং মেশিনে।

তৃতীয়বারে রিং-এই সাড়া দিল অ্যানসারিং মেশিন। 'হাই, আপনি ৫৫৫-৬৫০৩ নাম্বারে ফোন করেছেন। আমরা বাড়ি—মেয়েটা এখন আমার কবলে, মি. এলিয়ট, ওকে যদি পেতে চান, আপনি জানেন কোথায় আপনাকে আসতে হবে।'

পাঁচ নাম্বার ফোনটাও এবারে অকর্মণ্য সঙ্গীদের খাতায় নাম লেখাল।

হ্যান্ডসেট শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল ডেভ, একটানে ওটাকে বিযুক্ত করল তার

থেকে, যদিও কাজটা কেন করছে সে সম্পর্কে সচেতন নয়। তার ছেঁড়া রিসিভারটার দিকে ফাঁকা চোখে, শূন্য অন্তরে তাকিয়ে থাকল ডেভ। তারপর ব্যবহারের অনুপযোগী ক্রেডাল রেখে দিল।

কথাটা নিশ্চয় মিথ্যা। র‍্যানসম আবার চালাকি খাটাতে চাইছে। সাইকোলজিকাল ওঅরফেয়ার। শিকারকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দাও, তাকে ভীত করে তোলো, তাকে হঠকারীর মত কাজ করতে দাও, শত্রুর উদ্যম ধ্বংস করার চেয়েও এতে অনেক বেশি কাজ হবে...

এ হতে পারে না। ডেভ আগেরবার যখন ফোন করেছে তখন মার্গের মেসেজ শুনেছে ও। মার্গ নিশ্চয় বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। মার্গ চলে যাবার পরে র‍্যানসমের লোকেরা ওর বাড়িতে ঢুকেছে। গিয়ে দেখে চলে গেছে মার্গ।

ফোনটার বারোটা বাজানোর জন্য নিজের ওপর খুব রাগ হলো ডেভের। ফোনটার তারটার না ছিঁড়ে ফেললে ও আবার ফোন করতে পারত মার্গের নাম্বারে। র‍্যানসমের কণ্ঠ যেন কেমন মনে হচ্ছিল ওর কাছে...যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে গলা। রেডিও থেকে? হুঁ, তাই হবে। র‍্যানসমের সঙ্গীরা মার্গকে বাড়ি না পেয়ে রেডিওতে র‍্যানসমের কাছে পরামর্শ চেয়েছে। ধূর্ত র‍্যানসম তার রেডিও লিংক ব্যবহার করে রেকর্ড করেছে মেসেজ।

তা-ই হবে। এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু যদি তা না হয়...

যদি তা না হয় তাহলে ডেভকে যেভাবেই হোক ফিরে যেতে হবে সেনটেরেক্সে। বার্নির গোপন ফাইলপত্র ঘেঁটে দেখার কারণ তো রয়েছেই...আর র‍্যানসম যদি মার্গকে বন্দী করে রাখে...তাহলে মেয়েটিকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করতেই হবে।

ডেভ পার্ক এভিন্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একটি এলিভেটেড রাস্তা মাটি ছুঁয়ে উত্তরে ফর্টি-সিক্সথ স্ট্রিটে চলে গেছে। ডেভ ফর্টি-সিক্সথ স্ট্রিট এবং পার্কের কিনারে, এদিক থেকে অন্ধকার দুটো টানেল বেরিয়ে গেছে। টানেলের ভেতরে ঘুমিয়ে আছে মানুষজন। ডেভ পার্ক এভিন্যুতে যাবে। ও অপেক্ষাকৃত খালি টানেলটি বেছে নিল। যতটা পারে নিঃশব্দে চলছে। ঘুমন্ত মানুষজন জাগিয়ে দিতে চায় না।

ফর্টি-সিক্সথ স্ট্রিট প্রায় পার হয়ে এসেছে, নরম কী যেন ঠেকল পায়ে। রক্তের স্রোত ঝাঁপিয়ে পড়ল বুকে। জোরে লাথি কষাল ও, একই সঙ্গে হাতে চলে এসেছে পিস্তল।

'হারামজাদা তোকে গুলি করে উড়িয়ে দেব।' নিজের কণ্ঠের উচ্চকিত আওয়াজ ওকেই ভীত করে তুলল।

সচকিত একটা ইঁদুর দৌড়ে গেল, বাড়ি খেল দেয়ালে, কিচকিচ করে উঠল। দাঁড়িয়ে পড়ল ডেভ, জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে। ঘেমে গেছে, গালাগাল করছে নিজেকে। ইঁদুরটা ছুটে গেল ফর্টি-ফিফথ স্ট্রিটের দিকে।

আমরা সবাই একটু বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়ি, তাই না, বন্ধু?

পিস্তলটা ফিরে গেল শার্টের তলায়, ডেভ জগিং-এর ভঙ্গিতে ছুটল পার্ক এভিন্যুতে।

দৃশ্যটা মুগ্ধ করে তুলল ওকে। পার্ক এভিন্যুকে এত সুন্দর লাগেনি ওর কোনদিন। রাতের বেলা গাড়ি ঘোড়ার হট্টগোল নেই, ফুটপাত খালি, বিরাজ করছে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ডেভ। ভাবছে এ শহরটা যে এত সুন্দর আগে কখনও কেন যে লক্ষ করেনি ও!

আবার হঠাৎ ঘাড়ের পেছনের চুলগুলো সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল ডেভের। মনে হচ্ছে কেউ ওর ওপর নজর রাখছে।

ডেভ উত্তরে চলল। চারটে ব্লক পার হলেই ফিফটিয়েথ স্ট্রিট।

ডেভ ছুটতে ছুটতে রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়াল। ওদের অফিস ভবনের বেশিরভাগ তলার আলো নেবানো। তবে এগারো তলার আলোগুলো জ্বলছে। ওটা লী, বাথ অ্যান্ড ওয়াচুটের অফিস, কুখ্যাত ব্যাংকার। ৩৪ থেকে ৩৯-এর কয়েকটি ফ্লোরেও আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। তরুণ ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্টরা কাজ করছে।

একত্রিশ তলায় চোখ আটকে গেল ডেভের। ওই তলার জানালাগুলো আলোকিত নয় কিংবা নিশ্ছিদ্র আঁধারে ঢাকাও নয়। মিটমিট করে আলো জ্বলছে। পার্ক এভিন্যুর দিকে মুখ ফেরানো ফ্লোরটির সবগুলো জানালার পর্দা ফেলানো।

একত্রিশ তলায় যেন কাদের অফিস?

মনে পড়ছে না ডেভের। রিইনসুরেন্স কোম্পানি? না, ট্রেডিং কোম্পানি? হুঁ। ওখানে 'ট্রানস' দিয়ে শুরু কী একটা ট্রেডিং কোম্পানির অফিস। ট্রানস-প্যাসিফিক? ট্রানস-ওশানিক? ট্রানস...এরকম কিছু একটা হবে।

'হাই, ডেট চাই?'

চরকির মত ঘুরল ডেভ, মুঠো পাকিয়েছে ঘুসি মারার ভঙ্গিতে।

'হোয়াও, হানি! আমি কোন ঝামেলা পাকাতে আসিনি।'

পুরুষ নাকি মহিলা? এরকম অদ্ভুত ট্রান্সভেস্টাইট জীবনে দেখেনি ডেভ। অতিরিক্ত লম্বা, অতিরিক্ত চিকনা, পরনে সিলভার কালারের চাইনিজ চিওংসাম,

গায়ে রাইনস্টোন জুয়েলারি। খেঁকিয়ে উঠল ডেভ। 'দুটো কথা বলি শোনো। এক, মানুষের পেছন পেছন ঘুরঘুর করবে না। দুই, কেটে পড়ো।'

পুরুষ নাকি মহিলাটি কাত করল মাথা, গোলাপি রঙ মাখা একটা আঙুল রাখল গায়ে, ভেংচাল মুখ। 'ওভাবে বলো না, বেবী। তোমাকে দেখেই বুঝতে পেরেছি আমি তোমাকে যা দিতে চাইছি তা তুমি অগ্রাহ্য করতে পারবে না।'

ট্রান্সভেস্টাইট ডেভের চুলের নতুন স্টাইল দেখে ওকে সস্তা খদ্দের ভেবে বসেছে।

ডেভ বলল, 'ভাগো।'

'শোনো, হানি। আজ তুমি আমার লাস্ট কাস্টোমার। আচ্ছা তোমার কাছ থেকে কম পয়সা নেব'খন।'

দাঁতে দাঁত চেপে থেমে থেমে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করল ডেভ। 'এই শেষবারের মত বলছি চলে যাও।'

'উউউ। অমনভাবে বলে না, লক্ষ্মীটি। ওভাবে কটমট করে তাকাতে হয় না...'

এক কদম সামনে বাড়ল ডেভ, হাতের তালু দিয়ে লোকটার বুকে ধাক্কা মারল। ফুটপাত থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ট্রান্সভেস্টাইট।

'আঃ আঃ আ!' আর্তনাদ করে উঠল সে। আঙুল তুলে হাইহিল দেখাচ্ছে। তার এক পাটি জুতোর পাঁচ ইঞ্চি লম্বা হিল ভেঙে গেছে। 'আমার কী ক্ষতি করেছিস দ্যাখ জানোয়ার। ফ্রেডরিক থেকে চল্লিশ ডলার দিয়ে জুতো জোড়া কিনেছিলাম আমি।' ফোঁপাতে শুরু করল ট্রান্সভেস্টাইট।

ছায়া থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠ। 'কিম্বারলি, তুমি ঠিক আছ তো, সোনা?' গা খোলা পোশাকে হাজির হলো আরেক বেশ্যা। চেহারাসুরত দেখে মনে হচ্ছে এ মহিলা। এর পায়েও কিম্বারলির মত উঁচু হিলের জুতো।

ঈশ্বর, এরা আসছে কোত্থেকে!

'ওওও, শার্লিন, ও আমাকে মেরেছে,' কাঁদতে কাঁদতে বলল ট্রান্সভেস্টাইট।

'আমি ওকে মারিনি। আমি শুধু...'

শার্লিন পা বাড়াল ডেভের দিকে। খুব মাস্তান হয়েছে, না? অসহায় একটা বাচ্চার গায়ে হাত তুলেছ? বেচারা কিম্বারলি কও ভালো একটা ছেলে আর ওকে তুমি মারলে? তোমার মত লোকের সঙ্গে ওর ব্যবসা না করলেও চলবে।'

পিছু হঠল ডেভ। 'দেখো, লেডি...'

'আমি লেডি নই আমি একটা বেশ্যা।' মহিলার হাতে ধারাল কী একটা ঝিকিয়ে উঠল। 'আর বেশ্যারা তাদের বন্ধুদের অপমানের শোধ নেয়।'

অধ্যায় ৩৭

উন্মাদের মত চারপাশে চোখ বুলাল ডেভ। আশপাশে কোন ট্যাক্সি ক্যাব নেই, নেই পুলিশের গাড়িও। একটি টয়োটা উত্তরে যাচ্ছিল, একবার শুধু ডেভের দিকে তাকাল, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বাড়িয়ে দিল গাড়ির গতি। কিম্বারলি নামের ট্রান্সভেস্টাইট খাড়া হবার চেষ্টা করছে। তার চোখে খুনের নেশা।

কুঁজো হলো শার্লিন, ডেভকে বৃত্তাকারে ঘুরছে। ওর হাতে লম্বা একটা ক্ষুর, পেশাদারদের মত অস্ত্রটা চেপে ধরে রেখেছে মুঠিতে।

'শোনো...'

কিম্বারলি আকুল গলায় বলল, 'ওকে কেটে দু'টুকরো করো, শার্লিন।

'হ্যাঁ, ধরো ওকে!' আরেকটা কণ্ঠ। 'ওর ওল কেটে নাও!' আরেকজনের গলা।

ওরা একটা দল। সংখ্যায় সাত/আটজন হবে। সাদায়-কালোয় মেশানো।

ঝিলিক দিল শার্লিনের চোখ। তারাগুলো বিস্ফারিত। নিশ্চয় ড্রাগস নিয়েছে। 'সাদা মানুষ, তোমার ফ্যাগট লাইফের সবচেয়ে খারাপ অভিজ্ঞতা হবে আজ।'

বন্দুক দিয়ে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। শুধু শার্টের তলা থেকে পিস্তলটা বের করে ওদেরকে ভয় দেখালেই হলো। ছুটে পালাতে পথ পাবে না।

কিন্তু কৌশলটা যদি কাজে না লাগে...?

ওরা পিস্তল দেখে ছুটে না পালালে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে মোড় নেবে।

শার্লিনের ক্ষুর বাতাস কেটে ডেভের গালের পাশ দিয়ে চলে গেল। বামে হেলল ডেভ। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল শার্লিন। এখন ওকে ঘুসি মেরে ফেলে দিতে পারে ডেভ। কিন্তু তাহলে পুরো দলটার সঙ্গে ওকে লড়তে হবে। যতক্ষণ পারা যায় বেশ্যাটার গায়ে হাত তুলবে না ডেভ।

হিসিয়ে উঠল শার্লিন। 'তোমার নড়াচড়ার গতি একটু বেশিই দ্রুত দেখছি।' আবার এল সে। ক্ষুরটা সাঁই করে ডেভের চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল।

আরেকটু হলেই চোখটা হারাত ডেভ।

বাতাসে দোল খেল ক্ষুর, ঝিকিয়ে উঠল। ডেভের শার্টে তিন ইঞ্চি লম্বা একটা কাটা দাগ তৈরি হলো।

পিস্তল ব্যবহার করা যাবে না। গুলি করলে আর বিল্ডিংয়ে ঢুকতে পারবে না ডেভ। ফিফটিয়েথ স্ট্রিট এবং পার্ক এভিন্যুতে আজ অনেকগুলো উত্তেজনাকর ঘটনা ঘটেছে—বোমা হামলার হুমকি, বারো তলায় ছিনতাই, বার্নির আত্মহত্যা। আরেকটা গণ্ডগোল হলেই পুলিশে ছেয়ে যাবে পুরো এলাকা।

ডেভ পিছু হটল শার্লিনকে এগিয়ে আসার জন্য প্রলুব্ধ করতে। পেছনে পায়ের শব্দ পেল ও। কেউ শার্লিনকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে।

এখন নয়তো আর সুযোগ পাবে না।

বামে ঘুরল ডেভ দৌড় দেয়ার ভঙ্গিতে। ট্যাঙ্গো নর্তকীর ছন্দ এবং গতি নিয়ে এগিয়ে এল শার্লিন। ক্ষুর নেমে এল নীচের দিকে, রাস্তার বাতির আলোতে চকচক করে উঠল, ডেভের মুখটাকে দু'টুকরো করে ফেলবে। ডেভ চট করে শার্লিনের বাহুর নিচে সেঁধিয়ে গেল। মহিলার কব্জি বাড়ি খেল ডেভের কাঁধে। ধাক্কা খেয়ে ক্ষুরটা ফুটপাতে ছিটকে গেল। আওয়াজ তুলল ঠন্‌ঠন্‌।

ডেভ ঝপ করে বসে পড়ল। মহিলা তাল সামলাতে না পেরে ওর কাঁধের ওপর ঝুঁকে গেল।

ডেভ শার্লিনের পায়ের গোছের পেছনে লাথি মারল, একই সঙ্গে সিধে হলো ও। মাটি থেকে শূন্যে উঠে গেল শার্লিনের পা। হোঁচট খেতে যাচ্ছে। ডেভ খপ করে ওর হাত ধরে প্রচণ্ড জোরে টান মারল।

দৃশ্যটা হলো দেখার মত। প্রপেলারের মত ঘুরে গেল শার্লিন, বাতাসে ২৭০ ডিগ্রি ঘুরে দড়াম করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ফুটপাতে। মাথা তুলল সে। রক্তে মাখামাখি মুখ।

ছুটল ডেভ। নেকড়ের গর্জন তুলল পেছনের দলটা।

পার্ক এভিন্যু দিয়ে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে ডেভ। ছুটতে ছুটতে মাঝামাঝি রাস্তায় চলে এল। শার্লিনের বন্ধুরা ধাওয়া করেছে ওকে। কে যেন ওকে লক্ষ্য করে একটা ক্যান ছুড়ল। ওটা ডেভের নিতম্বে বাড়ি খেয়ে অ্যাসফল্টের রাস্তায় ছিটকে পড়ে ঝনঝন শব্দ তুলল। ডেভ ছোটায় বিরতি দিল না। ডেভদের বিল্ডিংয়ের সামনে অনেকটা জায়গা খালি। ওখানটা ঘিরে আছে মার্বেল পাথরের প্লান্টারে। বাড়িঅলা প্লান্টারে গাছ বা ঝোপঝাড় জন্মানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। গাছপালা মরে শুকিয়ে গেছে দূষিত বায়ু আর আবর্জনার চাপে নিশ্বাস নিতে না পেরে।

ডেভ একটা প্ল্যান্টার লাফ মেরে পার হলো, ধাবিত হলো এন্ট্রান্স অভিমুখে।

কেউ ওর পেছনে বেড়ার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ডেভ ছুটল সিঁড়িতে, এক লাফে পার হলো ধাপ, বাড়ি খেল একটা জানালায়। শব্দে ভেতরে বসা নৈশ প্রহরী চোখ তুলে তাকাল। ডেস্ক ছেড়ে সিধে হচ্ছে সে।

সকালবেলার লোক খালি করার প্রক্রিয়ার সময় ভিড়ের চাপে দুটো জানালার কাঁচ ভেঙে গিয়েছিল। ওখানে প্লাইউড লাগানো হয়েছে। ডেভ প্লাইউড ভেঙে ছুটল। সামনে রিভলভিং ডোর। প্রথমটি বন্ধ, ওটার সামনে হলদে রঙের সেফটি ব্যারিকেড বসানো। ডেভ দ্বিতীয় দরজায় চলে এল।

দরজায় ধাক্কা দিল। খুলল না। কাঁচের ওপর লেখা : **রাত ন'টার পরে প্রবেশের জন্য সেন্টার ডোর ব্যবহার করুন।**

ডেভ ওখান থেকে চলে এল। দলটা কাছিয়ে এসেছে। এক মহিলা সবার সামনে, হাতে ভাঙা বোতল নিয়ে চিৎকার করছে তারস্বরে।

ডেভ ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল সেন্টার ডোর। দাঁড়িয়ে পড়েছে গার্ড। হাতে রেডিও। র‍্যানসম এরকম রেডিও ব্যবহার করে। গার্ড র‍্যানসমের লোক।

গলায় ভয় ফোটাল ডেভ। 'বাঁচান! আমাকে...' ও গার্ড স্টেশনের দিকে ছুটে গেল।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ডেভ। সংখ্যায় ওরা ডজনেরও বেশি। ওর পেছনে, লবিতে জড়ো হয়েছে সবাই।

ডেভ পকেট হাতড়ে ওয়ালেট বের করল, সামনের অংশটা খুলে দেখাল গার্ডকে। 'প্লিজ! আমি এখানে কাজ করি। এ মুহূর্তে ডিউটিতে আছি। এই জানোয়ারগুলো আমাকে খুন করতে চাইছে!'

গার্ডের দৃষ্টি ডেভের ওপর থেকে সরে গিয়ে নিবদ্ধ হলো ক্রমশ অগ্রসরমান দলটির দিকে। তারপর ডেস্কের নিচে হাত ঢোকাল সে। একটা ভয়ংকর দর্শন শটগান বের করে আনল। এটা ইথাকা মডেল ৩৭। পুরানো জিনিস। ভিয়েতনামে একসময় খুব জনপ্রিয় ছিল অস্ত্রটি। ফুল অটোমেটিক। কেউ ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকলে তাকে লক্ষ্য করে শুধু বন্দুকের ঘোড়া টিপে দাও। ব্যস, ও লোকের দফা শেষ।

গার্ড বেশ্যাদের দলটার দিকে তাক করল শটগান। চুপ হয়ে গেল সকলে।

'স্ট্রিট-সুইপার'। বিড়বিড় করল ওদের একজন। পুলিশ মহলে ডাকবিল শটগান এ নামে পরিচিত।

ডেভ বলে উঠল, 'ধন্যবাদ, অফিসার। ওই শয়তানগুলো আমাকে আরেকটু হলেই কেটে টুকরো করে ফেলছিল।'

কটমট করে ডেভের দিকে তাকাল গার্ড, চোখে সমকামীদের প্রতি প্রবল ঘৃণা।

'ওই ফ্যাগটটার কথা শুনবেন না,' লম্বা, এক হিসপানিক মহিলা কদম বাড়াল সামনে।

ঘাউ করে উঠল গার্ড, 'তোমাদের সমস্যাটা কী, লেডি?'

'ওই লোকটা মানুষজন পিটিয়ে বেড়ায়। ও একটু আগে আমাদের বন্ধু শার্লিন আর এক অসহায় ট্রান্সভেস্টাইটকে মেরে ফাটিয়ে দিয়েছে।'

গার্ড ক্রুদ্ধ চাউনি ফেরাল ডেভের দিকে, দৃষ্টিতে প্রবল সমকামী-বিদ্বেষ। সুযোগটা কাজে লাগাল ডেভ। 'ওরা আমার ওয়ালেট চুরি করতে যাচ্ছিল। আমি মহিলাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিই। কাউকে মারার ইচ্ছে আমার ছিল না। আমাকে দেখে কি গুণ্ডা মনে হয়?' জ্যাকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করল ডেভ, কাঁপা হাতে ধরাল একটা।

'না, মিস্টার,' বলল গার্ড। ডেভের পরিচয়পত্রে চোখ বুলাল।

'মিস্টার কোহেন, আপনাকে দেখে গুণ্ডা মনে হয় না।' সে ঘুরল দলটার দিকে। 'তোমরা এখান থেকে চলে যাও। রাস্তা তোমাদের বাড়ি। ওখানে যাও।'

হিসপানিক মহিলা ঘাড় ঘুরিয়ে তার সঙ্গীদের দেখল। তারা মহিলাকে উৎসাহ দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল। ঘুরল হিসপানিক, চেঁচাল, 'তোমাকে আমরা খুন করব। ব্যাটা সমকামী। তোমাকে আর তোমার সমকামী বন্ধুটাকে।'

রাগে লাল হয়ে গেল গার্ডের মুখ। কাঁধে শটগান রাখল সে। 'আমাকে সমকামী বলো এত সাহস!'

সর্বনাশ! এ দেখছি আরেক মুলিনস।

এক সার্জেন্ট মুলিনসকে ইয়ার্কি করে। হোমো বলায় সে এক ঘুসিতে লোকটার চোয়াল ভেঙে দিয়েছিল।

ডেভ জোর করে হাসি ফোটাল মুখে। তীক্ষ্ণ গলায় খিকখিক করে হেসে উঠল, যেন নরম্যান বেটস তার মা'র সঙ্গে মশকরা করছে। 'ওদেরকে খুন করুন, অফিসার। নোংরা বেশ্যা কতগুলো।' ও দলটার দিকে দু'কদম সামনে বাড়ল। 'বেশ্যার দল, অফিসার তোদেরকে গুলি করে কিমা বানাবে।' হিসপানিক মহিলার জারিজুরি ভেস্তে গেল, শরীরের দু'পাশে ঝুলে পড়ল হাত, ডানে-বামে মাথা নাড়ল। গার্ডের দিকে পাঁই করে ঘুরল ডেভ। লোকটার চোখ চকচক করছে। খুনের নেশা। ডেভ বলল, 'গুলি করুন!'

গার্ডের চোখ ডেভ আর দলটার মধ্যে নাচানাচি করছে। ডেভ জিভ বের করে ঠোঁট ভেজাল। অধৈর্য ভঙ্গিতে পা ঝাঁকাল, ঘুরল, গার্ডের ডেস্কের দিকে পিছিয়ে গেল।

ওর পেছন থেকে কেউ বিড়বিড় করল, 'ও গুলি করবে না।' গার্ড শান্ত গলায় বলল, 'আমি দশ গুণব।'

ডেভ আরেক কদম বাড়াল, গার্ডের চোখের আড়ালে চলে এসেছে, লোকটার রেডিওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

'একুশ পর্যন্ত গোনোনা। নাকি এতগুলো সংখ্যা গুণতে জান না।' হেসে উঠল বেশ্যার দল। ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল গার্ড। ঝামেলা শেষ।

নাহ্, ঝামেলা মাত্র শুরু হলো।

অধ্যায় ৩৮

ডেভ আমেরিকান ইন্টারডাইন কম্পিউটার রুমে ফিরে এসেছে। একত্রিশ তলায় যাওয়ার ইচ্ছেটা দমন করেছে বহু কষ্টে। ওখানকার সবগুলো আলো জ্বলছে তবে জানালার পর্দা ফেলা। র‍্যানসম সত্যি যদি মার্গ কোহেনকে ধরে নিয়ে আসে, ওখানে মেয়েটিকে আটকে রেখেছে সে।

তবে র‍্যানসম মার্গকে বন্দী করতে পারেনি। এ ব্যাপারে নিশ্চিত ডেভ।

প্রায় নিশ্চিত।

তাছাড়া, একত্রিশ তলা যদি র‍্যানসমের অপারেশনের ঘাঁটি হয়ে থাকে ওই ফ্লোরের এলিভেটর এবং সিঁড়িতে পাহারাদার থাকবে। গার্ডদের ফাঁকি দিয়ে ওই ঘাঁটিতে প্রবেশ ডেভের জন্য অনেক ঝুঁকি হয়ে যাবে। হয়তো গিয়ে দেখবে সব ফক্কা।

আমেরিকান ইন্টারডাইনে জরুরি কিছু কাজ আছে ওর। তাই ও এখানে ঢুঁ মেরেছে। যা খুঁজছিল, কম্পিউটারে কিছুক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি করার পরে সে তথ্যটি পেয়ে গেল ডেভ। লকইয়ার ল্যাবরেটরিজের প্রতিষ্ঠাতা র‍্যানডলফ লকইয়ারের শোক সংবাদ।

কাগজের হেডলাইনে লিখেছে রিসার্চ বিজ্ঞানী র‍্যানডলফ জে. লকইয়ার ৭৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। খবরটি ছাপা হয়েছে নিউইয়র্ক টাইমসে। তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯১। নিউইয়র্ক টাইমস লিখেছে :

ড. র‍্যানডলফ জে. লকইয়ার, সম্মানিত মেডিকেল গবেষক এবং লকইয়ার ল্যাবরেটরিজের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী, আজ লং আইল্যান্ডের নিজ বাড়িতে মারা গেছেন। কোম্পানির একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন যে ড. লকইয়ার বেশ কিছুদিন যাবত অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুর কারণ হার্ট ফেল।

ড. লকইয়ারের জন্ম পারসিপানিতে, ১৯১৭ সালের ১১ মে। তিনি ডার্টমুথে ভর্তি হন এবং কলম্বিয়া স্কুল অব মেডিসিন থেকে মেডিকেল ডিগ্রি অর্জন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি প্যাসিফিক থিয়েটারে কর্তব্য পালন করেন। ১৯৪৭ সালে জেনারেল ডগলাস ম্যাকআর্থার ড. লকইয়ারকে জাপানে মৈত্রী কমিশনের মেডিকেল উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন। ১৯৪৯ সালে সামরিক বাহিনী থেকে

ড. লকইয়ারকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

১৯৫০ সালে তিনি নিজের নামে কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠা করেন। কোম্পানির সদর দপ্তর লং আইল্যান্ডের Patchogue-এ। ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে ওঠা লকইয়ার ল্যাবরেটরিজ একটি স্বাধীন রিসার্চ এবং ফার্মাসিউটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠান। সিনথেটিক হিউম্যান বায়োকেমিকেলের পেটেন্টের জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে পুরস্কৃত করা হয়। ১৯৮০ সাল থেকে কোম্পানিটিকে 'Immune Studies'-এর ওপর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রায়ই অভিহিত করা হতে থাকে।

১৯৬৪ সালে ড. লকইয়ারকে বৃহৎ জাপানী, ফার্মাসিউটিকাল ম্যানুফ্যাকচারার কিৎসুনে লিমিটেডের বোর্ড অভ ডিরেক্টর্সে নির্বাচিত করা হয়। তিনি বোর্ডস অব নরবেকো ফার্মাসিউটিক্যালস এবং ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি তৈরি করার সুইশ প্রতিষ্ঠান GYRE AG'র সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি জয়েন্ট চিফ অব স্টাফ-এর ট্রপিকাল মেডিসিন বিষয়ে বিশেষ উপদেষ্টা হিসেবেও কাজ করেন। পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট রিগানের সুপরিশে ড. লকইয়ার জাতিসংঘের অ্যাডভাইজরি প্যানেল অন প্যানডেমিক ডিজিজ-এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হন।

তাঁর দু'টি সন্তান রয়েছে। একটি ছেলে, নাম ডগলাস এম লকইয়ার, অপরটি মেয়ে, ফিলিপ্পা লকইয়ার কিনকেড। শনিবার মৃতের পারিবারিক বাড়িতে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বিষয়ক অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত মৃত্যু সংবাদ। বড় জোর চার-পাঁচ কলাম হবে। এতে তেমন কোন তথ্যও নেই। বরং লেখাটা পড়ে মনে জাগে নানান প্রশ্ন।

কী রকম?

তিনি কী করে ম্যাক আর্থারের এইড হলেন? ওই সময় তাঁর বয়স তেত্রিশ চৌত্রিশের বেশি হবার কথা নয়। ম্যাক-আর্থারের মত মানুষের ওই পদে আরও বয়োজ্যেষ্ঠ লোককে নিয়োগ দেয়ার কথা।

তখন যুদ্ধ চলছে, বন্ধু। শুধু জেনারেলরা ছাড়া অন্য সকলে ছিল বয়সে তরুণ।

লকইয়ার একটি জাপানী কোম্পানির বোর্ড-সদস্য ছিলেন। জাপানীরা বিদেশীদের তাদের বোর্ডে বসতে দেয় না।

সম্ভবত বাণিজ্যের কারণে দিয়েছে। হয়তো টেকনোলজি লাইসেন্স বিষয়ক কোনও চুক্তি। লকইয়ার ওদেরকে কিছু পেটেন্ট ভোগ করার সুবিধে দিয়েছিলেন,

ওরা তাঁকে বোর্ডে বসতে দিয়েছে। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কোন ব্যাপার নেই।

লকইয়ারের সঙ্গে সরকারের যোগাযোগ ছিল। অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের যোগাযোগ।

কারই বা নেই? তুমি যখন মোটামুটি সিনিয়র একটি অবস্থানে চলে যাবে, এরকম প্রস্তাব প্রচুর পাবে। ডক্টর স্যান্ডবার্গ সরকারের ডজনখানেক প্যানেলের সঙ্গে জড়িত।

হুঁ, তবু...

'মাইনা, রবিন বলছি। তোমার খবর কী, বলো?' র‍্যানসমের কণ্ঠ বরাবরের মত শান্ত এবং ভাষ্য সংক্ষিপ্ত।

হিসিয়ে উঠল রেডিও। 'দুঃখিত, রবিন,' লবি গার্ডের কণ্ঠ। 'এই রেডিওটা খুব ডিস্টার্ব করছে। কোডগুলো সব মুছে গেছিল। আবার রিসেট করতে হয়েছে। তাছাড়া কয়েকজন লোক এসেও বিরক্ত করায় যোগাযোগে দেরি হয়ে গেল।'

'লোক? বিস্তারিত বলো?'

'এক ব্যাটার পেছনে ধাওয়া করেছিল কতগুলো বেশ্যা। তারা...'

'লোকটা কে?'

ডেভ কম্পিউটারের পর্দায় তাকাল। লকইয়ার ল্যাবরেটরিজের প্যাটেন্ট বিষয়ক খবর। এগুলো ওর তেমন কাজে লাগবে না। মেশিন বন্ধ করে দিল ও।

'এক কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ। আমেরিকান ইন্টারডাইনে কাজ করে। সে...'

'নাম?'

'জ্বী...'

'সাইন-ইন লগে নামটা দেখো, মাইনা।'

গার্ড বিড়বিড় করে বলল, 'ইয়ে মানে, হট্টগোলের কারণে লোকটাকে খাতায় সাইন করতে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। তবে, হ্যাঁ... আমি ওর আইডি দেখেছিলাম... ওতে... ধ্যাত, ভুলে গেছি।'

হুংকার ছাড়ল র‍্যানসম। 'চোদ্দ তলা?'

'জ্বী না, বারো তলা। ওখানে কম্পিউটার রুম। রবিন, ওই লোকটা ভুয়া নয়। সাবজেক্টের বর্ণনার সঙ্গে তার চেহারা মেলে না। আর...'

'স্নাইপ, আর ইউ রিডিং দিস?'

'অ্যাফারমেটিভ।'

'বারো তলায় যাও। ওকে চেক করো। সারাক্ষণ রেডিওতে যোগাযোগ রাখবে।'

'এখুনি যাচ্ছি, রবিন।'

এরকম কিছু একটা ঘটার আশংকা করছিল ডেভ। ও ইতিমধ্যে আধডজন মনিটর অন করেছে, কম্পিউটার রুমের একটি ডেস্কে প্রিন্ট করা কতগুলো কাগজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছে। গলার টাইয়ের বন্ধন ঢিলে করল, হাতে লাল ফেল্ট-টিপ কলম নিয়ে প্রোগ্রামিং কোড নিয়ে কাজ করছে, এরকম ভান করতে থাকল।

'মাইনা।'

'জ্বী, স্যার।'

'যা যা ঘটেছে বিস্তারিত আমাকে বলো।'

'জ্বী, স্যার। আমি ডিউটিতে আসার পরে ঘটনা ঘটেছে, স্যার। লোকটাকে দেখলাম দৌড়াতে দৌড়াতে এন্ট্রান্সে ছুটে আসছে। নিউইয়র্কের অর্ধেক বেশ্যা তার পিছু নিয়েছে। সে ভেতরে ঢুকল, পেছন পেছন ওরাও এল। লোকটা বলল বেশ্যার দল নাকি তাকে মারতে চাইছে। মিথ্যা বলেনি সে। ওরা লোকটার রক্ত পান করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল।'

'কেন?'

'ওরা বলছিল লোকটা নাকি ওদের দুজনকে পিটিয়েছে। ওরা এমন চিৎকার-চেঁচামেচি করছিল আর হুমকি ধামকি দিচ্ছিল যে শেষে আমার বন্দুক বার করতে বাধ্য হই। ওরা কেটে পড়ে। ব্যস, এই হলো গল্প।'

'আর লোকটা?'

'আমি এলিভেটর মনিটরে দেখেছি সে বারো তলায় গেছে।'

'ওর বর্ণনা দাও।'

'আ...লম্বা, রোগা। মাথা অর্ধেক কামানো, বাকি চুল সোনালি রঙ করা। চোখজোড়া বড় বড়, ভেজা ভেজা।'

'স্নাইপ, এ মুহূর্তে তুমি কোথায়?'

'বারো তলায়, স্যার। কম্পিউটার রুমের সামনে।'

'রেডিও চালু রেখো।'

ডেভ রেডিওর সুইচ বন্ধ করে ওটাকে ডেস্কের ড্রয়ারে চালান করে দিল। এক সেকেন্ড পরে কম্পিউটার রুমের দরজায় টুকটুক শব্দ হলো। ডেভ হাঁক ছাড়ল, 'দরজা খোলা আছে।'

স্নাইপ নামের লোকটা ঘরে ঢুকল। বয়সে তরুণ, র‍্যানসমের অন্যান্য লোকদের মত তার পোশাকের ছাঁটও একইরকম। পেশীবহুল শরীর, কঠোর চাউনি। পরনে ভাড়া করা নীল রঙের ইউনিফর্ম। কাঁধের কাছটায় টাইট হয়ে আছে পোশাক।

'গুড ইভনিং, স্যার।'

মুখ তুলে চাইল ডেভ। ও আরেকজোড়া চশমা জোগাড় করেছে। তারের চশমা। চশমার ওপর দিয়ে চোখ বড় বড় করে গার্ডের দিকে তাকাল, চেহারায়

ফুটিয়ে তুলল অসহায়ত্ব। 'ওয়েল, হ্যালো, আমাকে সঙ্গ দিতে এসেছেন, অফিসার?'

স্নাইপ তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করছে ওকে। ডেভিড এলিয়টের বর্ণনার সঙ্গে এ লোকের একদম মিলছে না। 'না, স্যার,' ঘোঁতঘোঁত করে উঠল সে, 'আমি স্রেফ রাউন্ড দিতে এসেছি। আপনি বোধহয় অনেক রাত জেগে কাজ করেন, না?'

মাথা দোলাল ডেভ। 'হুঁ। আমি বাড়ি ফিরছিলাম। এমন সময় ওরা আমার ওপর হামলা করে বসে। আমার সুন্দরী প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করে আসছিলাম। খুব চমৎকার সময় কেটেছে ওর সঙ্গে। আপনার প্রেমিকা-ট্রেমিকা নেই?'

তরুণ কিছু না বলে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। তার গালে লাল ছোপ।

ডেভ প্রিন্ট আউটের দিকে তাক করল কলম। 'আপনার সঙ্গে বসে গল্প করতে ভালোই লাগত। কিন্তু...'

মাথা ঝাঁকাল গার্ড, অস্ফুটে বলল, 'গুড নাইট।' চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াচ্ছে।

'গুড নাইট। তবে ঘণ্টাখানেক পরে আবার একবার না হয় আসুন। ততক্ষণে আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে। হার্বাল চা বানাব। তখন দুজনে মিলে আড্ডা দেয়া যাবে।'

'আমি কফি ছাড়া কিছু খাই না,' গার্ডের পেছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

ডেভ ডেস্কের ড্রয়ার থেকে রেডিও বের করে অন করল সুইচ, কমিয়ে দিল ভল্যুম।

'...ক্যাচ দ্যাট, রবিন?'

'অ্যাফারমেটিভ, স্নাইপ। তুমি ওকে জেরা করনি কেন?'

'আমি আজ সকালে লবিতে ছিলাম, স্যার। সাবজেক্টকে একনজর দেখেছি। এ লোক সে লোক নয়।'

চেয়ারে হেলান দিল ডেভ, শিস দিল।

'ঠিক আছে, স্নাইপ। তুমি তো জানোই কী করতে হবে। রবিন আউট।'

'স্যার?'

'কী হলো, স্নাইপ?'

'স্যার, আপনি কি শিওর যে ও ফিরে আসবে? মানে বলছিলাম কী রাত আড়াইটা প্রায় বাজে...'

'ও এখানে আসবে। ওর অন্য কোথাও যাবার জায়গা নেই। ও আসবে। আর তখন আমরা ওকে ধরব।'

'আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি, স্যার, এ কথাটা আমরা বলে আসছি যে...'

র‍্যানসমের গলার স্বর বদলে গেল, সেখানে ফুটল উৎকণ্ঠা।

'আমি জানি, স্নাইপ। এ কথা আমরা সারাদিনই বলে আসছি।' র‍্যানসম চুপ হয়ে গেল। কিছু নিয়ে ভাবছে বোধহয়। তারপর আবার ওর গলা শোনা গেল। 'তোমাকে একটা কথা বলি শোনো আজ আমি বেশ কয়েকবার সাবজেক্টকে নিয়ে ভেবেছি। চিন্তা করেছি তার রেকর্ড নিয়ে, সে ভিয়েতনামে কী করেছে তা নিয়ে। সে ওখানে যা করেছে অন্যেরা বলবে কাপুরুষতা। কিন্তু আমি বলব সাহসের কাজ করেছে। সে একজন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানুষ। শোনো, স্নাইপ, তোমরা সবাই শোনো, আমরা মি. এলিয়টকে আমাদের সাধারণ একজন সাবজেক্ট বলে ধরে নিয়েছি। কিন্তু সে তা নয়। তাকে আমরা সহজ টার্গেট ভেবেছি। কিন্তু সে মোটেই সহজ টার্গেট নয়। গতানুগতিক প্ল্যান দিয়ে এ লোককে কব্জা করা যাবে না। এক্সট্রা অর্ডিনারী প্রবলেম অর্ডিনারি সল্যুশন দ্বারা করা সম্ভব নয়। আমাদেরকে বিশেষ কোন ব্যবস্থা নিতে হবে।'

'স্যার?'

'আমি সে ব্যবস্থা এখন নেব। এতে কাজ হবে, স্নাইপ। এ কৌশল ব্যর্থ হতেই পারে না।'

'সেটা কী, স্যার?'

উৎকণ্ঠা মিলিয়ে গেল বিজয় উল্লাস ফুটল র‍্যানসমের কণ্ঠে।

'আমি আমাদের অর্ডার নতুনভাবে সাজাচ্ছি, স্নাইপ। তবে সেটা কী জানতে চেয়ো না। শুধু বলি এ এক মাস্টারপিস প্ল্যান। এ কৌশল একদিন পাঠ্যবইতে অন্তর্ভূক্ত হবে, এই তোমাকে বলে রাখলাম, স্নাইপ, দেখো। নিশ্চয়তা দিলাম। গ্যারান্টি দিচ্ছি, মি. ডেভিড এলিয়ট আর ঝামেলা পাকানোর সুযোগ পাবে না। আমি ওকে শেষ করার আগেই ও আমার পা ধরে অনুনয় করতে থাকবে আমি যেন ওকে হত্যা করি।'

হেসে উঠল র‍্যানসম। এই প্রথম র‍্যানসমের হাসি শুনল ডেভ। তবে হাসির শব্দটি ওর মোটেই ভাল লাগেনি।

অধ্যায় ৩৯

শোটাইম!

কী করবে ঠিক করেনি ডেভ। তবে র‍্যানসমের হুমকি ওকে ভাবিয়ে তুলেছে। জানে না লোকটা আবার কোন্ বদমতলব এঁটেছে।

ডেভ জুতো খুলে ফেলল। এক দৌড়ে বেরিয়ে গেল কম্পিউটার রুম থেকে।

করিডর লম্বা, অচেনা, মাথার ওপরে জ্বলছে ফ্লুরোসেন্ট বাতি। ক্রীম রঙের দেয়ালে সস্তা আর্ট পোস্টার। মোজা পরা পায়ে নিশব্দে এলিভেটরে পৌঁছে গেল ডেভ।

এলিভেটর লবিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্নাইপ, ডেভের দিকে পেছন ফেরা। এলিভেটরের বোতামে অস্থিরভাবে চেপে ধরে রেখেছে আঙুল। এলিভেটর আসার অপেক্ষায়।

পা বাড়াল ডেভ। বিপদ টের পেল স্নাইপ, ঘুরতে যাচ্ছে। তবে ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। দেয়ালের সঙ্গে স্নাইপকে প্রায় গেঁথে ফেলল ডেভ, পিস্তলের মায্‌ল ঠেসে ধরল ঘাড়ে। দেয়ালের প্লাস্টার বেয়ে গড়াতে শুরু করেছে রক্ত। ধাক্কার চোটে স্নাইপের নাক ভেঙে গেছে।

ডেভ স্নাইপের ঘাড়ের মাংসে পিস্তলের নাক ঢুকিয়ে দিয়ে ডানে-বামে মোচড় দিল। 'ওটা একত্রিশ তলায়, না?'

'আহ্...'

'আমার সঙ্গে ফাজলামি কোরো না, বন্ধু। র‍্যানসম তোমাকে কী বলেছে ভুলে যেয়ো না। আমি ছাপোষা সিভিলিয়ান নই। তোমার জীবনের দাম আমার কাছে এক পয়সাও নয়। এখন বলো তোমাদের ঘাঁটি একত্রিশ তলায় কিনা?'

'জ্বী, স্যার।'

'গোটা ফ্লোর?'

'পার্ক এভিন্যু সাইড।'

'লোকসংখ্যা কত?'

'আমি ঠিক জানি না। তবে কুড়ি/পঁচিশজন বোধহয় হবে।'

'সত্যি কথা বলো।'

স্নাইপের বয়স খুবই কম। র‍্যানসমের ষণ্ডামার্কা চেলা-চামুণ্ডাদের সঙ্গে একে ঠিক মেলানো যায় না। ডেভ ওর ঘাড়ে পিস্তলের নলের চাপ বাড়াল। কাউমাউ করে উঠল স্নাইপ। 'যেশাস! গুলি করবেন না! আমি সত্যি জানি না!'

ভয়ে কাঁপছে ছেলেটা। ডেভ বলল, 'ঠিক আছে। পরের প্রশ্ন। তোমরা, হারামজাদারা, আমার পিছু নিয়েছ কেন?'

'আমি জানি না, স্যার। আমার মত লোকদেরকে ওঁরা সব কথা খুলে বলেন না। রবিন এবং প্যাট্রিজ হয়তো জানেন কিন্তু ওরা কারণটা আমাদেরকে বলেননি, বোধহয় বলবেনও না।'

'ওরা তোমাকে কী বলেছে?'

স্নাইপ তোতলাচ্ছে। 'কিছু বলেনি। মায়ের কসম কিছু বলেনি। শুধু বলেছে আপনার লাশ চায়...যত দ্রুত সম্ভব। আর...আমরা যদি আপনাকে কব্জা করতে পারি তাহলে যেন রাবারের গ্লাভস পরে আপনাকে স্পর্শ করি।'

দাঁতে দাঁত ঘষল ডেভ। 'র‍্যানসম কোথায়?'

'পঁয়তাল্লিশ তলায়। লেভি নামের সেই বুড়ো মানুষটার ঘরে।'

'সে ওখানে কী করছে?'

'জানি না। যীশুর কিরে, আমি জানি না! আমি ওখানে যাইনি। আমি শুধু...'

'অনুমান করো,' ডেভের শীত করছে, ভীষণ শীত।

'যেশাস, আমি জানি না! সত্যি জানি না! আমরা যখন ওই ইহুদি মাগিটাকে ধরে আনলাম...'

ডেভ স্নাইপারের মাথাটা ধরে ঠুকরে দিল দেয়ালে। পাগলের মত বাড়ি দিতে লাগল।

'আবার বল্, 'ইহুদি মাগি!' উচ্চারণ কর্ 'ইহুদি মাগি!'

স্নাইপের মুখ ফেটে রক্তাক্ত মুখোশে পরিণত হলো। গলা দিয়ে ঘরঘরে আওয়াজ বেরুল, 'ওহ্, ক্রাইস্ট। ওহ্ শিট!'

ডেভ আবারও ওর মাথাটা ঠুকে দিল দেয়ালে।

'জোরে বলো, শুনতে পাচ্ছি না।'

'কোহেন নামের ওই মহিলা পালিয়ে যাচ্ছিল। আমরা ওকে ধরে ফেলি—আমি, ববি আর গর্গো। মহিলা খুবই হিংস্র স্বভাবের। ববির নাক কামড়ে ছিঁড়ে ফেলেছে। বাকি জীবনটা বেচারাকে প্লাস্টিকের নাক পরে থাকতে হবে।'

'তো?' ডেভের কণ্ঠ বরফ শীতল।

'কেউ তার গায়ে হাত তোলেনি। মানে তেমন মারেনি...'

ডেভ স্নাইপের চুল ধরে আবার বাড়ি দিল দেয়ালে।

'কতটা মেরেছ ওকে?'

'গায়ে সামান্য দাগ পড়েছে। মারাত্মক কিছু নয়। কসম।'

'ও এখন কোথায়?'

'ওকে আমরা একত্রিশ তলায় নিয়ে গিয়েছিলাম। র‍্যানসম ওকে পঁয়তাল্লিশ তলায় নিয়ে গেছে। পনের/বিশ মিনিট আগে।'

রাগে কাঁপছে ডেভ। র‍্যানসম মার্গের অ্যানসারিং মেশিনে যে মেসেজ রেখেছিল তা তাহলে ভুয়া নয়। ডেভ যদি AIW'র কম্পিউটার রুমে না গিয়ে একত্রিশ তলায় আগে যেত...

'আর কী? সব কথা খুলে বলো আমাকে।'

'আমি এর বেশি কিছু জানি না। ঈশ্বরের দোহাই বলছি!'

ডেভ মৃদু গলায় বলল, 'কথাটা আবার বলো।'

'আ...কী? কী বলব?'

'ঈশ্বরের নাম নাও। ঈশ্বরের নাম জপতে জপতে মরবে।'

'হাহ্? কী বললেন? ওহ্, শিট, নো, ম্যান, প্লিজ...'

ডেভ ওকে ছেড়ে দিল, পিছিয়ে এল তিন কদম, পিস্তল তাক করল স্নাইপের মাথা বরাবর।

স্নাইপ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মেঝেতে। কাঁদছে।

'প্লিজ, ওহ গড, প্লিজ...'

ট্রিগার টানল ডেভ। দেয়াল থেকে খসে পড়ল প্লাস্টার। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল স্নাইপ। মুখটা কাগজের মত সাদা। জ্ঞান হারিয়েছে সে।

অধ্যায় ৪০

দেয়ালঘড়ি দেখল ডেভ। রাত ৩:০৩। ও আবার আমেরিকান ইন্টারডাইন কম্পিউটার রুমে ঢুকেছে। রেডিওতে র‍্যানসমের গলা শোনার অপেক্ষা করছে। র‍্যানসম ডেভের জন্য ফাঁদ পাতা শেষ হলে তার লোকদেরকে অ্যাকশনে নেমে পড়তে বলবে। তখন ডেভেরও অ্যাকশন শুরু হয়ে যাবে।

তবে তার আগে একটা জরুরি কাজ করতে হবে ওকে। কাজটা করতে ইচ্ছে করছে না কিন্তু তবু করতেই হবে। লকইয়ার এবং জন র‍্যানসম সম্পর্কে কেউ যদি ওকে সামান্যতম তথ্যও দিতে পারে, সেরকম মানুষ এ মুহূর্তে একজনই আছেন—মাম্বা জ্যাক ক্রুয়েটার।

টেলিফোনে হাত বাড়াল র‍্যানসম। লক্ষ করল হাত কাঁপছে। হাতটা নামাল ও। প্যাকেট থেকে বের করল একটি সিগারেট। ধরাল। হাতের কম্পন থামেনি এখনও। জ্যাকের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারটা খুব একটা সহজ হবে না। মানুষটা ডেভকে ক্ষমা করেননি, কোনকিছু ভুলেও যাননি। কাউকে ক্ষমা করতে জানেন না জ্যাক ক্রুয়েটার। পৃথিবীতে ডেভের মত আর কাউকে এতটা ঘৃণা তিনি করেন না।

সিগারেটে আরেকটা টান দিল ডেভ। নিকোটিনে তেমন কাজ হচ্ছে না।

ওর জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজ হতে যাচ্ছে এ ফোনটি করা।

লেফটেনেন্ট ডেভিড এলিয়ট ভালবাসত কর্নেল জ্যাক ক্রুয়েটারকে।

লেফটেনেন্ট ডেভিড এলিয়ট বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কর্নেল জ্যাক ক্রুয়েটারের সঙ্গে।

আর বিশ্বাসঘাতকদেরকে কেউ ক্ষমা করে না। বিশেষ করে সৈনিকেরা।

ডেভিড এলিয়ট জোর করে ফোন তুলল।

বাইরের লাইন পেতে '৯'-লেখা চাবিতে চাপ দিল ও। ডায়াল করল '০০১'। এটি AT and T ইন্টারন্যাশনাল লাইনের কোড। ক্লিক শব্দ করল টেলিফোন, তিনবার বিপ-বিপ করে উঠল। 'এখন আইডি কোড প্রবেশ করান।'

কী?

আবার ডায়াল করল ডেভ। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। আমেরিকান

ইন্টারডাইন আধুনিক পৃথিবীর জঘন্য একটা টেকনোলজি ব্যবহার করছে—তাদের ফোনে সিস্টেম এমন, প্রতিটি ডিসটান্স কলের জন্য আলাদা আইডেন্টিফিকেশন কোডের প্রয়োজন হয়।

ঠকাশ করে ফোন রেখে দিল ডেভ। কুৎসিত একটা গালি দিল ফোনটাকে।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ওটা নিভিয়ে ফেলল। ফোন ওকে করতেই হবে এবং খুব শীঘ্রি। আরেকটা ফোন খুঁজে বের করতে হবে ওকে।

অধ্যায় ৪১

রাস্তা দিয়ে কী যেন দেখেছিল ডেভ? ওদের ভবনের এগারো তলায় আলো জ্বলছে। এগারো তলায় লী, বাখ অ্যান্ড ওয়াচুটের অফিস। এরা বোধহয় কখনও ঘুমায় না। সারারাত অফিস করে। ডেভ সিদ্ধান্ত নিল ও ওই অফিসে যাবে। ওখানে নিশ্চয় ফোন করার সুযোগ মিলবে।

লী, বাখ অ্যান্ড ওয়াচুটের অফিসে লোকজন দেখা যাচ্ছে না। দরজা খুলে নিশব্দে ভেতরে ঢুকে পড়ল ডেভ। লম্বা করিডর ধরে চলে এল অফিসের সেক্রেটারিয়েল এরিয়ায়। সেক্রেটারির ডেস্কের কাছ থেকে খানিক দূরে একটা দরজা। ডানে-বামে তাকাল ডেভ। নাহ্, কেউ নেই। কেউ ওকে লক্ষ করছে না। দরজার নব ধরে ঘোরাল ডেভ। অন্ধকার একটা অফিস। পার্ক এভিন্যুর রাস্তার বাতির আলোয় ঘরের কাঠামো আবছা চেনা যায়। বেশ বড় একটা রুম, লেভির অফিসের চেয়েও আয়তনে বৃহৎ।

দূর প্রান্তে একটি ডেস্ক। ওদিকে পা বাড়াল ডেভ, বাড়ি খেল নীচু একটা টেবিলের গায়ে। ব্যথায় উঁহ্ করে উঠল। হাত দিয়ে পা ঘষল। তারপর সাবধানে এগুলো।

ডেস্কে পেতলের তৈরি একটি স্টিফেল বাতি। বাতিটা জ্বালল ডেভ। গোল, বৃত্ত নিয়ে ডেস্কে আলো ফেলল টেবিল ল্যাম্প। ডেস্কের ওপরেই টেলিফোন। হ্যান্ডসেট তুলে ডায়াল করল ডেভ। বিপ শব্দে ফোন বলল, 'এন্টার অথরাইজেশন কোড নাউ।'

ধ্যাত। ও ক্রেডলে রেখে দিল রিসিভার।

বসো বন্ধু। বসে বসে ভাবো। বোকার মত কোন ভুল করে বোসো না।

সুপরামর্শ। চেয়ারে বসল ডেভ। একটা সিগারেট ধরাল। তাকাল চারপাশে। ডেস্ক ল্যাম্পের মৃদু আলোয় আসবাবগুলো দেখা যাচ্ছে। অত্যন্ত দামী সব আসবাবে সাজানো ঘর। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল ডেভ। বোঝা যায় এ অফিসের মালিক মস্ত ধনী।

চোখের কিনারে ধরা পড়ল দ্বিতীয় টেলিফোনটি। ডেস্কের পেছনে একটি হাইবোর্ডের ওপরে রাখা ওটা। সাধারণ চেহারার কালো রঙের একটি ফোন। দেখেই বুঝতে পারল ডেভ এ ফোনে শুধু প্রাইভেট লাইন ব্যবহার করা হয়। বার্নিরও এরকম ফোন ছিল, ডেভের চেনা জানা অনেক নির্বাহী এ ধরনের ফোন ব্যবহার করেন। এ ফোনে সুইচ বোর্ড অপারেটরদের আড়িপাতার ভয় নেই।

ডেভ চেয়ারে বসে চরকির মত ঘুরল, হাত বাড়িয়ে তুলে নিল হ্যান্ডসেট। ডায়াল টোন আছে। ইন্টারন্যাশনাল অপারেটরের নাম্বার টিপল ও।

'থ্যাংক ইউ ফর কলিং AT and T international, সুজান বলছি। আপনার জন্য কী করতে পারি?'

ডেভ অপারেটরকে পারসন-টু-পারসন কল দিতে বলল।

'পার্টির নাম?'

'মাম...মি. ক্রুয়েটার। মি. জ্যাক ক্রুয়েটার।'

'রেসিডেন্স নাকি বিজনেস?'

'বিজনেস।'

'আপনার নাম, স্যার?'

'ডেভিড এলিয়ট।'

পেছন থেকে ভেসে এল একটি পুরুষ কণ্ঠ। 'সত্যি ডেভিড এলিয়ট দেখছি!'

অধ্যায় ৪২

ডেভের শরীরের প্রতিটি নার্ভ চিৎকার করতে লাগল তারস্বরে, ওকে আড়াল নিয়ে গুলি করার নির্দেশ দিচ্ছে। কিন্তু নার্ভের আদেশ শুনল না ডেভ। বদলে হ্যান্ড সেটটি রেখে দিল ক্রেডলে, হেলান দিতে দিতে ঘোরাল চেয়ার।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। নিখুঁত ছাঁটের সুট পরা। লম্বা, রোগা কাঠামো। প্যান্টের পকেটে অলস ভঙ্গিতে একটা হাত ঢোকানো। অন্য হাতটা তুলল সে কথা বলার সময়। 'কী দারুণ আত্ম-নিয়ন্ত্রণ! দুর্বল লোক হলে এতক্ষণে-অজ্ঞান হয়ে যেত। এমনকি, অতিসাহসী মানুষও আঁতকে উঠত। আমি সত্যি মুগ্ধ, স্যার।

ডেভ সোজা তাকিয়ে থাকল লোকটির দিকে।

'ভেতরে আসতে পারি? এটা আমার অফিস, জানেনই তো।'

জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর, অপেরা গায়কদের মত সুরেলা।

'অবশ্যই,' বলল ডেভ। লোকটা নিশ্চয় ওখানে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ছিল। এ সময়ের মধ্যে যে কাউকে ডাকতে পারত সে। কিন্তু ডাকেনি। লোকটা যে-ই হোক, ওর জন্য বিপজ্জনক নয়—অন্তত যে ধরনের লোকদের মোকাবেলা করছে ডেভ সেরকম বিপজ্জনক মনে হচ্ছে না একে।

'ভালো কথা, আবার যদি আমার অফিসে কোন কাজে আসতে হয় আপনাকে, গোপনে কাজ সারতে চাইলে এ লিভারটা ধরে টান দেবেন।' লোকটা একটা লিভারে হাত বুলাল। 'পারফেক্ট সিকিউরিটি। দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। আর খুলবে না। আমার ব্যবসায়ে এরকম সিকিউরিটির প্রয়োজন হয়।'

ডেভ লোকটাকে লক্ষ করছে। খুবই সুদর্শন দেখতে। চলাফেরায় শিকারী বেড়ালের ক্ষিপ্রতা। একটা চেয়ারে চট করে বসে পড়ল। মুখে ফোটাল হাসি।

'আমার পরিচয়টা দিই,' মুখের হাসি চওড়া হলো তার, দাঁত দেখা গেল। 'আমি যখন এ বাক্যটি দিয়ে শুরু করি, তখন বলার লোভ সামলাতে পারি না যে আমি একজন ধনী মানুষ এবং ইত্যাদি ইত্যাদি। নিকোলাস লী, অ্যাট ইয়োর সার্ভিস। আমাকে নিক বলে ডাকবেন।'

লী, বাখ অ্যান্ড ওয়াচুটের প্রধান নির্বাহী। এর সঙ্গে আগে কখনও দেখা

হয়নি ডেভের, তবে নাম এবং মুখটা চেনা। এর ছবি ও দেখেছে ইন্সটিটিউশনাল ইনভেস্টর, বিজনেস উইক, ফরচুনসহ আশির দশকের আধডজন সাময়িকীতে। তবে নব্বুই দশকে এ লোকের ছবি নিউইয়র্ক টাইমস-এ ব্যবসা-বাণিজ্যের পাতায় অহরহ ছাপা হয়েছে। এর ছবির নিচে যে হেডলাইনটি থাকে তা হলো 'Federal Indictment.'

'ডেভ এলিয়ট।'

'আপনাকে সঙ্গ দিতে পেরে আমি যুগপৎ আনন্দিত এবং আহ্লাদিত।'

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে একটা ভুরু তুলল ডেভ।

'সেলেব্রিটিদের সংস্পর্শে আসতে পারলে সবাই-ই তো একটু গর্ব অনুভব করে, তাই না?'

'আমি কি অতটা বিখ্যাত?'

'অবশ্যই, স্যার। আপনার ছবিতে ট্যাবলয়েড ম্যাগাজিন সয়লাব হয়ে গেছে।'

গুঙিয়ে উঠল ডেভ। 'ওরা আমার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ করেছে?'

'কোন অভিযোগ করেনি। তবে উপলক্ষ রয়েছে বহু। কোনও বুদ্ধিমান প্রকাশক কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করে না। বদলে তারা প্রশ্ন রাখে, হাইপোথেসিস তৈরি করে এবং তাদের রচনায় 'alleged,' 'Speculated' এবং 'Supposed' শব্দগুলোর বাহুল্য থাকে। যেমন অভিযোগ আছে, আপনি পঁয়তাল্লিশ তলার ওপর থেকে সেনটেরেক্সের প্রধান নির্বাহীকে ধাক্কা মেরে নীচের রাস্তায় ফেলে দিয়েছেন। ধারণা করা হয় আপনি কাজটা করেছেন কারণ উনি আপনার অর্থনৈতিক কিছু কেলেংকারি হাতে নাতে ধরে ফেলেছিলেন বলে। মনে করা হচ্ছে আপনি কর্পোরেটের মুদ্রা ব্যবসা নিয়ে কিছু একটা ভজকট করছেন। অসৎ মুদ্রা বাণিজ্য। এরকম হয়েই থাকে, তাই না?'

'হুঁ,' বলল ডেভ।

'সেক্ষেত্রে, আমাকে বলুন, স্যার, আপনি কি সত্যি কাজটা করেছিলেন? মানে টাকা পয়সা নিয়ে প্রতারণা? লজ্জা পাবার কিছু নেই। আমরা এখন বন্ধু আর আমার ওপরে স্বচ্ছন্দে আস্থা রাখতে পারেন। আচ্ছা, বলুন তো, কত টাকা আপনি সরিয়েছেন এবং কেন? ওই তিন 'R' এর জন্য কী? রাম, রেডহেড এবং রেসের ঘোড়া। আরে বলুন না, স্যার, মধ্য জীবনে সবাই-ই একটু আধটু অর্থনৈতিক সমস্যায় পড়ে। আমাকে কোন কথা বলতে লজ্জা পাবেন না। আমি কাউকে ফাঁস করব না।'

লী'র কালো কয়লার মত চোখজোড়া ঝকঝক করছে। ত্বক যেন দ্যুতি ছড়াচ্ছে।

'এটা বলা এখন জরুরি কিছু নয়।'

সামনে ঝুঁকে এল নিক লী। লোকটার ওপরের ওষ্ঠে বিন্দু বিন্দু ঘাম। 'অবশ্যই তা নয়। তবে আমি আসলে কৌতূহলে মরে যাচ্ছি বলে জানতে চাইছি। আপনি যদি বলেন তো তা আপনার বদান্যতা মনে করব।'

মাথা নাড়ল ডেভ। লী কেন তার এবং সেনটেরেক্সের বিষয়ে এত আগ্রহ প্রকাশ করছে তা এখন ওর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। লোকটা'কে নিয়ে একটু মজা করা যাক।

লী বোকার মত হাসছে। 'আমরা হয়তো কিছু কেনা বেচা করতে পারব। বাণিজ্য আমার পেশা। একজন কিনবে, অপরজন বিক্রি করবে। একজন মোটামুটি একটা লাভের আশায় থাকবে। এ হলো পুঁজিবাদের আত্মা। মানে বাণিজ্য আর কী! কাজেই আপনি যদি আপনার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে খানিক ইংগিত দিতে পারেন, আমার মনে হয় আমি আপনার কিছুটা কাজে আসতে পারব।'

'অনেক বড় কাজে আসতে পারবেন।'

আঙুল তুলল লী। 'ওহ্, আপনি খুব বুদ্ধিমান মানুষ। দ্রুত বুঝে ফেলেন সবকিছু।'

'অবশ্যই আমি সবকিছু দ্রুত বুঝতে পারি। কাল সকালে সেনটেরেক্সের স্টকের জায়গা হবে টয়লেটে। বার্নির মৃত্যু এবং আর্থিক ভ্রান্তির কারণে এমনটা ঘটবে। আর আমি যদি...' ওর ভেতরের মানুষটা বলল *টোপটা ফেলো।* 'অথবা অন্য কেউ...'—ঠোঁট চাটল লী—'...দ্রুত সেনটেরেক্সের কর্পোরেট ক্যাশ নিয়ে কোনও প্রতারণার আশ্রয় নেয়, কোম্পানির স্টক তখন আরও দ্রুত পড়ে যাবে। তবে সব যদি ঠিকঠাক থাকে—ক্ষতির পরিমাণ যদি মারাত্মক কিছু না হয়—তাহলে স্টকের দাম আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। দুটো ক্ষেত্রেই, যে লোকের আসল ঘটনাটা জানা থাকবে সে হবে দারুণ লাভবান।'

ফাঁদে পড়ল লী। লোভে চকচক করছে চোখ। 'ঠিকই বলেছেন।'

'ভেতরের খবর যার জানা থাকবে সে প্রতি ১ ডলার বিনিয়োগে ৫ গুণ বেশি টাকা তুলে নিতে পারবে শেয়ার মার্কেট থেকে।'

লী নাক টানল। 'আমি ১ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে ৫ মিলিয়ন ডলার লাভ করার কথা ভাবছি।'

'সে আপনার অভিরুচি।'

'ওয়েল, স্যার, আপনি কি আমার সঙ্গে বার্গেইন করবেন?'

'আপনার অফার কী?'

'সবার সেরা অফার আমি আপনাকে দেব।' বকবক শুরু করে দিল লী। তার কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ডেভ তারপর পিস্তল তাক করল

লোকটার বুকে।

'আপনার অফার আমার পছন্দ হয়নি। আপনাকে দুটো কথা বলি শুনুন। আমি সেনটেরেক্সের কর্পোরেট ট্রেজারি লুট করিনি। অন্তত একা নই। বার্নি আমার সঙ্গে ছিল। আসলে আইডিয়াটি ছিল ওর। আমরা পুরো ভল্ট খালি করে দিয়েছি। একটা ফুটো পয়সাও নেই কোষাগারে। সেনটেরেক্স দেউলিয়া হয়ে গেছে। বার্নি এ চাপটা সইতে পারেনি। তাই সে জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে।'

লী প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকাল, লোভের আগুন চোখে। 'জ্বী, জ্বী।'

'আর দ্বিতীয় কথাটি হলো : আপনি এখন ঘুমিয়ে পড়বেন।'

একটা ঝাঁকি খেল লী। 'ওহ্, নো। আপনি অমন কাজ করতে পারেন না। ফরেন মার্কেট শীঘ্রি খুলে যাবে। আমি...'

'ভয় নেই, নিউইয়র্কের শেয়ার মার্কেট খোলার আগেই আপনি ঘুম থেকে জেগে উঠবেন।'

'প্লিজ,' কেউ কেউ করে উঠল লী। 'প্লিজ। অন্তত ফ্রাংকফুর্টে আমাকে একটা ফোন করতে দিন।'

'বেশ...' সিধে হলো ডেভ। লী আগ্রহে তাকাল ওর দিকে। হাত বাড়াল ফোনের দিকে। ধাঁই করে পিস্তলের বাট দিয়ে লোকটার থুতনি বরাবর একটা বাড়ি মেরে বসল ডেভ।

নিকোলাস লীর কব্জি থেকে সোনার ঘড়িটি খুলে নিল ডেভ। ওর একটা ঘড়ি দরকার ছিল। লী-ও ডেভের মত রোলেক্স ঘড়ি ব্যবহার করে।

নিক লী'র ওয়ালেট ঘেঁটে কতগুলো ক্রেডিট কার্ড ছাড়া তেমন কিছু পাওয়া গেল না। প্যান্টের পকেটে মিলল ১৮ ক্যারাটের টিফানি মানি ক্লিপ। ক্লিপের ভেতরে কুড়ি, পঞ্চাশ এবং একশো ডলারের একতাড়া নোট। কতগুলো পাঁচশো ডলারের নোটও আছে। টাকার অংকটা নেহায়েত মন্দ নয়, বরং ভালোই বলা চলে।

প্রথমে তুমি ওকে স্টক মার্কেটের কাল্পনিক গল্প শুনিয়ে প্রলুব্ধ করলে, তারপর ওর পকেট খালি করেছ। বাহ্, তুমি সত্যি খুব বুদ্ধিমান।

ডেভ লী'র মাথার নীচে একটি বালিশ গুঁজে দিল।

ওর পকেটের রেডিও ঘরঘর করে উঠল। ভেসে এল র‍্যানসমের কণ্ঠ। 'ওকে, বন্ধুগণ, এবারে রক এন রোল-এর সময় হাজির।'

অধ্যায় ৪৩

যখন কোনও কমব্যাট ইউনিট পজিশনে যায় ওই সময়টা তারা সবচেয়ে অরক্ষিত অবস্থায় থাকে। আগামী অল্প কয়েকটি মুহূর্তে র‍্যানসমের লোকজন সিঁড়ি বেয়ে ওঠা, দরজা খোলা এবং কাভার নেয়ার সময় অফগার্ডে চলে যাবে, থাকবে বিক্ষিপ্তচিত্ত। এ সুযোগটা নিতে হবে ডেভকে।

'মাইনা, লবিতে আমি আরও কয়েকজনকে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'ওরা চলে এসেছে।'

'বেশ। ওদেরকে আমি ফুল অ্যালার্ট অবস্থায় দেখতে চাই।'

'উই আর লকড অ্যান্ড লোডেড, রবিন।'

এলিভেটর ব্যবহারের প্রশ্নই ওঠে না। ভবনটির আলাদা দুটো কিনার, একটি লোয়ার পঁচিশ তলা পর্যন্ত, অপরটি টপ পঁচিশ তলা পর্যন্ত। সেনটেরেক্সের লবিতে যেতে হলে এলিভেটর ব্যবহার না করে উপায় নেই। মাইনা নামের লোকটা এলিভেটর কন্ট্রোল প্যানেল মনিটর করছে। ডেভ ৪৫ তলার বোতাম টেপা মাত্র সে টের পেয়ে যাবে।

'আলফা টীম। প্যাট্রিজ। পরিস্থিতি তোমাকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। আমাকে যেন হতাশ কোরো না।'

'অ্যাফারমেটিভ, রবিন।'

উপায় একটাই—দৌড়াতে হবে। চৌত্রিশ তলার সিঁড়ি বাইতে হবে।

'প্যারট, তোমার হাতে রইল বেকার টীমের দায়িত্ব। এটা তোমার জন্য রিজার্ভ ডিউটি। তেতাল্লিশ তলায় নজর রাখবে।'

'অয়ি, অয়ি, রবিন। তিন মিনিটের মধ্যে আমরা ওখানে যাচ্ছি।'

কিন্তু ক্রুয়েটারকে এখনও ফোন করা হয়নি। লী'র প্রাইভেট ফোনের দিকে তাকাল ডেভ। এক পা বাড়াল সামনে।

'পিজিয়ন, তোমার দায়িত্বে ডেল্টা। কিং ফিশার, তুমি এবং চার্লি টীম আমার সঙ্গে থাকবে।'

'অয়ি, বস।'

থেমে গেল ডেভ। মাথা নাড়ছে। ক্রুয়েটার ওর সঙ্গে কথা বলবেন না। ওঁকে

ফোন করা মানে খামোকা সময় নষ্ট।

'এখন সবাই আমার কথা শোনো। এন্ট্রি পয়েন্টে কেউ থাকবে না। সিঁড়ি কিংবা এলিভেটরেও যেন কাউকে না দেখি। সাবজেক্ট যেন স্বচ্ছন্দে ভেতরে আসতে পারে। তবে ও শুধু ভেতরেই ঢুকবে কিন্তু আর বেরুতে পারবে না।'

দরজার দিকে ফিরল ডেভ। থেমে দাঁড়াল। তাকাল টেলিফোনের দিকে। কী কবে বুঝতে পারছে না।

'আরেকটা কথা। সাবজেক্টকে কোনভাবেই হত্যা করা যাবে না। বড়জোর পায়ে গুলি করে আহত করা যাবে। একান্ত অনন্যোপায় না হলে খুন করা চলবে না।'

কপালে ভাঁজ পড়ল ডেভের। র‍্যানসমের হুকুম সন্দেহের উদ্রেক করছে মনে। পরিস্থিতি কি পাল্টে গেছে নাকি...

কিং ফিশার নামের লোকটা কথা বলে উঠল, 'আপনার আসলে মতলবটা কী, চিফ?'

'বিকেলে নতুন অর্ডার এসেছে। কাজ শেষ হলে সাবজেক্টকে এসিডে গোসল করানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে ওকে হত্যার কথা বলা হয়নি।'

'বুঝতে পেরেছি, চিফ।'

মুখ বাঁকাল ডেভ। বুঝতে পেরেছি, র‍্যানসম।

'হেড দেম আপ অ্যান্ড মুভ দেম আউট।'

ডেভ দরজায় তাকাল। ফিরল ফোনের দিকে। ওকে একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে।

অধ্যায় ৪৪

'Bitte?'

সকেট থেকে টান মেরে টেলিফোনের তার ছুটিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করল ডেভের। এ মহিলা ইংরেজি জানে না। 'ক্রুয়েটার' হিসিয়ে উঠল ও। 'আমি মি. জ্যাক ক্রুয়েটারের সঙ্গে কথা বলতে চাই। ক্রুয়েটার, প্লিজ।'

তৃতীয়বারের মত মহিলা বলল, 'Nine, neis, ich verstene nicht.'

রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে ডেভের। দ্রুত সময় চলে যাচ্ছে ওদিকে মহিলা বলছে সে ডেভের কথা বুঝতে পারছে না। ক্রুয়েটারের নাম না বোঝার কী আছে? জাহান্নামে যাক মহিলা।

সুইসরা দ্বিভাষিক হয়। ডেভ ফরাসীতে বলার চেষ্টা করল,

'madmoiselle, je desire a Parler avec monsieur Ilreuter, votre Prerident.'

রাগে লাল হয়ে গেল ডেভ। 'ক্রুয়েটার, ক্রুয়েটার। গর্দভ, তোমার নিজের বসের নাম জানো না?'

নরম গলায় মহিলা বলল, 'Eins augenblick, bitte.'

ওকে অপেক্ষায় রেখে কোথায় যেন গেল সে।

কয়েক সেকেন্ড পরে আরেক মহিলার কণ্ঠ শোনা গেল। জার্মান উচ্চারণে ইংরেজি বলল সে। 'ইয়েস। দিস ইজ সলভিগ। মে আই হেল্প ইউ, প্লিজ?'

থ্যাংক গড! 'আমি কর্নেল ক্রুয়েটারকে চাইছি।'

'অ:' ডেভ বুঝতে পারল মহিলা হাত দিয়ে মাউথপিস ঢেকে কার সঙ্গে যেন জার্মান ভাষায় বকবক করছে। তারপর আবার ফিরে এল লাইনে। 'ভুলের জন্য দুঃখিত। আমরা বলি 'ক্রিউয়েটার, আপনি বলেছেন ক্রয়টার 'সরি।'

দাঁতে দাঁত ঘষল ডেভ। মহিলা বলে চলল, 'হের ক্রিউয়েটর তো বিউরো মানে অফিসে এখনও আসেননি। তবে চলে আসবেন যে কোন সময়ে। আমি কি তাঁকে বলব আপনাকে পরে ফোন করতে?'

'ফোন করে লাভ হবে না। আমিই বরং ফোন করব। শুধু তাঁকে বলবেন ডেভ এলিয়ট ফোন করেছিল। আমি কলব্যাক করব...'

ক্লিক শব্দ করল ফোন। ধড়াশ করে লাফিয়ে উঠল ডেভের কলজে। 'হ্যালো!' চেঁচাল ও। 'হ্যালো! আপনি আছেন ওখানে?'

এক মুহূর্তের নীরবতার পরে ধীর গতির, থেমে থেমে উচ্চারণে একজন বলল, 'আমাকে রশি দিয়ে বেঁধে আমার ওলে সুড়সুড়ি দাও।'

'আ, এটা কী...' বলেই থেমে গেল ডেভ। কে কথা বলছে বুঝতে পেরেছে।

'আমাকে ফোন করতে নিশ্চয় বুকে অনেক সাহস তোমাকে বাঁধতে হয়েছে, খোকা। আমি কল্পনাই করিনি তুমি আমাকে ফোন করবে।' নিউইয়র্ক এবং ব্যাসেলের সঙ্গে যোগাযোগ অতি পরিষ্কার। মনে হচ্ছে ওরা যেন লোকাল কল-এ কথা বলছে।

জ্যাকের কাছ থেকে এরকম প্রতিক্রিয়া আশা করেনি ডেভ। ও থতমত খেয়ে গেল। 'আ...ইয়ে আপনি জানেন...'

'নিশ্চয় জানি। তোমাকেই বরং আমার ফোন করা উচিত ছিল। তবে ব্যাটে বলে মেলেনি বলে ফোন করা হয়ে ওঠেনি।'

বিড়বিড় করে ডেভ বলল, 'আ...জ্যাক, কেমন আছেন আপনি?'

'আগের মতই, খোকা। কোনও পরিবর্তন নেই। ঈশ্বর শরীর-স্বাস্থ্য ভালোই রেখেছেন। আর কী চাই? তোমার কী খবর? তোমার সবকিছু ঠিকঠাক চলছে তো?'

'চলছে আর কী।'

'আর তোমার পরিবার? সেই সুন্দরী স্বর্ণকেশীর খবর কী যার ছবি সবসময় তোমার পকেটে থাকত?'

'অ্যানি। ও ভালোই আছে। তবে আমরা...আমি আরেকটি বিয়ে করেছি।'

'আমরা তো সবাই-ই এ কাজ করি। আমি নিজেই তো ছয়বার বৌ বদলেছি। সে যাক গে, তোমার ক্যারিয়ারের কী অবস্থা—শুনলাম ভালোই টাকা কামাচ্ছ।'

'হুঁ, খারাপ চলছে না। তবে আমার চাকরিটা আর নেই।'

'শুনে খারাপ লাগল, বেটা। সত্যি দুঃখ পেলাম। আমার কোম্পানি অবশ্য ভালোই চলছে। তবে শোনো, চিন্তা কোরো না। তুমি এখানে চলে এসো। তোমার জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেব।'

'আহ...'

'কাম অন, সান। তুমি জান তোমাকে আমি খুব পছন্দ করি। তোমার মত আর কাউকে আমি পছন্দ করি না।'

'জ্যাক, আমি...ওহ্, হেল, জ্যাক...' না, এটা ডেভ একদমই আশা করেনি।

'আহ্, কামন, বয়। কী হলো? ভিয়েতনামের ওই ঘটনাটা এখনও মনে গেঁথে

রেখেছো নাকি?'

'জ্যাক, আমার জন্যেই আপনার কোর্ট-মার্শাল হয়েছিল...'

'তাতে কী হলো?'

ডেভ আর কিছু বলতে পারল না। চুপ হয়ে রইল।

'কোর্ট-মার্শাল হয়েছে তো কী হয়েছে? ওরা খারাপ লোক ছিল, আমি ওদেরকে হত্যা করেছি। ব্যস, পৃথিবী কিছু মন্দ লোকের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে।'

'কিন্তু আমার জন্যই তো আপনাকে শাস্তি পেতে হয়েছে।'

'ওহ্, শিট! এ কারণেই তুমি এতদিন আমাকে ফোন করনি। ভেবেছ এখন শাস্তি ভোগ করছি? বোকা ছেলে মস্ত বোকা ছেলে দেখছি তুমি। আরে, তুমি যা করেছিলে ঠিকই করেছিলে। তুমি কি কখনও দেখেছ যে মানুষটা ঠিক কাজ করেছে তার বিরুদ্ধে আমি কোনদিন অভিযোগ করেছি? নাহ্, এ ব্যাপারটা আমার মধ্যে একেবারেই নেই। হ্যাঁ, আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে একটু যে চিন্তায় ছিলাম না তা নয়। তবে এর বেশি কিছু নয়। জানতাম আমাকে বড় কোনও শাস্তি দেয়ার সাহস ওদের নেই। দিতে পারেওনি। আর্মি থেকে আমাকে বের করে দিয়েছে। তাতে কী হয়েছে? এখন আমার সুইস ব্যাংক ভর্তি টাকা, আমি আমার বৌকে সঙ্গে নিয়ে মস্ত একটি মার্সিডিজ চালাই, ওরা আমার গাড়ির দরজা খুলে দেয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কাজেই বলো, খোকা, তোমার ওপর আমার রাগ থাকবে কেন?'

ডেভিড এলিয়ট গত পঁচিশটা বছর অপরাধবোধে ভুগেছে মাম্বা জ্যাককে তার কারণে কোর্ট-মার্শালে যেতে হয়েছে বলে। কিন্তু ভিক্টিম তো তাকে কোন দোষ দিচ্ছে না। বরং ধন্যবাদ দিচ্ছে।

'আমার কথা শুনছ, খোকা?'

'শুনছি,' বলল ডেভ।

'এখন আসল কথাটা বলো। তোমাদের ওখানে তো এখন রাত তিনটা। এত রাতে স্রেফ আমার কুশল জানতে নিশ্চয় ফোন করনি।'

'হুঁ।'

'তাহলে বলো কেন ফোন করেছ।'

ডেভ হড়বড় করে কথা বলতে যাচ্ছিল। জিভের রাশ টেনে ধরল। বুক ভরে দম নিল। তারপর বলল, 'জ্যাক, আপনি জন র‍্যানসম নামে কাউকে চেনেন?'

উদ্ভাসিত হলো জ্যাকের কণ্ঠ। 'জনি র‍্যানসম? অবশ্যই চিনি। ও তো ইউনিটের মাস্টার সার্জেন্ট ছিল। তুমি আসার আট/নয় মাস আগে ও ইউনিট ছেড়ে চলে যায়।'

দমে গেল ডেভ। র‍্যানসম ক্রুয়েটারের লোক ছিল। হয়তো দুজনের মধ্যে

এখনও যোগাযোগ আছে।

'সে এখন কোথায়?'

'তার নাম এখন ওয়াশিংটনের বড় কালো দেয়ালটাতে লেখা আছে।'

'মারা গেছে?' ঠোঁট কামড়াল ডেভ।

'হ্যাঁ। ওর কথা জানতে চাইছ কেন?'

'কেউ ওর নামটা ব্যবহার করছে। বলছে সে আপনার সঙ্গে কাজ করেছে।'

'অনেকেই করেছে। দেখতে কেমন সে?'

'বিশালদেহী, পেশীবহুল শরীর। বালুরঙা ধূসর চুল। চৌকোনা মুখ। লম্বা পাঁচ ফুট দশ-এগারো হবে। অ্যাপালাচিয়ান টানে কথা বলে। এর আসল নাম বোধহয় ডোনাল্ড বা এ জাতীয় কিছু।'

'সার্জেন্ট জনির সময় ইউনিটে দুজন ডোনাল্ড ছিল। একজন লেফটেনেন্ট, অপরজন ক্যাপ্টেন। দ্বিতীয়জনকে সবাই ডাকত 'আইসম্যান' বলে, অপরজনকে 'ক্যাপ্টেন কোল্ড,' দুজনেই তোমার মত বেয়াদব।'

'আমি বেয়াদব ছিলাম না।'

'অবশ্য ওদের দুজনের সঙ্গে তোমার একটা পার্থক্য আছে। তোমার সেন্স অব হিউমার প্রখর। ওরা রসিকতার করতেই জানত না। তোমার এ ডোনাল্ড সম্পর্কে আর কী জান তুমি?'

'এ লোকের অসংখ্য আইডি। একটি কার্ডে লেখা সে ভেটেরান ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। আরেকটি কার্ড বলছে সে স্পেশালিস্ট কনসাল্টিং গ্রুপ-এর সঙ্গে জড়িত।'

জ্যাক জোরে শ্বাস টানলেন। 'এদের সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল ডেভ। 'এরা কারা, জ্যাক?'

জ্যাকের কণ্ঠে ঘৃণা। 'কন্ট্রাক্টর। এ ধরনের লোকদের ছায়াও মাড়াতে চাই না আমি।'

'কী...'

নাক সিঁটকানোর শব্দ করলেন মাম্বা জ্যাক।

'প্রফেশনাল। তারা যে ধরনের কাজ করে তা আমি কোনদিনই করব না।'

'কাদের জন্য কাজ করে?'

'যাদের টাকা আছে তাদের জন্য। এদেরকে দিয়ে যে কেউ নোংরা কাজ করিয়ে নিতে পারে।'

'সরকার?'

'আজকাল সরকারের সঙ্গে এরা কাজ করছে না এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। ওয়াশিংটনের কেউ তাদেরকে স্পর্শ করবে না। তার মানে এ নয় যে, এদের

সঙ্গে ওয়াশিংটনের কারও সম্পর্ক নেই। দু-একজনের সঙ্গে সম্পর্ক থাকতেই পারে। সরাসরি সম্পর্ক নয়, প্রধান কন্ট্রাক্টর কিংবা সাব-কন্ট্রাক্টর হিসেবেও নয়। হয়তো সাব-সাব কন্ট্রাক্টর হিসেবে। কিন্তু এদের ব্যাপারে তোমার এত কৌতূহল কেন?'

'কারণ আছে। এদের সম্পর্কে আরও বলুন, এরা কী করে?'

'আমি এদের কাউকে চিনি না। চিনতে চাইও না। এদের কাজ স্পেশালিস্টদের মত। সব ধরনের কাজে সিদ্ধ হস্ত। গোয়েন্দাগিরি, লুঠতরাজ, বোমাবাজি, অস্ত্র ব্যবসা। হেন কাজ নেই তারা করে না বা পারে না। এরা বায়োলজিক্যাল অপরাধের সঙ্গেও জড়িত।'

'যেমন?'

'প্লেগ, মহামারী ব্যাধি। বায়োলজিকাল অস্ত্র হিসেবে জীবাণু এবং ভাইরাস ব্যবহার। গুঞ্জন আছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের অনেক বিজ্ঞানী এসব নিয়ে নাকি কাজ করতেন। শোনা যায়, এখনও কেউ কেউ এ কাজ করে চলেছে।'

দীর্ঘ বিরতি। ডেভ একটা সিগারেট ধরাল।

'কী ব্যাপার, হঠাৎ চুপ হয়ে গেলে যে?' জ্যাকের গলার স্বর মৃদু। কণ্ঠে উদ্বেগ।

'ভাবছি, জ্যাক।'

'কী ভাবছ?'

'পঞ্চাশ বছর আগে, ধরুন ম্যাক আর্থারের একজন আর্মি ডাক্তার একটি জাপানী বায়োলজিকাল উইপন্স রিসার্চ ফ্যাসিলিটির কথা জানতে পারে তো কী ঘটবে?'

'সহজ প্রশ্ন, বেটা। সে ওই জিনিস নিয়ে বাড়ি ফিরবে। যেভাবে নাকি রকেট সায়েন্স ল্যাবগুলো কাজ করত। সব লোক তাদের সঙ্গে যেত।'

'তারপর?'

'তুমি নিশ্চয় জানো বায়োলজিকাল অস্ত্র অবৈধ। কংগ্রেস এ অস্ত্র বাতিল বলে ঘোষণা করেছে, চুক্তিতেও একে বাদ দেয়া হয়েছে। কাজেই ওরা যা করছে সব গোপনে। এতে হয়তো স্পেশালিস্ট কনসাল্টিং কিংবা এরকম কারও কাছ থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে। আর খুব কম মানুষই এ বিষয়টি সম্পর্কে জানে। যারা জানে তাদেরকে মুখ খুলতে নিষেধ করা হয়েছে। আরল সাগরে বায়োপ্রেপারাট দ্বীপে এ অস্ত্র তৈরি করা হতো। ওখানে খুব কম মানুষেরই প্রবেশাধিকার ছিল। আর যারা একবার ও দ্বীপে যেত তারা আর ফিরে আসত না। কেউ এ বিষয়ে মুখ

খোলার চেষ্টা করলে তাদের মুখ চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হতো।'

'শেষ প্রশ্ন, জ্যাক। ও ধরনের অস্ত্র দ্বারা কেউ আক্রান্ত হলে তার ভাগ্যে কী ঘটবে?'

'সে মারা যাবে, বেটা।'

সেই বানরটা। সেই হারামজাদা বানরটা।

মার্গের বেড়ালটা যখন ডেভকে থাবা মারার চেষ্টা করেছিল তখনই সন্দেহটা ঢুকে যায় ওর মনে। লকইয়ার তাদের গবেষণাগারে বায়োলজিকাল অস্ত্র তৈরি করছে। আর এ কাজটা চলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে। এবং কাজটা শুরু করেছিলেন গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠাতা।

ওটা অস্ত্র তৈরির গবেষণাগার। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় সাধারণ একটি বায়োটেক কোম্পানি। কিন্তু ভেতরে—পাঁচ নাম্বার ল্যাব—এটি সাধারণ কোনও গবেষণাগার থেকে অনেক দূরে। ল্যাবের বানরটিও সাধারণ কোন বানর নয়। ওটাকে কোনও পরীক্ষামূলক ভাইরাস দিয়ে আক্রান্ত করা হয়েছে। ওটা খাঁচা ভেঙে পালিয়ে আসে এবং কামড়ে দেয়...

কামড়ে দেয় মৃত ডেভিড এলিয়টকে।

বার্নি লকইয়ার কেনার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। কে জানে কীভাবে এবং কেন? হয়তো হ্যারি হ্যালিওয়েল পুরো ডিল করেছে। কিংবা অন্য কেউ। এতে কিছু এসে যায় না। এসে যায় বার্নির মৃত্যু। তাঁকে একগাদা মিথ্যা কথা বলা হয়েছে। এ মিথ্যা তাঁর মৃত্যু ডেকে এনেছে।

বেচারী বার্নি। ডেভ বার্নির অফিসে বসে এক কাপ কফি খাচ্ছিল। বার্নি একই কাপে কফি পান করছিলেন। তারপর তিনি আত্মহত্যা করেন। এবং বলে যান, 'বার্নি লেভি শুধু বার্নি লেভিকেই দোষারোপ করে।' বলে তিনি পঁয়তাল্লিশ তলা থেকে লাফিয়ে পড়েন। হাতে কফির কাপ নিয়ে।

ডেভের শরীরে এমন ভয়ংকর কোন ইনফেকশন ছড়িয়ে পড়েছে যে বার্নি ওটা দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে আত্মহত্যাই শ্রেয় মনে করেছেন। প্যাট্রিজ যখন শুনল ডেভ বিল্ডিং ছেড়ে পালিয়েছে, ও বলেছিল, 'উই আর অল ডেড মেন।'

মার্গ।

এ জন্যেই ওরা মার্গের ভ্যাজাইনাল রস আর রক্তের স্যাম্পল সংগ্রহ করেছে। ওরা ভয় পেয়েছে ভেবে...

ডেভ যদি মার্গকে চুমু খেয়ে থাকে।

বানরটার শরীর থেকে যে রোগটা ওর গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে তা সিরিয়াসের চেয়েও সিরিয়াস।

এ রোগ কি সারে?

যদি প্রতিষেধক থেকে থাকে ওরা তাহলে সেটা ডেভকে দিচ্ছে না কেন?

চার হাজার মাইল দূর থেকে মাম্বা জ্যাক ক্রুয়েটার জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কী হয়েছে, বেটা?'

লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডেভ। 'সেটা আমি এখন বলতে চাইছি না।'

'ঠিক আছে, বলতে হবে না। তবে আমি যদি তোমার কোনও সাহায্যে আসতে পারি...'

'আপনি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। আমার যা জানার দরকার জানিয়েছেন। ধন্যবাদ।'

'নো প্রবলেম। আর শোনো, এ ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে আমাকে ফোন কোরো। হেল, ম্যান, আমরা বন্ধু ছিলাম, বন্ধু থাকব।'

'সম্ভব হলে ফোন করব, জ্যাক।'

'আশা করি তোমার কাছ থেকে ফোন পাব।'

'আচ্ছা। এখন ছাড়ি, জ্যাক?'

'শোনো, ভিয়েতনামের ব্যাপারটা মাথা থেকে একদম ঝেড়ে ফেলে দাও। ওটা বহুদিন আগের ঘটনা। এখনও ওটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও মানে হয় না।'

'তা তো বটেই, জ্যাক।'

'আর মনোবল অটুট রেখো, কেমন?'

'আচ্ছা।'

'সায়োনারা, বয়।'

'সায়োনারা, জ্যাক।'

অধ্যায় ৪৫

বায়োলজিকাল অস্ত্র। নীরব, অদৃশ্য এবং ভয়ংকর। স্টিফেন কিং-এর হরর গল্প যেন। এ অস্ত্র দিয়ে একজন শত্রু নিধন করা যায় না কিংবা একদল শত্রুও নয় অথবা সেনাবাহিনী। এ এমন এক অস্ত্র যা শুধু ব্যবহার করা হয় গোটা একটা জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে।

আর এ জিনিসই ডেভের শরীরে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

আর ও নিউইয়র্ক শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এজন্যেই ওরা ওর পিছু নিয়েছে।

ডেভের পালিয়ে যাওয়া উচিত। ওরা জানে না ডেভ এ ভবনে আছে। র‍্যানসম তার লোকদেরকে সিঁড়ি এবং এলিভেটরে পাহারা বসাতে মানা করেছে। মাইনা নামের লোকটা, যে লবির পাহারায় আছে, ডেভকে সে আমেরিকান ইন্টারডাইন ওয়ার্ল্ডওয়াইন-এর একজন সমকামী কর্মী বলে ধরে নিয়েছে। একে ফাঁকি দিতে পারবে ডেভ।

ও যদি পালাতে পারে তো নিরাপদে থাকবে। একবার রাস্তায় যেতে পারলে...

ও যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারবে। তেমন ঝামেলা হবে না। একটা ক্যাব ধরবে ডেভ। ড্রাইভারকে বলবে হাডসন নদী পার হয়ে ওকে নিউ জার্সি পৌঁছে দিতে। নিউ আর্ক ট্রেন স্টেশনে গিয়ে আমট্রাক এক্সপ্রেসে চেপে ও ফিলাডেলফিয়া কিংবা ওয়াশিংটনে যেতে পারবে। তারপর প্লেনে চেপে বসবে। ওর কাছে যে পরিমাণ টাকা আছে তা দিয়ে বিশ্বের যে কোনও দেশে যেতে পারবে ডেভ।

লুকিয়ে পড়ার পরে কয়েকটা ফোন করবে ও। মেডিকেলে, প্রেসে এবং দু-একজন কংগ্রেস ম্যানের কাছে।

যদি এ রোগের প্রতিষেধক থেকে থাকে, পাবলিসিটি ওদেরকে বাধ্য করবে ডেভকে ওষুধ দিতে। আর যদি না থাকে...ও ব্রিজ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে।

ওকে পালাতে হবে। এখানে থাকার কোন কারণ নেই। ও কেন শুধু শুধু

মারামারিতে জড়াতে যাবে।

না, এখানে থাকার একটা কারণ আছে।

মার্গ। মেয়েটাকে উদ্ধার করতে হবে র‍্যানসমের কবল থেকে।

কারণ আরও একটা আছে।

র‍্যানসম। ওর সঙ্গে ডেভের বোঝাপড়া আছে।

অধ্যায় ৪৬

রাত ৩:৩৬—পুবের আকাশে ভোরের প্রথম আলো ফোটার আর দেড় ঘণ্টা বাকি : সূর্য উঠবে আরও তিন ঘণ্টা পরে।

আকাশের দিকে শেষ বারের মত দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইল ডেভ। সবচেয়ে কাছের দিগন্তে আকাশ ম্লান, হালকা বিয়ারের মত রঙ, হাজার হাজার রাস্তার বাতির আলোয় নক্ষত্রপুঞ্জ আবছাপ্রায়। অনেক উঁচুতে সবচেয়ে উজ্জ্বল কয়েকটি তারা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। কিন্তু মাথার ঠিক ওপরের আকাশ কালো, তারাগুলো ঝলমলে।

শহরের রাতের আকাশ দেখতে কত সুন্দর, বিদ্যুত বাতি এই চমৎকার সৌন্দর্য দেখা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে শহরবাসীকে। শেষ কবে এভাবে রাতের আকাশ দেখেছে ডেভ মনে পড়ে না। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও। রেন্ট-এ-কারের রেডিওতে শুনেছিল ঝড়-বৃষ্টি হবে। কিন্তু পরিষ্কার আকাশে ঝড়বৃষ্টি আসার কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।

ডেভের চারপাশের শহর স্থির, অচঞ্চল। দূরে দক্ষিণে ব্যাটারি এবং জেটি ছাড়িয়ে ভেরাজানো ব্রিজের আলো দেখা যায়। ওই ব্রিজে জীবনেও যায়নি ডেভ। নিউইয়র্কে কুড়িটি বছর কাটিয়েছে ও অথচ আজতক স্টেটান আইল্যান্ড যাওয়া হয়নি। দ্বীপটি এ শহরেরই অংশ। ওখানে মানুষজন বাস করে। ওখানে রেস্টুরেন্ট, থিয়েটার এবং সম্ভবত দুএকটি জাদুঘরও আছে। ওই দ্বীপে যাওয়ার চিন্তা কখনও ডেভের মাথায় আসেনি।

যখন মানুষ মরতে বসে কত অদ্ভুত চিন্তাই না ভর করে মাথায়!

আরেকটি অদ্ভুত ব্যাপার হলো সেনটেরেক্সে এতদিন ধরে ও কাজ করছে অথচ কোনদিনই বিল্ডিংয়ের ছাদে যায়নি। অন্য বিল্ডিংয়ের ছাদে অবশ্য গেছে। ডেভের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের ছাদে একটি রুফ টপ গার্ডেন আছে। গরমের সময়, রোববারের সকালগুলোতে ওখানে গিয়ে *দ্য নিউইয়র্ক টাইমস* পড়েছে ডেভ। হেলেন ওদের বিয়ের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করেছে শহরের আরেক ভবনের ছাদে। অন্যান্য বাড়ির ছাদেও গিয়েছে ডেভ। কিন্তু এ অফিসের ছাদে কখনও যাওয়া হয়নি। কেবল আজই ও ছাদে উঠল।

ছাদের অবস্থা যাচ্ছেতাই। মাঝখানটা দখল করে রেখেছে বিল্ডিং-এর এয়ার সিস্টেম, প্রকাণ্ড, ধূসর রঙা একটি যন্ত্র। এমনকী এসময়েও, লো পাওয়ারের সেট করা, তবু গুমগুম শব্দ করে চলেছে। চারদিকে ছড়ানো-ছিটানো স্ট্যান্ডপাইপ, ভবনে আগুন লেগে গেলে তা নেভানোর জন্য বসানো হয়েছে ইমার্জেন্সি ওয়াটার রিজারভয়ার, অসংখ্য পাইপ এবং সিমেন্টের ব্লকহাউজ।

ছাদটাকে ঘিরে রেখেছে ডাবল রো-র ধাতব রেলিং। রেলিং পরীক্ষা করে নিল ডেভ। ঝুঁকল। তাকাল নীচে। অনেক নীচে রাস্তা। কুচকুচে কালো অ্যাসফল্টের রাস্তা। তবে একটা জায়গা একটু বেশি কালো।

বার্নি।

ওই ব্যাপারটা নিয়ে আর ভাবতে চায় না ডেভ। বিশেষ করে এখন যে কাজটা ও করতে যাচ্ছে এ সময় ওসব নিয়ে চিন্তা না করাই ভালো।

লম্বা কেবলটা টেনেটুনে দেখল ডেভ। এ কেবলই ওকে কয়েক ঘণ্টা আগে ওর জীবন বাঁচিয়েছে। টেলিফোন রুমে আড়াইশো ফুট লম্বা তারের আরেকটা স্পূল পেয়েছে ও। বেশ শক্ত তার। ডেভের ওজন ধরে রাখতে পারবে। তবে আশংকার কথা হলো জিনিসটা রাবারের। খুব বেশি পিচ্ছিল এবং দেয়াল বাইবার জন্য অতিরিক্ত রকম সরু। সরু তারটাকে ডাবল করে পেঁচিয়ে মোটা একটা তারে রূপান্তর ঘটাল ডেভ। তারপর প্রতি তিনফুট অন্তর একটা করে মজবুত গিট্ঠু দিল। গিট্ঠুগুলো ওকে তারটাকে ধরে রাখতে সাহায্য করবে, সহজে পিছলাবে না।

ডেভ টেলিফোন রিপেয়ারম্যানের গ্লাভস খুলে ফেলল হাত থেকে। উরুতে হার্নেসের বাঁধন শক্ত করল, তারটা শেষবারের মত পরীক্ষা করে রেলিং-এ উঠে পড়ল।

তার শক্ত করে ধরল ডেভ, ছাদের কিনারে পা রাখল, শরীরের ওজন চাপিয়ে দিল তারের গায়ে। একটি পায়ের নিচে অপর পা, এক হাতের ওপরে অপর হাত, একেবারের একেক গিট্ঠু, ডেভিড এলিয়ট পঞ্চাশ তলা ভবনের দেয়াল বেয়ে নামতে লাগল।

পঁচিশ বছর আগে শেষ এ ধরনের কাজ করেছে ও। ফোর্ট ব্রাগে ১৫০ ফুট উঁচু দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠে আবার পিছু হেঁটে নামতে হয়েছে ওদের। ডেভের ট্রেনিং ইউনিটের দু সদস্য পিছিয়ে গিয়েছিল ভয়ে। তৃতীয়জন দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠে নিশ্চল হয়ে গিয়েছিল। নামার আর সাহস করতে পারেনি। এদের সকলের কপালে জুটেছে তিরষ্কার। অন্যদের সঙ্গে ডেভও ওই তিনজনকে নিয়ে সেদিন খুব হাসাহাসি করেছে।

এখন নিশ্চয় হাসি আসছে না, আসছে কি?

কেবল্-এর হার্নেস ডেভের উরু কামড়ে রেখেছে নির্দয়ভাবে। দ্রুত নামতে না পারলে পা জোড়া সমস্ত অনুভূতি শক্তি হারাবে।

জানালার মাঝখানে উঁচিয়ে আছে গ্রানিটের খণ্ড। ডেভ ওখানে পা রাখল। ওর জুতোজোড়া বেল্টে গুঁজে রেখেছে। গ্রানিট পাথর কর্কশ, সুঁচাল এবং শীতল। মোজা ফুঁড়ে লাগছে পায়ে।

এ বিল্ডিং বানানো হয়েছে ষাটের দশকের প্রথম ভাগে। ত্রিশ বছরে বাতাস, বৃষ্টি এবং বায়ুদূষণ ক্ষয় করে তুলেছে পাথর। কোথাও কোথাও পেন্সিল ঢোকার মত গর্ত হয়ে আছে। হয়তো আর কয়েক বছরের মধ্যে পাথরের কারুকাজগুলো ভেঙে পড়তে শুরু করবে। পাথর খণ্ড খসে খসে বৃষ্টির মত পড়বে রাস্তায়। ডেভ ভাবছে এ ধরনের ভবন নিউইয়র্কে আরও কতগুলো আছে কে জানে।

পঞ্চাশ তলা পার হয়ে এল ডেভ। এ তলায় আলো জ্বলছে না। নামার আগে বাতিগুলো পরীক্ষা করে দেখা উচিত ছিল। নিচে উঁকি দিল ডেভ। পঁয়তাল্লিশ তলা পর্যন্ত কোন আলো জ্বলছে না। যাক বাবা বাঁচা গেল।

বাঁচা গেল?

রশির বদলে এ তার ব্যবহার করতে হচ্ছে ওকে। পিচ্ছিল তারে হাত ছিলে যায়, পেশীতে টানও লাগছে। পেশীতে শেষ পর্যন্ত না খিঁচ ধরে যায়।

সাতচল্লিশ এবং ছেচল্লিশ তলার মাঝখানে ডেভের পায়ের গোড়ালি বাড়ি খেল ভবনের আলগা হয়ে থাকা, নুড়ি সাইজের একটি গ্রানিট পাথরখণ্ডে। ছয় সেকেন্ড পরে ওটা বোমা ফাটার শব্দ তুলে আছড়ে পড়ল নিচে, সবুজ একটি আবর্জনার ড্রামের ওপর। লবিতে পাহারায় থাকা মাইনা যদি নিতান্তই গর্দভ না হয়, কীসের আওয়াজ হলো জানতে তার লোক পাঠাবে।

অবশ্য রাতের নিউইয়র্কে কত অদ্ভুত এবং বিচিত্র শব্দই না হয়। কে অতশত খেয়াল করে! লোকে এসবে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। মাইনাও হয়তো পাথর পড়ার শব্দটাকে পাত্তা দেবে না।

পঁয়তাল্লিশ তলা আসছে। লাস্ট স্টপেজ।

বিল্ডিং-এর উত্তরপুব কোনের ছাদ থেকে নেমেছে ডেভ। ৪৫ তলায় পৌঁছানোর পরে ওর বাম দিকে থাকবে সেই জানালাটা যেটা ভেঙে বার্নি নিচে লাফিয়ে পড়েছিলেন।

জানালায় এতক্ষণে কভার দেয়ার কথা। তবে প্রশ্ন হলো ভাঙা জানালা কী দিয়ে ঢাকা হয়েছে—ক্যানভাস নাকি প্লাইউড?

জানালার লেভেলে নেমে এল ডেভ। ক্যানভাস দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে জানালা।

তারের দৈর্ঘ্যের মাপ নিয়ে হিসেবে ভুল হয়ে গেছে ডেভের। ওর পায়ের

নিচে মাত্র তিন/চার গজ রশি ঝুলছে। বার্নির অফিস থেকে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়তে হলে ওকে বিপদে পড়তে হতে পারে।

পাথরে পা রাখল ডেভ, তারটা পেঁচিয়ে নিল ডান হাতে। বাম হাতে ধরে রাখা গ্রিপ ছেড়ে দিল। তার ওর মাংসে বসে গেল। ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠল ডেভের চেহারা। ও শরীরের নিচে ঝুলতে থাকা কয়েকগজ রশি কুণ্ডুলি পাকাল, বাঁধল, তারপর মুক্ত করল ডান হাত।

এবারে সত্যিকারের বিপজ্জনক কাজ। রাস্তা থেকে প্রায় সাড়ে চারশো ফুট ওপরে ও—যদিও এতখানি উঁচু থেকে মাটিতে কোনও জিনিস আছড়ে পড়তে মাত্র ছয় সেকেন্ড সময় নেয়। ডেভিড এলিয়ট ধাক্কা মেরে বিল্ডিং-এর ধার থেকে সরিয়ে নিল নিজেকে, তারপর ছুটে গেল ক্যানভাসে ঢাকা জানালায়। তারটা মৃদু শব্দ করল। ওর ওজন ধরে রাখতে পারবে তো? ছিঁড়ে যাবে না তো?

ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলছে ডেভ। ক্যানভাসে ঢাকা জানালা থেকে সরে এসেছে ও দুলুনির চোটে, কাচের জানালার প্রায় ধারে এসে পড়েছে। আবার শরীরটাকে পিছিয়ে নিল ডেভ।

জানালাগুলো অ্যালুমিনিয়াম কার্টেনওয়ালে বসানো। গ্রানিট পাথরের কারুকাজ থেকে ইঞ্চি দুয়েক সামনে বেড়ে রয়েছে কার্টেনওয়াল। ডেভ যদি ধাতব টুকরোটা আঙুল দিয়ে চেপে ধরতে পারে, থেমে যাবে দুলুনি, সামনে শরীরটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে ও। তারপর উঁকি দিতে পারবে জানালায়। বার্নির অফিসে র‍্যানসম ওর জন্য কোনও চমক রেখেছে কিনা তা দেখতে পারবে।

কাচের জানালার কিনারগুলো ডেভের দিকে যেন ছুটে আসছে। খপ করে কিনারা ধরে ফেলল ও। দুলুনির গতিতে ওর হাত প্রায় পিছলে যাচ্ছিল কিনারা থেকে। দাঁতে দাঁত চেপে জানালার ধাড়ি ধরে থাকল ডেভ।

ওর হাতের আঙুল ঘেমে গেছে, পা পাগলের মত গ্রানিটের আশ্রয় খুঁজছে, সরু রশি ওর উরুর মাংস ছিঁড়ে বসে যাচ্ছে ভেতরে...

ধরে ফেলেছে ডেভ—জানালার সরু সিল বা গোবরাট এখন ওর হাতের মুঠোয়, কাচের জানালায় নাক ঠেকিয়ে বার্নির অফিসে তাকাল ও।

আলো জ্বলছে। ভেতরে কেউ নেই।

অধ্যায় ৪৭

লকইয়ারের ওপর লেখা বার্নির ফাইলের রঙ ছিল নীল। ডেভের মনে আছে সেনটেরেক্সের অপারেটিং ডিভিশন-এর ফাইলগুলোর পেছনে রাখা ছিল ওই ফাইল।

কয়েক ঘণ্টা লকইয়ারের ফাইলটিকে মোটাসোটা দেখে গেছে ডেভ। এখন ওটা পাতলা। ভেতরে একটি মাত্র কাগজ। তাতে একটি চিরকুট লেখা :

মি. এলিয়ট, আমার মনে হয় না যে আপনি এতদূর আসতে পারবেন। তবে আপনাকে যতটা চতুর ভেবেছি তার চেয়ে যদি ঘটে বেশি বুদ্ধি রাখেন তাহলে বলব এখন দয়া করে রণেভঙ্গ দিন। J.R.

ডেভ বার্নির মন্ট ব্লাঙ্ক পেন দিয়ে র্যানসমের চিঠির জবাবে নিচে লিখল J.R. অশিক্ষিত মূর্খ, 'Smarter' শব্দটি লিখতে তুমি দুটো 'T' ব্যবহার করেছ। আসলে হবে একটি 'T'। আর তোমার মাথায় যদি সত্যি বুদ্ধি থাকে, তুমিই বরং রণেভঙ্গ দাও। D.P.E.

বার্নির ডেস্কে খোলা রইল ফোল্ডার। র্যানসমের চোখে চিঠিটি পড়বে কিনা জানে না ডেভ, তবে যদি ওটা সে দেখে রেগে বেগুনি হয়ে যাবে সে। আর ডেভ ওকে রাগাতেই চায়।

বার্নির অফিসে নতুন একটি জিনিস দেখতে পাচ্ছে ডেভ যা আগে ছিল না। দরজার পরে ছোট, ধূসর একটি বাক্স। কন্ট্যাক্ট অ্যালার্ম, অনুমান করল ডেভ। সম্ভবত রেডিও আছে ওতে। যদি তা-ই হয়, ওটা কাজে লাগবে ওর।

ধূসর বাক্সটি পরীক্ষা করে দেখল ও। বাক্সের তলা থেকে প্রায় অদৃশ্য একটি তার বেরিয়ে এসেছে দরজা এবং ওটার কাঠামোর মাঝখান থেকে। তারটি দরজার সঙ্গে আটকানো; দরজা খুললেই ছিঁড়ে যাবে তার, নীরব সিগনাল বেজে উঠবে। এটা সহজ একটা অ্যালার্ম, সস্তা এবং ফুলপ্রুফ, শিকারী নিশ্চিত জানতে পারবে তার শিকার ফাঁদে পড়েছে।

তবে শিকার যদি আগেই ফাঁদটি টের পেয়ে যায় এবং এ থেকে পরিত্রাণের উপায় খোঁজে তাহলে ওই অ্যালার্ম কোন কাজেই আসবে না।

ডেভ বার্নির ক্লজিট খুলে এক রোল টেপ বের করল। তারপর খুব সাবধানে

টেপ পেঁচালো তারের ট্রিগারে। টেপের স্পূল ছাড়তে ছাড়তে পিছিয়ে যেতে লাগল ভাঙা জানালার দিকে। এ জানালা দিয়েই একটু আগে ও ঘরে ঢুকেছে।

জানালার ধারে এসে হাত বাড়িয়ে ক্লাইম্বিং হার্নেসটা টেনে নিল ডেভ।

আরেকটা কাজ আছে ওর।

সেনটেরেক্সের কর্পোরেট বোর্ডরুম বার্নির অফিসের সঙ্গে সংযুক্ত ওক কাঠের একটি দরজা দ্বারা। ডেভ জানে র‍্যানসম ওখানে তার লোকদের পাহারায় বসাবে, বলবে তারা যেন অস্ত্র হাতে রেডি থাকে।

ডেভ বোর্ডরুমে ঢুকে ওখানে যারা ওর জন্য ওঁৎ পেতে আছে তাদেরকে গুলি করে শেষ করে দিতে পারে। বেশি সময় লাগবে না। আর শয়তানদের নিকেশ করতে ওর খারাপও লাগবে না।

মাথা ঝাড়া দিয়ে চিন্তাটা আপাতত দূর করে দিল ডেভ। ও সতর্কতার সঙ্গে উরুতে বাঁধা রশি পরীক্ষা করল, ক্লাইম্বিং হার্নেস ঠিকমত বেঁধেছে কিনা দেখে নিল। তারপর পেছন দিকে একবারও না তাকিয়ে ঝুলে পড়ল শূন্যে।

ঠিক তখন র‍্যানসমের কণ্ঠ ভেসে এল রেডিওতে 'রাত পোনে তিনটা বাজে, বন্ধুগণ, সবাই কথা বলা বন্ধ করো।'

শোনা গেল আরেকটি কণ্ঠ। 'মাইনা বলছি। অল কোয়ায়েট। পেট্রেল, কিলডিয়ার এবং র‍্যাভেন স্টেশনে আছে।' লবির সেই লোকটা যে সমকামীদের দুচক্ষে দেখতে পারে না।

নীচ তলায় চারজন লোক। একসঙ্গে সবক'টাকে কব্জা করা যাবে।

'প্যাট্রিজ রিপোর্টিং, রবিন। গ্রেল্যাগ, ওভেনবার্ড, লুন, ফিজ অ্যান্ড কনডর ইন পজিশন। ও যদি পুবদিকের সিঁড়ি বেয়ে আসে, খুব সহজে আমার শিকার হবে।'

পুবদিকের সিঁড়ি পাহারা দিচ্ছে ছজন।

'প্যারেট বলছি। স্টক, ডার্টার, বাযার্ড, ম্যাকাও এবং ওয়ার্বলার আমার সঙ্গে আছে।'

'পিজন বলছি। পশ্চিমে আমরা কজন আছি—রিং ডাভ, ককাটিয়েল, ফ্যাট বার্ড, ইগ্রেট এবং হুইপপুর উইভ। অল চেকড ইন।'

চুয়াল্লিশ তলায় কমপক্ষে বারোজন মানুষ। আরও কত আছে?

'কিং ফিশ বলছি, এখানে আছি কনহুন, আমি এবং আরও তিনজন বন্ধু।'

'দাঁড়াও!' চড়া গলা র‍্যানসমের। 'তোমরা কজন আছ আবার বলো।'

'অ্যাফারমেটিভ, রবিন। রিংডাভ, ককাটিয়েল, ফ্যাটবার্ড, ইগ্রেট এবং হুইপপুর উইল।'

কঠিন শোনাল র‍্যানসমের গলা। 'তাহলে তো পাঁচজন হলো। তোমাদের

দলে তো ছজন লোক থাকার কথা। স্নাইপ কোথায়?'

কিং ফিশার নামের লোকটা জবাব দিল, 'না, সে আপনার দলে থাকার কথা, রবিন।'

কেঁপে গেল র‍্যানসমের গলা। 'স্নাইপ? স্নাইপ, কথা বলো। কোথায় তুমি?'

ডেভ জানে স্নাইপ কোথায়। বারোতলায় মুখে ডাক্ট টেপ এঁটে অজ্ঞান হয়ে আছে।

র‍্যানসম আবার ডাকল স্নাইপকে। আবারও কোন সাড়া নেই।

'ওহ ড্যাম,' হিসিয়ে উঠল র‍্যানসম। 'ওহ গড ড্যাম।' ডেভের মনে হলো র‍্যানসমের কণ্ঠ ভয়ে কাঁপছে। কিন্তু পরমুহূর্তে বুঝতে পারল ভয় নয়, লোকটার গলা কাঁপছে উৎকট উল্লাসে।

'ও ফিরে এসেছে! মাইনাকে ফাঁকি দিয়েছে! ও এখানে।'

প্যাট্রিজ, র‍্যানসমের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ফিসফিস করল, 'আমরা এখন ওকে কব্জা করতে পারব, তাই না, স্যার?'

'অ্যাফারমেটিভ,' র‍্যানসমের কণ্ঠ থেকে ভাবাবেগ উধাও। শীতল গলায় হুকুম দিল। 'হেডকোয়ার্টারে ফোন করো। ওদেরকে বলো বোমা হামলার জন্য প্রস্তুত হতে।'

'মাফ করবেন, স্যার,' কিং ফিশার বলে উঠল, 'আপনি কি 'বোমা' শব্দটা উচ্চারণ করলেন?'

'হেড কোয়ার্টার্স বলছে তারা একটা অ্যাকশন প্ল্যান সাজিয়ে রেখেছে।' প্যাট্রিজ প্রায় চিৎকার করছে।

'প্যাট্রিজ, ওদেরকে বলো ঘাঁটিতে ফিরে যেতে।'

'বোমা হামলা! জেসাস, ম্যান। হাউ দ্য ফাক...'

'অ্যাট ইজ,' আলাপচারিতার সুরে বলল র‍্যানসম। 'তোমার যদি কোন সমস্যা থাকে, কিং ফিশার, বিষয়টি নিয়ে আমরা পরে সুবিধামত কোন সময়ে আলাপ করব'খন।'

কিংফিশার কিচকিচ করছে। 'বোমা হামলার নিকুচি করি। আপনি কি আমাদের সঙ্গে মশকরা করছেন?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল র‍্যানসম। 'কাজটা যখন হাতে নিয়েছ তখনই তো জানো এটা খুব বিপজ্জনক। এখন শান্ত হও।'

'ওহ্, শিট, শিট, শিট...'

'তোমাকে ডিউটি থেকে অব্যাহত দেয়া হলো, কিং ফিশার। প্যারটের কাছে রিপোর্ট করো। কেস্ট্রেল, দলের দায়িত্ব তুমি নাও।'

'ইউ ফাক, রবিন! ইউ জায়গান্টিক ফাকিং অ্যাশ হোল...'

'কেস্ট্রেল, এ লোককে ধাক্কা মেরে ফেলে দাও।'

ধস্তাধস্তির শব্দ হলো, ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল রেডিও। তারপর একজন, সম্ভবত কস্ট্রেল, ডেভের অনুমান, ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল, 'কিং ফিশার এখন ক্যাজুয়ালিটি লিস্টে, রবিন।'

বরফের মত মসৃণ এবং শীতল গলায় র‍্যানসম বলল, 'বাকিরা সবাই শোনো। নো ডিটারমিনেশন। আবারও বলছি, এ বিষটি নিয়ে আমরা চূড়ান্ত কোনও উপসংহারে এখনও পৌছাতে পারিনি...যদিও ছোট্ট এ বিষয়টি কিংফিশারকে খুব বিব্রত করেছে। যা হোক, তোমাদের ওপর আমার আস্থা রয়েছে যে তোমরা বুঝতে পারবে সম্ভাব্য সবরকম ঘটনার জন্য প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। যারা পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারনি বা গুরুত্ব দাওনি তারাও এখন পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিষ্কার একটি দৃষ্টিভঙ্গি পেয়ে গেছ আশা করি।'

দেয়ালে পা চেপে ধরল ডেভ। ভাবছে রশি বেয়ে ছাদে পালানোর বুদ্ধিটা হয়তো খুব একটা কাজে আসবে না। অ্যালার্ম বাজিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ও নীচে নামবে আর র‍্যানসমের লোকজন বার্নির অফিসে ছুটে আসবে, এ পরিকল্পনাও কাজে নাও আসতে পারে। ওকে এরচেয়ে ভালো কোন বুদ্ধি বের করতে হবে।

খুট করে একটা শব্দ হলো, মুখ দিয়ে হুউউশ করে বাতাস ছুঁড়ে দিয়েছে র‍্যানসম। সিগারেট ধরিয়েছে ও। 'জেন্টলমেন, সিকিউরিটির রিকোয়ারমেন্টস... ওয়েল, তোমাদের অনেকেই জানতে চেয়েছ আমরা কেন মি. এলিয়টের পিছু নিয়েছি, এবং কেনইবা অস্বাভাবিক সব প্রক্রিয়ার মাঝ দিয়ে যাচ্ছি। এর আগে বিষয়টি ব্যাখ্যা করিনি তোমাদের কাছে। এবারে ব্যাখ্যা করছি।'

র‍্যানসম সিগারেটে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল, শব্দে অন্তত তা-ই মনে হলো। ধূমপানের জন্য ডেভের বুকটা হুহু করে উঠল। পকেট থেকে ভার্জিনিয়া স্লিমসের প্যাকেটটি বের করল। একটি সিগারেট মুখে গুঁজে নিয়ে ম্যাচের জন্য হাত ঢোকাল পকেটে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে পিছলে গেল সিগারেটের প্যাকেট। হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইল। পারল না। ডিগবাজি খেতে খেতে পঁয়তাল্লিশ তলা থেকে রাস্তায় রওনা হয়ে গেল ভার্জিনিয়া স্লিমস।

'আমি এখন বলব তোমাদেরকে,' বলল র‍্যানসম। 'আর নিৎসন্দেহে যেহেতু মি. এলিয়টের কাছে স্নাইপের রেডিওটি আছে, তাঁকে উদ্দেশ্য করেও কথাগুলো বলছি আমি। তোমরা শোনো। শুনুন, মি. এলিয়ট। সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনো।'

ফুসফুস ধোঁয়ায় ভরিয়ে ফেলল ডেভ। ভুল করছে র‍্যানসম। যখন ওর অ্যাকশনে যাওয়ার কথা তখন সে বক্তৃতা ঝাড়তে বসেছে। লোকগুলোকে সে তাদের মিশন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে। তাদের সমস্ত মনোযোগ এখন থাকবে

র‍্যানসমের ওপর। তারা চিন্তাও করবে না যে ডেভ এই ফাঁকে...

'মি. এলিয়টের শরীরে একটি জীবাণু বাসা বেঁধেছে। সাধারণ কোন জীবাণু নয়। বিশেষ এক ধরনের জীবাণু। ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীরা এ জীবাণুর নাম দিয়েছেন 'ত্রিধারা'। এটি দ্রুত রূপান্তর ঘটাতে পারে। তিনটি আলাদা স্তরে এর রূপান্তর ঘটে। যেমন শুঁয়াপোকা শূককীট থেকে পিউপায় রূপান্তরিত হয়, তারপর তার পরিবর্তন ঘটে প্রজাপতিতে। মি. এলিয়টের জীবাণুটি একটি সত্তা থেকে আরেকটি সত্তায় রূপান্তরিত হয়, তারপর সম্পূর্ণ আলাদা আরেক সত্তায় তার বিকাশ ঘটে, তৃতীয় স্টেজ বা স্তরে এটির পরিবর্তন ঘটে ভিন্ন একটি সৃষ্টি হিসেবে।'

সিগারেট ফেলে দিল ডেভ। শরীরটা দুলিয়ে নিয়ে বার্নির জানালায় এগিয়ে গেল। করণীয় ঠিক করে ফেলেছে ও। র‍্যানসম কোথায় কোথায় তার লোকজন পাহারায় বসিয়েছে মোটামুটি অনুমান করতে পারছে ডেভ। আগে ওই লোকগুলোকে নিরস্ত্র করা দরকার।

ভাগ্য ভালো থাকলে হয়তো কাউকে হত্যা করতে হবে না ওকে। তবে র‍্যানসমটাকে ছাড়াছাড়ি নেই। ওর মরণ ডেভের হাতে।

'কিংবা ব্যাঙের রূপান্তরের উদাহরণও দেয়া যায়। ব্যাঙের ডিম ফুটে জন্ম নেয় ব্যাঙাচি, তৃতীয় স্তরে ওটার রূপান্তর ঘটে পূর্ণ একটি ব্যাঙে।' বলে চলেছে র‍্যানসম।

হার্নেসের বাঁধন খুলে ফেলল ডেভ, বার্নির অফিসের জানালা দিয়ে সড়াৎ করে ঢুকে পড়ল ঘরে। বেল্টের নিচে থেকে একটা পিস্তল বের করে ক্লিপ বের করল। পুরো গুলি ভরা আছে। স্লাইড ধরে টানতেই একটা গুলি লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। মেঝে থেকে গুলিটা তুলে নিয়ে ফায়ারিং চেম্বারে ওটা রেখে দিল ডেভ। ফুল অটোমেটিকে রূপান্তর ঘটাল পিস্তল।

কনফারেন্স রুমে অন্তত দুজন লোক থাকার কথা। তার বেশিও থাকতে পারে। র‍্যানসমের রোলকল অনুযায়ী মোট আটশোজন আছে পাহারায়। চারজন লবিতে, তেতাল্লিশ তলায় আরও সাতজন। কিংফিশার তো আর অ্যাকশনে নেই। বাকি রইল ষোলজন, র‍্যানসম সহ। অ্যামবুশ কীভাবে পাতা হবে তার একটা হিসাব করেছে ডেভ। নেতৃত্বে থাকলে দলগুলোকে সে যেভাবে পরিচালিত করত, র‍্যানসমও যদি সে রকম পরিকল্পনা করে থাকে...

'শুরুতে এ জীবাণু ছিল নিতান্তই নিরীহ একটি জিনিস। বানর, শিম্পাঞ্জী, বনমানুষ কিংবা ওরাংওটাং-এর শরীরে এ আশ্রয় করে থাকে। তবে মি. এলিয়টের শরীরের জীবাণুটি অতিশয় খুঁতখুঁতে স্বভাবের—মি. এলিয়ট ছাড়া অন্য কাউকে হোস্ট হিসেবে তার পছন্দ নয়।'

...তিনজন লোক। তিনজনই দরজার দিকে পেছন ফিরে রয়েছে। র‍্যানসমের বক্তৃতায় এমনই মনোযোগী, দরজা খুলে যাওয়া কিংবা বন্ধ হওয়া কোনটাই তারা লক্ষ করল না।

কমব্যাট স্টাইলে দুহাতে পিস্তল চেপে ধরল ডেভ, পা বাড়াল সামনে। এর সাধারণ শ্রেণীর গুণ্ডা, স্লাইপের মত, র‍্যানসমের জাতে ওঠার যোগ্য মোটেই নয়। র‍্যানসমের মত হাই টেক অস্ত্রও তারা ব্যবহার করছে না। দুজনের হাতে ফিনিশ জেটি-মেটিক্স। এটি লাইটওয়েট নাইন মিলিমিটার সাব মেশিনগান, ৪০ রাউন্ড গুলির ম্যাগাজিন এবং ফ্যাক্টরি সাইলেন্সার। ডেভের কপালে অসন্তোষের ভাঁজ পড়ল। ৪০ রাউন্ড ম্যাগাজিন শুধু অ্যামেচাররা ব্যবহার করে। ওজনের ভারে এ অস্ত্রের নাক নেমে যায় নীচের দিকে। ট্রেনিং পাওয়া একজন প্রফেশনাল এ ব্যাপারটি জানে। একজন পেশাদার ২০ রাউন্ডের ক্লিপ ব্যবহার করবে।

তৃতীয় লোকটির কাছে রয়েছে একটি ইনগ্রাম MAC সঙ্গে ওয়েরবেল সিয়োনিক্স সাপ্রেসর, ডেভের সময় এ অস্ত্রের বেশ প্রচলন ছিল, কিন্তু এখন এটা মধ্যযুগের জিনিস হিসেবে বিবেচিত। আর গর্দভটা অস্ত্রটা রেখেছে টেবিলের ওপর। ডেভ ওর বাঁ হাত বাড়িয়ে দিল...

'আমি যা বলেছিলাম এটি তিনস্তর বিশিষ্ট একটি জীবাণু। প্রথম স্তরে তেমন কিছুই ঘটবে না। শুধু জীবাণুটি তোমার উষ্ণ রক্তের মধ্যে মিশে যাবে। রক্ত তাকে খাদ্য জোগাবে। রক্তের নিবাস জীবাণুর পছন্দ হয়ে যায় বলে সে ওখানে আবাস গড়ে তোলে। তারপর সে পরিবার সৃষ্টি শুরু করে দেয়। বৃহৎ পরিবার। এ অধ্যায়কে বলা হয় উৎপাদন পর্ব। প্রতি পঁয়তাল্লিশ মিনিট অন্তর সে ব্রিডিং করতে থাকে। প্রথমে জন্ম নেয় দুটি জীবাণু, পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে চারটি। আরও পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে আটটি। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে উৎপাদন প্রক্রিয়া কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়। এ পর্বের সমাপ্তি যখন ঘটে, ছোট্ট জীবাণুটি ততক্ষণে চারশো কোটিরও বেশি সন্তানের জন্ম দিয়ে ফেলেছে, জেন্টলমেন, সংখ্যাটি চারশো কোটিরও বেশি।'

...ধাক্কা মেরে মেশিন পিস্তলটি ফেলে দিল মেঝেতে। 'মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও সবাই,' ফিসফিস করল ডেভ।

একজন ঘুরল, হাতে জেটি-মেটিক। পিস্তল দিয়ে তার মুখে ধাঁই করে মেরে বসল ডেভ। লোকটার দাঁত ভেঙে মুখ দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে এল রক্ত। সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগেই ডেভ বলে উঠল, 'কেউ নড়াচড়া করবে না। তাহলে মরবে না। আমি চাই না—'

MAC হাতে লোকটা—আসলে এক তরুণ—ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা। কোটরের মধ্যে চোখের মণি ঘুরছে নির্জলা আতংকে। কথা বলার সময় মুখ দিয়ে

লালা পড়ল। 'এ লোকের ভয়ানক কোনও অসুখ হয়েছে। এইডস বা এ জাতীয় কিছু। জেসাস, আমার ধারে কাছেও ঘেঁষবেন না। সে টলতে টলতে রওনা হয়ে গেল দরজার উদ্দেশে।

ডেভ ছোকরার উরু লক্ষ্য করে পিস্তল তুলল। ছেলেটাকে ও হত্যা করতে চায় না। কাউকেই খুন করার ইচ্ছে ওর নেই। তবে ও যদি ছেলেটার পায়ে গুলি করে তাহলে সে...

'চব্বিশ ঘণ্টা পরে দ্বিতীয় পর্বের শুরু। দ্বিতীয় পর্বের সময়সীমা বাহাত্তর ঘণ্টা—তিন দিন। এ মুহূর্তে আপনার শরীরে ওই অবস্থাতেই জীবাণু আছে, মি. এলিয়ট। ওটার পরিবর্তন ঘটেছে, নির্দোষ, নিরীহ জীবাণু থেকে অন্য কিছুতে রূপান্তরিত হচ্ছে সে। শুঁয়োপোকার পিউপায় রূপান্তর ঘটেছে এবং পিউপার রয়েছে নির্দিস্ট একটি লক্ষ্য।'

...চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবে। তার চিৎকার শুনে সাবধান হয়ে যাবে র‍্যানসমের লোকজন। এটা হতে দিতে পারে না ডেভ। পিস্তলের মায্‌ল তুলল ও, ফায়ার করল। তাকাল অন্য দিকে। তৃতীয় লোকটার অস্ত্র মেঝেতে। হাত মাথার ওপরে। সে দেয়ালের সঙ্গে সেঁধিয়ে যেতে যেতে ককিয়ে উঠল, 'আমাকে ছোঁবেন না, ভাই। আপনি যা করতে বলবেন, করব, শুধু দয়া করে আমাকে স্পর্শ করবেন না।'

মাথা ঝাঁকাল ডেভ। নিক লী'র মেডিসিন কেবিনেট থেকে আনা ওষুধের একটা বোতল পকেট থেকে বের করল। 'ঠিক আছে, খোকা। নাও, এখান থেকে গোটা পাঁচেক বড়ি গিয়ে ফেলো। তোমার পেছনে মদ খাওয়ার একটা গ্লাস আছে। ওতে পানি নিয়ে বড়িগুলো খেয়ে নাও।'

ছেলেটির চেহারায় উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা। ডেভ মুখে বন্ধুসুলভ হাসি ফোটানোর চেষ্টা করল। তবে ফুটল না।

'স্রেফ ঘুমের ওষুধ।'

ছেলেটি...

'একবার রূপান্তরিত হবার পরে জীবাণুটি সচল হয়ে ওঠে। রক্তস্রোত থেকে অন্য প্রত্যঙ্গে স্থানান্তর করে। হয়ে ওঠে দূষিত। চব্বিশ ঘণ্টা পরে পরিবাহক অর্থাৎ আপনি মি. এলিয়ট এটা অন্য লোকের শরীরে ছড়িয়ে দিতে পারবেন। তবে সেটা শুধু রক্তেরসের মাধ্যমে—বীর্য, লালা, প্রস্রাব কিংবা রক্ত। প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা ধরে মি. এলিয়ট এ জীবাণু তাঁর শরীরে বহন করে চলেছেন, বর্তমানে তার অবস্থা অত্যন্ত সংক্রামক অবস্থায় রয়েছে।'

...মাথা নেড়ে বলল, 'আপনার স্পর্শ করা কোনও কিছু আমি খাব না।'

ডেভ বলল, 'লেবেলটা পড়ো। এটা আমার প্রেসক্রিপশন নয়। আমি ওই

বড়িগুলো ছুঁয়েও দেখিনি। তাছাড়া তুমি যদি ওগুলো না খাও...' পিস্তল নাড়াল সে। ছেলেটি বুঝতে পারল ইংগিত, বোতল খুলল, আধডজন শক্তিশালী ঘুমের ওষুধ গিলে ফেলল। 'এখন কী?' জিজ্ঞেস করল সে।

'এখন দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকাও।'

'আমাকে বেশি জোরে মারবেন না, ঠিক আছে?'

'চেষ্টা করব,' ডেভ...

'মি. এলিয়ট, আপনাকে আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে অনুরোধ করছি। জীবাণুটি ছড়াতে পারে—এটি ছড়াবে—যে পরিবাহকের ব্যবহৃত গ্লাসে পানি খাবে, যদি কেউ পরিবাহককে চুম্বন করে, কাউকে যদি সে আদর করে কামড়ে দেয়, কারও সঙ্গে যদি সে সঙ্গম করে কিংবা কেউ যদি তার মুখ মেহন করে—এরকম বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে যাবে জীবাণু।

...ছেলেটি কানের পেছনে পিস্তল দিয়ে বাড়ি মারল। টলে উঠল ছেলেটি কিন্তু পড়ে গেল না। আবার ওকে মারল ডেভ, আগের চেয়ে জোরে।

বার্নির অফিসের দরজায় তাকাল ও। তিনজন লোক চিৎ হয়ে পড়ে আছে ঘরে। এদের মধ্যে একজন মরে গেছে। ডেভ একে মারতে চায়নি। কিন্তু উপায় ছিল না।

ডেভ মৃত লোকটার বগলের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিল। প্রচুর রক্ত পড়েছে। র‍্যানসম কিংবা তার দলের লোকদের কেউ কনফারেন্স রুমের মেঝে এবং দেয়ালে এক নজর তাকালেই বুঝতে পারবে কী ঘটেছে।

কিন্তু এখন আর এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই।

লাশটাকে দরজার সামনে টেনে আনল ডেভ। ওর বুকের ওপর একটি জেটি-ম্যাটিক্স রাখল। মুখটা ওপর দিকে তোলা থাকল। তারপর দ্বিতীয় লোকটির দিকে নজর ফেরাল ডেভ।

এক মিনিটের মধ্যে সে লোকগুলোকে এমনভাবে রুমে বসিয়ে রাখল যে...

'পরিবাহক অবশ্যই জানবে না যে সে সংক্রমিত হয়ে পড়েছে। তাই সে ডানে-বামে সর্বত্র ছড়াতে থাকবে রোগ। সে ভাববে শারীরিক দিক দিয়ে সে এখনও ফিট অবস্থায় আছে কারণ জীবাণুটি তখনও তার শরীরে ক্ষতিকর কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি। অন্তত এখনতক নয়। চতুর্থ দিনের আগে এরকম কিছু ঘটবেও না। ওই সময়ের মধ্যে জীবাণু আবার বিকশিত হতে শুরু করবে। পিউপা এখন রূপ নিয়েছে প্রজাপতিতে। সে এখন ওড়ার জন্য রেডি।'

...দেখে যেন মনে হয় কনফারেন্স রুম বসে তাদের মৃত্যু হয়েছে। বার্নির দরজার অ্যালার্ম বেজে উঠলে ওরাই প্রথমে ঢুকবে অফিসে।

ডেভ অফিসের মাঝখানে হেঁটে এল। দেয়াল এবং মেঝেয় ডজনখানেক গুলি

খরচ করে ব্যাপারটাকে বিশ্বাসযোগ্য রূপ দিতে চেষ্টা করল।

ডেভের সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত।

'টেকনিক্যালি বলা যায়, তৃতীয় পর্বে পৌছে জীবাণু হয়ে যায়, মেডিকেলের ভাষায় 'নিউম্যাটিক'। এর মানে হলো পরিবাহক স্রেফ নিশ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমেই যে কাউকে আক্রান্ত করতে পারে। যতবার সে নিশ্বাস নেবে—নিশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসবে ষাট লাখ জীবাণু—আই রিপিট, জেন্টলমেন—ষাট লক্ষ। সে নিশ্বাস নেবে এবং নিশ্বাস ছাড়বে। পঞ্চাশবার এ কাজ করলেই সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি নারী, পুরুষ এবং শিশুকে আক্রান্ত করে তুলতে পারবে। আর সহস্রাধিকবার শ্বাস করা মানে সে ঈশ্বরের এই সবুজ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি জ্যান্ত সৃষ্টিকে সংক্রমিত করে ফেলবে।'

কনফারেন্স রুমের দুটো দরজা খোলা দেখা যাচ্ছে—একটি বার্নির অফিসের এবং অপরটি হল ঘরে। ওই দরজা বার্নির দিকের রিসেপশন এরিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত। ওই করিডরে অফিসের সংখ্যা মাত্র তিনটি—একটি মার্ক হুইটিংয়ের অফিস, সে সেনটেরেক্সের চিফ ফিনানসিয়াল অফিসার। দ্বিতীয় অফিস কোম্পানির ভাইস চেয়ারম্যান সিলভেস্টার লুকাসের আর বাকি অফিসে বসেন হাওয়ি ফিন, চিফ কাউন্সেল। প্রতিটি অফিসেই র‍্যানসমের লোক লাগিয়ে রাখার কথা। অ্যালার্ম বাজলে এরাও কনফারেন্স রুমের ওই তিন লোকের মত সবার আগে বার্নির সুইটে ছুটে আসবে।

কুঁজো হলো ডেভ, ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল দরজা। হলঘরে একটা গড়ান দিল। হাতে চলে এসেছে পিস্তল, টার্গেট খুঁজছে।

কিন্তু এখানে কেউ নেই।

হুইটিং-এর দরজায় এসে দাঁড়াল ডেভ। কান পাতল। রেডিওতে র‍্যানসমের খসখসে গলা ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। পিস্তল তুলল ও...

'যা হোক, আমি অত্যন্ত জোর দিয়ে বলছি, জীবাণুটি যদি একবার পরিবাহকের শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, বেশিক্ষণ তারা বাঁচতে পারবে না। দশ মিনিট, বড় জোর পনের মিনিট ওর আয়ু। নতুন পরিবাহকের শরীরে আশ্রয় না পেলে মারা যাবে সে।'

...পা জোড়া একত্র করল, তারপর ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল দরজা। এক কৃষ্ণাঙ্গ, বৃদ্ধ, বসে আছে হুইটিং-এর ডেস্কে। তার অস্ত্র, আরেকটি জেটি-ম্যাটিক, অলসভাবে শুয়ে রয়েছে হুইটিং-এর ফাইলপত্রের ওপর। লোকটা ডেভের দিকে তাকাল, বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ, হাত তুলল মাথার ওপর। চেহারা দেখেই বোঝা যায় বাধা দেয়ার ক্ষমতা এর নেই।

ডেভ পা দিয়ে ধাক্কা মেরে বন্ধ করল দরজা। কৃষ্ণাঙ্গ বলল, 'মিস্টার, আমি

শুধু বলতে চাই যে আমি দুঃখিত। মি. লেভির অফিসে লোকটা কী করেছে তা আমি দুর্ঘটনাক্রমে দেখে ফেলেছি। কিন্তু এর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। বরং ব্যাপারটা আমাকে অসুস্থ করে ফেলেছে।' লোকটার চোখ দুটো করুণ, ভেজা ভেজা। ঠোঁটের ওপরের গোঁফে ধূসর রঙ ধরেছে। ডেভ জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি যোদ্ধা?'

'জ্বী, স্যার। আমি '৬৬ তে ডাক্তার হিসেবে যুদ্ধে যোগ দিই। দু বছর আগে অবসর নিয়েছি। অবসরে থাকাই উচিত ছিল।'

মাথা দোলাল ডেভ। 'হুঁ।'

'কাজেই, স্যার, আমি কৃতজ্ঞ হবো যদি আপনি আমাকে অযোদ্ধা হিসেবে বিবেচনা করেন।'

'কেউ তা করবে না,' ডেভ পকেট হাতড়ে ওষুধের বোতলটা বের করল।

লোকটার করুণ চেহারা দেখেই বোঝা যায় সে নিজের জীবন মরণ সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছে ডেভের হাতে।

'বোতলের ছিপি খুলে পাঁচ ছটা বড়ি নাও এবং গিলে ফ্যালো।'

কালো মানুষটা বোতলটা টেবিল থেকে তুলে নিল। ভীষণ দুঃখজড়ানো কণ্ঠে বলল, 'ওই লোকটা পাগল হয়ে গেছে। মানুষ হত্যা করছে। বোমা হামলার কথা বলছে। বিশ্বাস করা যায়? আমি তো ও কথা শুনে পালিয়েই যাচ্ছিলাম। আপনি দরজা দিয়ে ঢুকে না পড়লে আমি বোধহয় এতক্ষণে পালিয়ে যেতাম। ওই লোক আমার কী নাম দিয়েছে, জানেন? 'কাউয়া।' এখানে একমাত্র আমিই কালো মানুষ আর কোন কৃষ্ণাঙ্গ নেই।'

লোকটার হাতের তালুতে ছটি হলুদ ট্যাবলেট। সে ওদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল তারপর মুখে পুরে দিল বড়ি। 'এগুলো ঘুমের ওষুধ, তাই না? কতক্ষণ লাগবে ঘুমিয়ে পড়তে?'

'অনেকক্ষণ। তবে আমি সময়টা কমিয়ে আনব।'

'আমি কি ঘুরে দাঁড়াব?' হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি।

'প্লিজ।'

'ঠিক আছে, তবে আবারও বলছি আমি খুব দুঃখিত, মিস্টার। বহু আগে এখান থেকে চলে যেতে পারলে খুশি হতাম।'

ডেভ কালো লোকটার খুলির পেছনে পিস্তলের বাড়ি মারল। 'আমিও' বিড়বিড় করল ও।

এরপর স্লাই লুকাসের অফিস...

'যা হোক, আমাদের ইনিশিয়াল ক্যারিয়ার মি. এলিয়ট এখনও জানতে পারবেন না কী ঘটছে। নিজেকে তাঁর অসুস্থ বোধ হবে না। শুধু কেমন কেমন

যেন লাগবে তাঁর শরীর, একটু বেশি প্রাণবন্ত মনে হবে নিজেকে। রঙগুলো অতিরিক্ত উজ্জ্বল ঠেকবে, শব্দগুলো মনে হবে আরও শ্রুতিমধুর, তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং জিভের স্বাদ দুটোই বেড়ে যাবে। তিনি দিবাস্বপ্ন দেখতে শুরু করবেন। কোনও কোনও জিনিস দুটো করেও দেখতে পারেন তিনি।'

র‍্যানসম কি স্লাই লুকাসের অফিসে আছে? না থাকলেই ভালো। ডেভ চাইছে র‍্যানসম বকবক করে যাক। ওর লোকগুলো আসল সত্য জানুক। সত্যটা জানার পরে ওদের শরীরের ঘাম ছুটে যাবে। দু একজন দৌড়েও পালাতে পারে। তখন ওরা ভুল করতে শুরু করবে।

লুকাসের দরজায় লাথি কষাল ডেভ।

ভেতরে দুজন লোক। না, এদের মধ্যে র‍্যানসম নেই।

একজন দাঁড়িয়ে ছিল দরজার ধারে, অপরজন জানালায় তাকিয়ে আছে। গার্ডের গতি খুব দ্রুত। দরজা পুরোপুরি খুলে যাওয়ার আগেই সে গুলিবর্ষণ শুরু করে দিল।

তবে গুলি ডেভের গায়ে লাগল না, ওর মাথার ওপরের দেয়ালের প্লাস্টার খসিয়ে দিল। ডেভ ঝপ করে বসে পড়ল হাঁটু মুড়ে। গার্ডের বুকে গুলি করল। সাইলেন্সার পরানো অটোমেটিক দুপ্ দুপ্ দুপ্ তিনবার শব্দ করল। ক্লোজ রেঞ্জের গুলির ধাক্কায় মাটি থেকে পা শূন্যে উঠে গেল, ধাক্কার চোটে পিছিয়ে গিয়ে হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল একটা চেয়ারের গায়ে। ডেভের চোখে ছিটকে এল রক্ত। নাকে ঢুকল প্লাস্টারের ধুলো। করিডরে পিছিয়ে এল ডেভ, দেয়ালে হেলান দিল, দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে এসেছে।

জানালার ধারে দাঁড়ানো লোকটা হলওয়ে লক্ষ্য করে দু পশলা গুলি বৃষ্টি ঝরাল। শার্টের আস্তিন দিয়ে চোখ মুছল ডেভ। আরেক পশলা গুলিতে ঝাঁঝরা হলো দেয়াল। জেটি-মেটিকের ভোঁতা আওয়াজের চেয়ে প্লাস্টার খসার শব্দ জোরাল শোনাল।

ডেভ পিস্তলে গুলির নতুন ক্লিপ ঢোকাল। লোকটা তার রেডিও ব্যবহার করার আগেই কাজ সারতে হবে। ডেভ পায়ের জুতো খুলল, ছুঁড়ে দিল দরজা লক্ষ্য করে।

একগুচ্ছ বুলেট শূন্যে জুতোটাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল। লোকটা গুলি করছে, সুযোগটা কাজে লাগাল ডেভ। একটা গড়ান দিয়ে ঢুকে পড়ল দরজায়।

ওর প্রতিপক্ষ ঘরের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে। কাঁধে জেটি-মেটিক। দরজার বামে, ফ্লোর লেভেল থেকে উঁচুতে স্থির করে রেখেছে লক্ষ্য। যেখানে একটু আগে শুয়ে ছিল ডেভ, সেদিকে তাকাচ্ছে সে, ডেভ লোকটার পায়ে গুলি করল। ব্যথায় আর্তনাদ করল লোকটা। হাতের অস্ত্রটি ঝাঁকি খেল। 'কুত্তার বাচ্চা।' হিসিয়ে

উঠল সে।

ডেভ লোকটার বুক বরাবর একটা বুলেট পাঠিয়ে দিয়ে বলল, 'গালাগালি কোরো না।'

'তোমরা প্রশ্ন করতে পার আমরা এত কিছু জানলাম কী করে। ওয়েল, জেন্টলমেন, মি. এলিয়টই প্রথম এ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হননি। তবে অন্য কেসগুলোর অবস্থা ছিল নিয়ন্ত্রণযোগ্য। আমরা ব্যাপারটা এভাবে জানতে পেরেছি, জেন্টলমেন এবং আমরা এখন জানি এ রোগের কোনও প্রতিষেধক নেই।'

হিসহিস করে উঠল ডেভ। ও গার্ডকে হত্যা করতে চায়নি। ও শুধু র‍্যানসমকে খুন করতে চায়। এসব হত্যাকাণ্ডের কোনও প্রয়োজন ছিল না। র‍্যানসমের কথাই তার প্রমাণ। কিন্তু এখন আর থেমে যাওয়ার উপায় নেই। আরও একটি অফিস দেখা বাকি রয়ে গেছে। তিন নম্বর অফিস। ওখানে র‍্যানসমের গুণ্ডারা অপেক্ষা করছে...

'প্রতিষেধক একটাই আছে—সংক্রামিত পরিবাহক বা মানুষটাকে যদি মেরে ফেলা যায়। তবে তাকে হত্যা করতে হবে জীবাণুটি তার চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছার আগেই। তাহলেই কেবল রোগটির বিস্তৃতি ঠেকানো সম্ভব। আর এ জীবাণুকে প্রতিহত করার উপায় ওই একটাই, জেন্টলমেন। আমার কথা বুঝতে পারছেন, মি. এলিয়ট?'

...হাওয়ি ফিনের অফিসে। হাওয়ি সেনটেরেক্সের চিফ কাউন্সেল। ডেভ লাথি মেরে খুলে ফেলল দরজা। ঘর খালি। না, খালি নয়। এখানে...

কী...? কী...?

ডেভের হাঁটু যেন হঠাৎ আলগা হয়ে এল। এমন দুর্বল লাগছে, হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল মেঝেতে।

ঘরে শুধু একজন মানুষ আছে—মার্গ। নাইলনের রশি দিয়ে তাকে হাওয়ি ফিনের চামড়ার বড় চেয়ারটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। বেঁচে আছে ও, ডেভের দিকে তাকিয়ে আছে, চোখ বিস্ফারিত।

মার্গ কিছু একটা বলতে চাইছে ওকে। বুঝতে পারল না ডেভ। টেপ দিয়ে মুখ বন্ধ। ঘরঘরে অস্পষ্ট শব্দ বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে।

ঢোক গিলল ডেভ। এ কী করে সম্ভব? ও দেখতে পাচ্ছে টেবিলের ওপর কয়েকটি মেয়ের কাটা মুণ্ডু সাজানো। নিষ্ঠুর র‍্যানসম এ কাজ করেছে। তবে মার্গকে হত্যা করেনি সে...

'রোগটাকে থামিয়ে দেয়ার এটাই একমাত্র উপায় বুঝতে পারছেন তো, মি. এলিয়ট? আর রোগটাকে থামানো খুব কঠিন। কেন? কারণ জীবাণু তৃতীয় স্তরে

প্রবেশ করার কয়েকদিন পরে রোগের লক্ষণ দেখা দেবে শরীরে। আমার কথা শুনছেন, মি. এলিয়ট? ওই কয়েকদিনে আপনার প্রতিটি নিশ্বাসের সঙ্গে বাতাসে মিশে যাবে ষাট লাখ মৃত্যু। এরপরে লক্ষণগুলো টের পেতে থাকবেন আপনি। প্রথমে জ্বর হবে। তারপর ঘামতে থাকবে শরীর। শীত শীত করবে, বমি আসবে, খুব ব্যথা হবে শরীরে। বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে মারা যাবেন আপনি।'

র‍্যানসম একজন প্রফেশনাল। পশ্চাদপসারণের একটি পরিকল্পনা আছে তার। এ জন্য মার্গকে হত্যা করেনি সে। মার্গকে মারলে কোনও লাভ হতো না র‍্যানসমের। জীবিত থাকলে মার্গ তার জন্য অস্ত্র হিসেবে কাজ করবে, শেষ অস্ত্র যে অস্ত্র র‍্যানসম তার শিকারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবে। তাই মার্গকে বাঁচিয়ে রেখেছে সে। ডেভ র‍্যানসমের পাতা মৃত্যু ফাঁদ থেকে বেরিয়ে এসেছে। ডেভ যদি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে তা জানার জন্য র‍্যানসম মার্গের মুখের মধ্যে পুরে রেখেছে একটি রেডিও। সে আশা করছে মার্গের চিৎকার শুনলে ডেভ আর পালাবে না।

ডেভ টলতে টলতে খাড়া হলো। 'সরি, মার্গ, আমাকে যেতে হবে।'

ডানে-বামে ভয়ানক মাথা নাড়ল মার্গ। ও যদি মুখ খুলতে পারত, বিকট চিৎকার শোনা যেত।

'তুমি এখানেই নিরাপদে থাকবে। বাইরে খুব শীঘ্রি মহা গোলমাল শুরু হতে যাচ্ছে। আমি এর মধ্যে তোমাকে জড়াতে চাই না।'

লাল হয়ে গেছে মার্গের চোখ। হাত খোলা থাকলে ও ঠিকই ডেভের টুঁটি ছিঁড়ে ফেলত।

মার্গকে হাওয়ি'র ক্লজিটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল ডেভ। কেউ ওকে আর দেখতে পাবে না। 'তবে আমি ফিরে আসব। কথা দিচ্ছি, তোমাকে মুক্ত করতে আমি আবার আসব। মার্গ, ঈশ্বরের দোহাই, ওভাবে আমার দিকে তাকিয়ো না। আমার হাতে একদম সময় নেই। আর এ ছাড়া অন্য কোনও উপায়ও নেই।'

ঘর থেকে বেরিয়ে এল ডেভ।

'বাহাত্তর ঘণ্টা। আপনার হাতে শুধু এতটুকুন সময়ই আছে। তারপর আপনি মারা যাবেন। তবে এর মধ্যে আপনার শতবার মরে যেতে ইচ্ছে করবে। বিশ বা ত্রিশদিন পরে সবাই মারা যাবে। আপনার কাছাকাছি যারা ছিল তাদের কেউ বাঁচবে না। আপনার দ্বারা সংক্রামিত লোকজনের কাছে যারা আসবে তারাও মৃত্যুবরণ করবে, আর এদের সংস্পর্শে আসা মানুষজনও আবার মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই পাবে না। অর্থাৎ পৃথিবীর সবাই মারা যাবে, মি. এলিয়ট। কেউ বেঁচে থাকবে না।'

জেটি-মেটিক কাঁধে ঝুলিয়ে করিডর ধরে বোর্ডরুমে চলে এল ডেভ। দাঁড়িয়ে

পড়ল দরজার সামনে।

অ্যালার্ম টেপার পরে ওর সামনে তিনটে বিকল্প থাকবে—ও সিঁড়িতে দৌড়ে যেতে পারে, লুকিয়ে পড়তে পারে বার্নির ক্লজিটে অথবা বোর্ডরুমে আড়াল নিতে পারে।

তবে ক্লজিটে লুকিয়ে থাকার পরিকল্পনাটিই পছন্দ হলো ডেভের। র‍্যানসমের লোকজন ক্লজিটে উঁকি দিতে যাবে না। ওরা লেভির ঘরে লাশ দেখবে, খোলা জানালায় রশি ঝুলতে দেখবে, ভাববে ছাদে উঠে পালিয়েছে ডেভ।

শেষবারের মত বার্নি লেভির অফিসে ঢুকল ডেভ।

ওরা পুরো ব্যাপারটা ডেভকে ব্যাখ্যা করলেই হতো। ডেভ পরিস্থিতি বুঝতে পারত। ঘটনা শুনলে নিশ্চয় ভালো লাগত না ওর, তবে অন্তত ছুটে পালাত না। র‍্যানসম এখন যা বলছে সে কথা যদি ওরা ওকে আগে বলত, সহযোগিতা করত ডেভ। ওরা ডেভকে নিয়ে কোনও ক্লিন রুমে যেত, বাইরের পৃথিবী থেকে আলাদা কোনও ঘরে। অথবা ওরা ডেভকে জনমানবশূন্য কোনও দ্বীপে পাঠিয়ে দিত। সেখানে অন্তত শান্তিতে মরতে পারত ডেভ। প্রতিরোধ করত না। প্রতিরোধ করতই বা কীভাবে?

কিন্তু তার বদলে ওরা ওর সঙ্গে জলাতঙ্কগ্রস্ত জানোয়ারের মত আচরণ করেছে। ওরা ওকে বিশ্বাস করেনি। র‍্যানসমের মত একটা পেশাদার খুনীকে লেলিয়ে দিয়েছে। ওরা মিথ্যা বলেছে ডেভকে, ওর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সবার কাছে একগাদা মিথ্যা কথা বলেছে।

'মি. এলিয়ট, আমার কথা প্রায় শেষ। উপসংহারে চলে এসেছি। উপসংহার হলো : জীবাণু যখন তৃতীয় স্টেজে প্রবেশ করবে এবং এটা যদি জনসাধারণের মাঝে একবার ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়, একে আর থামানো যাবে না। একে থামাতে হবে এ তৃতীয় স্টেজে পৌঁছার আগেই। তার মানে যে লোক এ রোগের জীবাণু বহন করছে তাকে থামাতে হবে। কাজেই, জেন্টলমেন, ওই লোককে তোমাদের হত্যা করতে হবে। এবং সেটা দেরি হয়ে যাবার আগেই। আর ওই লোককে হত্যা করতে গিয়ে যদি আরও দু'একজনের প্রাণ সংহার করতে হয়, তাতেও কোনও সমস্যা নেই। হয়তো গোটা নিউইয়র্কের মানুষজনকেও মেরে ফেলতে হতে পারে। এটা হলো যুক্তিযুক্ত বিকল্প। বোমা মেরে উড়িয়ে দাও সবাইকে।'

ডেভ টেপের দিকে তাকাল। ওটার তার অ্যালার্ম বক্স থেকে বেরিয়ে ভাঙা জানালায় গিয়ে মিশেছে।

ডেভ টেপ ধরে টান দিল।

র‍্যানসম তখনও কথা বলছে। 'তোমরা ভাবছ এইডস সংক্রামক রোগ।

কিন্তু এইডস ইনফেকশন বছরে বড় জোর দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এ রোগটা...' র‍্যানসম জোরে শ্বাস টানল। 'ও এখানে! বুড়ো ইহুদিটার অফিসে! গো! গো! গো! গো!'

ডেভ বার্নির অফিসের দরজা খুলে রাখল, তারপর দৌড় দিল ক্লজিট অভিমুখে। করিডর থেকে ভেসে এল দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ, ছুটে আসছে লোকজন।

'রবিন, প্যারট বলছি...'

'অ্যাট ইজ। রিজার্ভ এবং পেরিমিটার টীম স্টেশনে থাকো।'

ডেভ ঢুকে পড়েছে ক্লজিটে। বন্ধ করে দিল ক্লজিটের দরজা।

ওরা হলওয়েতে এসে পড়েছে, দেয়ালের বিপরীত দিকে। ওদের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে ডেভ। কেউ দড়াম করে আছাড় খেল মেঝেয়। আরেকটি শব্দ হলো ঘরঘর করে। কেউ চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই হারামজাদার বমি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ওকে কাছে ঘেঁষতে দেবে না।'

র‍্যানসমের গলা শোনা গেল রেডিওতে। স্বাভাবিক স্বর।

'লুন, ব্রুজে এবং কনডর হিল কনফারেন্স রুমে। ওদেরকে বোধহয় মেরে ফেলা হয়েছে। মোট ছজন। মি. এলিয়ট আমাকে চিন্তায় ফেলে দিচ্ছেন।'

'সে কি এখনও ওখানে আছে, স্যার?' প্যারটের গলা।

'অ্যাফারমেটিভ। আর কোথায় যাবে? সে হলরুমে এলে এতক্ষণে তাকে ধরে ফেলতাম। যাক গে, তোমরা অস্ত্র রেডি করো। আমি তিন গোণা মাত্র গুলি করতে শুরু করবে।'

ক্লজিটে দাঁড়িয়ে গুলির শব্দ শুনতে পেল ডেভ। বার্নি লেভির ঘরটা বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে। কাচ ভাঙার শব্দ, কী একটা দুড়ুম করে পড়ল মেঝেয়। দেয়াল, মেঝে এবং সিলিং ফুটো করে দিচ্ছে শক্তিশালী বুলেটের ঝাঁক। কম্পন টের পাচ্ছে ডেভ।

কয়েক সেকেন্ড আর গুলির শব্দ নেই। ওরা লেভির ঘরে ঢুকেছে। একজন বলল, 'জানালা, স্যার...' র‍্যানসমের গলা শোনা গেল, 'কেউ কনফারেন্স রুম চেক করে দেখো...'

'না, স্যার জানালা...'

র‍্যানসমের গলা অন্যদের কণ্ঠ ছাপিয়ে উচ্চকিত হয়ে উঠল।

'সরে দাঁড়াও। দেখি তো কী হয়েছে...ওহ, গড!'

র‍্যানসম জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, অনুমান করল ডেভ। রশিটা দেখেছে নিশ্চয়।

রেডিওতে ঘেউ করে উঠল র‍্যানসম। 'ছাদ! এলিয়ট রশি বেয়ে ছাদে উঠে পালিয়েছে। প্যারট, ব্যাকআপ টীমকে সিঁড়িতে যেতে বলো! মুভ! মুভ!'

প্যারট চেঁচাল, 'পশ্চিমের সিঁড়ি, স্যার। ছাদে যাওয়ার ওটাই একমাত্র রাস্তা।'

'যাও!'

কিছুক্ষণ বাদে আবার ফিরে এল নীরবতা। লম্বা শ্বাস নিল ডেভ। ঢিল পড়ল কাঁধের পেশীতে, জেটি মেটিকের স্টক থেকে সরিয়ে নিল হাত। পুরো ঘটনা ঘটেছে এক মিনিটেরও কম সময়ে। ওরা এল এবং চলে গেল। কেউ কল্পনাই করেনি ওদেরকে ধোঁকা দেয়া হয়েছে।

আঙুলের ডগা দিয়ে ক্লজিট ডোরে মৃদু ঠেলা দিল ডেভ। অল্প ফাঁক হলো দরজা।

ডেভ কান খাড়া করল। নৈঃশব্দ। কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। আবার অল্প ধাক্কা মেলে দরজাটা আরেকটু খুলল ডেভ।

নাহ, কারও কোনও সাড়া শব্দ নেই।

এবারে পুরো দরজা খুলে ফেলল ডেভ।

ক্লজিট থেকে নেমে এল ও। র‍্যানসমের গুলিতে নিহত একটা লোকের লাশ ডিঙাল। র‍্যানসম ভেবেছে লেভির অফিসে লুকিয়েছে ডেভ। তাই বাইরে থেকে নিজের লোকদেরকেই গুলি করেছে। এদেরকে অজ্ঞান করে লেভির অফিসের দোর গোড়ায় বসিয়ে কিংবা শুইয়ে রেখেছিল ডেভ।

লেভির অফিস খালি। র‍্যানসমের লোকদের গুলিতে কাচ ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ। বার্নির মেহগনি কাঠের চমৎকার টেবিলটির অনেকখানি ছাল বাকল উঠে গেছে, জায়গায় জায়গায় গর্ত সৃষ্টি করেছে বুলেট। দেয়ালে সারবাঁধা বুলেটের গর্ত। উইথ পেইন্টিং-এর একটা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। দুটো এখনও অক্ষত। বার্নির সোফা গুলির আঘাতে ছিন্নভিন্ন। ফ্যাব্রিক, ফাইবার আর ভাঙা কাঠের টুকরো ছাড়া অবশিষ্ট কিছু নেই। কেউ অ্যান্টিট্যাংকটা নিয়ে গেছে। খুব রাগ হলো ডেভের। কে অত সুন্দর জিনিসটা চুরি করেছে জানতে পারলে তার ছাল-চামড়া ছাড়াবে ও।

বুকে হেঁটে দরজায় পৌঁছাল ডেভ, গুলি খেয়ে কড়ি-বর্গা খুলে পড়েছে দরজার। একটা গড়ান দিয়ে করিডরে চলে এল ও। জেটি-মেটিকটা তাক করল। গুলি করল। নিঃশব্দে এক ঝাঁক বুলেট বৃষ্টি হলো। কেউ করিডরে দাঁড়িয়ে থাকলে কেচে মোরব্বা হয়ে যেত। তবে মোরব্বা হলো শুধু দেয়াল। কারণ হলওয়েতে কেউ দাঁড়িয়ে নেই। ফাঁকা। ডেভ বামে এবং ডানে ঘুরল। তারপর জেটি-মেটিকের ব্যবহৃত ম্যাগাজিন ফেলে দিয়ে নতুন একটা ম্যাগাজিন ভরল।

সিধে হলো। ছুটল সিঁড়ির দিকে। র‍্যানসম যাচ্ছে পশ্চিমের সিঁড়িতে। ডেভ গেল পুবের সিঁড়িতে। ও এখন পুরোপুরি শান্ত। নিজের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চলে এসেছে। ওর ভেতরে এ মুহূর্তে রাগ কিংবা আতংক কাজ করছে না, অন্য কিছু নিয়ে ভাবছেও না। ওর করণীয় কাজটাই কেবল পারবে।

দরজায় পৌঁছে গেছে ডেভ। ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল কপাট। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল ওপরে।

উনপঞ্চাশ তলা।

ফায়ার ডোর তালা মারা। খোলার সময় নেই বলে গুলি করে তালা ভেঙে ফেলল ডেভ।

ছুটল ও। হাতে সময় খুবই কম। যে কোনও সময় ছাদে চলে আসবে র‍্যানসম। বুঝতে দেরি লাগবে না যে ওকে ধোঁকা দেয়া হয়েছে।

ছুটতে ছুটতে পশ্চিমের সিঁড়িতে চলে এল ও। কান পাতল সিঁড়ির দরজায়। কিছু শোনা যাচ্ছে না। শত্রুরা এখনও এসে পৌঁছায়নি।

পিস্তলের ডগা দিয়ে ঠেলা মেরে দরজা খুলল ডেভ।

মোজা পরা পায়ের নিচে শীতল কংক্রিট। মাথার ওপরে জুতোর ভোঁতা শব্দ। সিঁড়ি বেয়ে উঠছে কেউ।

দ্রুত চার কদম বাড়ল ডেভ। তাকাল নিচে। উনপঞ্চাশ তলা থেকে সিঁড়ি সর্পিল ভঙ্গিতে নেমে গেছে নিচে। প্রতি ফ্লোরে দুজোড়া সিঁড়ি, মোট সিঁড়ির সংখ্যা আটানব্বই। প্রতি ফ্লোরে একটি করে প্ল্যাটফর্ম এবং প্রতি ফ্লোরের মাঝখানে আরেকটি। এখান থেকে নিচে তাকালে পুরোটা পরিষ্কার দেখা যায়। আর ওপরে তাকালে দেখা যায় সিঁড়ি গিয়ে মিশেছে ছাদে।

রুফ বাঙ্কারের ভেতরে, প্ল্যাটফর্মের তলাটা দেখা যাচ্ছে। ওখানে ডেভ ক্রিস্টালিন নাইট্রোজেন ট্রাইওডিডের বাদামী একটা বোতল টেপ দিয়ে আটকে রেখেছে।

ডেভ জেটি-মেটিক তুলল। তারপর গুলি করল।

জেটি-মেটিক প্রবল ধাক্কা দিল ওর কাঁধে। গুলি বুলেট বিদ্ধ করছে সিঁড়ি, ছিটকে যাচ্ছে কংক্রিটে লেগে।

চোখ বুজল ডেভ। তীব্র সাদা আলোয় ঝলসে গেছে চোখ। ও দোর গোড়ায় সেঁধিয়েছে এমন সময় ঘটল বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের ধাক্কায় দেয়ালে ছিটকে গেল ডেভ। এমন জোরে বাড়ি খেয়েছে, ফুসফুস থেকে বেরিয়ে গেল সমস্ত শ্বাস।

ওর মনে হচ্ছে রাস্তার গুণ্ডারা ওকে গদা দিয়ে পিটিয়ে তুলোধুনো করেছে।

শরীরের প্রতিটি পেশী ব্যথায় বিষ। চামড়ার এক ইঞ্চি জায়গাও অক্ষত নেই, কালশিটে পড়ে গেছে।

দরজার কাছ থেকে শরীরটাকে টেনে নিয়ে এল ডেভ। ওটা এখন ধাতব আবর্জনায় পরিণত হয়েছে। বিস্ফোরণে কব্জা-টব্জা সব খুলে পড়েছে, বাঁকাত্যাড়া হয়ে গেছে। ওপর থেকে ঝুরঝুর করে কংক্রিটের চাকলা ও গুঁড়ো পড়ল মাথায়। ধুলোর মেঘ ঢেকে ফেলেছে মুখ। মুখ হাঁ করে শ্বাস করতে করতে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল ডেভ।

পানি।

হলঘরে একটা ঝর্ণা আছে। ডেভ বহু কষ্টে টেনে তুলল শরীর, লিভারটাকে ওপর দিকে ঠেলা দিল। ঢকঢক করে পানি পান করল, তারপর সারা মুখে পানির ছিটা দিল। সিলিং থেকে একটা খাম্বা খসে পড়ল মেঝেতে, যেখানে একটু আগে শুয়েছিল ও।

আবার পানি খেল ডেভ।

শব্দ হচ্ছে? কথা বলছে কেউ?—রেডিও খরখর করছে। বিস্ফোরণের শব্দে ডেভের কানে তালা লেগে গেছে। রেডিওতে কী বলছে বুঝতে পারছে না। চোয়াল ধরে ডানে-বামে মোচড় দিল ডেভ, ঢোক গিলল, কান থেকে ভনভন আওয়াজটা দূর করার চেষ্টা করছে। ফট করে একটা শব্দ হলো। তারপর আবার শুনতে পেল ডেভ।

'...ওখানে? ওটা কীসের আওয়াজ ছিল? কাম ইন, রবিন। কাম ইন, প্যাট্রিজ। রিপিট, ওখানে হচ্ছেটা কী? কেউ জবাব দাও।' মাইনার কণ্ঠ, লবির ডিউটিতে আছে সে।

ডেভি ট্রান্সমিট বাটনে চাপ দিল। 'মাইনা, ওখানে অমন শব্দ হলো কেন?'

'যেন ট্রেনে ট্রেনে সংঘর্ষ হয়েছে।'

'রাস্তার কেউ আওয়াজটা শুনেছে? রাস্তায় কোনও চাঞ্চল্য লক্ষ করছ?'

'নেগেটিভ। কেউ শুনলেও ভাববে ম্যানহোলে বিস্ফোরণ হয়েছে। আরও লোকজন আছে। তারা হয়তো সবাই এতক্ষণে একযোগে ৯১১-এ ফোন করতে শুরু করে দিয়েছে।'

'স্টান্ড বাই, মাইনা। ডোন্ট ডু এনিথিং।'

'অ্যাফারমেটিভ। কে বলছেন?'

ডেভ বলে উঠল, 'ডেভিড এলিয়ট বলছি, মাইনা। শান্ত থাকো। যদি, শান্তি চাও তো হুড়োহুড়ি করে কিছু করে বসো না।'

মৃদু গলায় র‍্যানসম বলল, 'আপনি আমাকে অবাক করলেন, মি. এলিয়ট। আমাদের কেউ শান্তি চাইবে বলে মনে হচ্ছে না।'

'চাইবে যদি আমি যা বলি সেভাবে ওরা কাজ করে। মাইনা, প্যাট্রিজ এবং অন্যান্য সবাইকে বলছি, আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। প্রথমে আমি বলি তোমাদের লোকবল কেমন আছে। মাইনা, ছজন...'

'তারা মৃত,' খেঁকিয়ে উঠল র‍্যানসম।

'সবাই মৃত নয়। তোমাদের আরও ভালোভাবে লক্ষ করা উচিত ছিল। যখন কোনও উপায় ছিল না শুধু তখনই আমি গুলি করতে বাধ্য হয়েছি। ব্যাপারটা একটু চিন্তা করো তোমরা। আমি সারাটা দিন চেষ্টা করেছি তোমাদের রক্তে যেন আমার হাত রঞ্জিত না হয়।'

'কিন্তু সে চেষ্টায় সফলকাম হতে পারেননি।'

দাঁতে দাঁত ঘষল ডেভ। 'ওকে, র‍্যানসম। বোধহয় ডজনখানেক লোক আছে সাকুল্যে তোমার সঙ্গে।'

'আমি আসল সংখ্যাটা আপনাকে জানিয়ে দেব, এমনটি নিশ্চয় আশা করছেন না?'

'তা আশা করছি না। যারা সিঁড়িতে ছিল কিংবা দরজার ধারে তারা এখন হতাহতের তালিকায় চলে গেছে। মাইনা, যে শব্দটা তোমরা শুনেছ ওটা বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজ। আমি বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছি সিঁড়ি, যারা ছাদে আছ তারা ছাদেই থাকো। নিচে নামার চেষ্টা কোরো না।'

'রবিন বলছি। মাইনা, এখুনি হেডকোয়ার্টার্সে খবর দাও।'

'ওর কথা শুনো না, মাইনা,' ধমকে উঠল ডেভ। 'তুমি হেড কোয়ার্টার্সের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলে দুটো জিনিস ঘটবে। এক, তারা আরও লোক পাঠাবে, অথবা দুই, ওরা তোমাদের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে এ ভবন বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে।'

'ওর কথা শুনো না, মাইনা।'

'মাইনা, ওরা যত লোকই পাঠাক না কেন, আমাকে ধরতে পারবে না। ওরা যদি এক রেজিমেন্ট সৈন্য পাঠায় এবং প্রতিটি অফিসে চিরুনি অভিযান চালায়, এতে প্রচুর সময় ব্যয় হবে। ততক্ষণে ভোর হয়ে যাবে। লোকজন নেমে পড়বে রাস্তায়। ট্রেন-বাস-গাড়ি চলাচল শুরু হয়ে যাবে। জেগে উঠবে শহর।'

'মাইনা, তোমাকে একটা ডাইরেক্ট অর্ডার দিয়েছি। হেড কোয়ার্টার্সে ফোন করো।'

'আর আমি কী করব জানো? আমি রাশ আওয়ার পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তারপর একটা চেয়ার দিয়ে জানালা ভেঙে লাফ দিয়ে পড়ব চল্লিশ তলা থেকে। আমার রক্তে মাখামাখি হয়ে যাবে রাস্তা। বার্নি লেভি লাফ দিয়ে পড়ার পরে কী অবস্থা হয়েছিল দেখেছ, মাইনা? আমার অবস্থাও একই রকম হবে।'

'মাইনা, তোমাকে নিশ্চয় মনে করিয়ে দিতে হবে না ডাইরেক্ট অর্ডার অমান্য করার শাস্তি কী?'

'তোমাদের বস আমার রক্ত দিয়ে কী ভাষণ দিয়েছে একটু আগেই তোমরা শুনেছ। আমার রক্তে গিজগিজ করছে ভয়ংকর ভাইরাস। কেউ এ রক্ত স্পর্শ করা মাত্র সেও একই রোগে আক্রান্ত হবে। বিষয়টি নিয়ে ভাবো, মাইনা, মনে করার চেষ্টা করো, বার্নির শরীরের রক্ত কতখানি রাস্তা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভেবে দেখো, রাশ আওয়ারে যদি আমি জানালা ভেঙে লোকজনের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ি তাহলে কত মানুষের নাকে-মুখে আমার শরীরের রক্ত ছিটকে যাবে?'

'তোমার ডিউটি পালন করো, মাইনা, কোন...'

মাইনা র‍্যানসমের কথা শেষ করতে দিল না। 'আমার করার কী আছে? আপনি জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়লে আমি মারা যাব। ওরা বোমা হামলা চালালেও আমরা মরব। আর আপনাকে যদি আমি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে দিই তাহলেও মৃত্যু আমাকে ছাড়বে না কারণ আপনার শরীরের জীবাণু পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে হত্যা করবে।'

'আমি পালাব না। কথা দিচ্ছি।'

মাইনা কিছু বলল না। এক মুহূর্ত বিরতির পরে র‍্যানসমের মৃদু হাসির শব্দ শোনাগেল। 'আমি কতাটা আবার শুনতে চাই। সত্যি বলছি শুনতে চাই। আচ্ছা, মি. এলিয়ট, আপনার মতলবটা কী বলুন তো?'

'শুনতে চাও?'

নাক দিয়ে ঘোঁত শব্দ করল র‍্যানসম। 'বলুন তো শুনি।'

'শুরুতে মাইনাকে কিছু বলতে চাই আমি। মাইনা, তুমি কি জান তোমার বন্ধু রবিন, আমার বন্ধু র‍্যানসম কী কাণ্ড করেছে? বার্নার্ড লেভির অফিসে সে আমার জন্য কী জিনিস রেখেছে?'

'আ...'

'তুমি, জানো, প্যারট? তুমি কখনও ওখানে উঁকি মেরে দেখেছ?'

'না, আমি দুই ফ্লোর নিচে, রিজার্ভ ডিউটিতে আছি। কিন্তু কেন জিজ্ঞেস করছেন?'

'ওদেরকে বলো, র‍্যানসম। এ ব্যাপারটা নিয়ে তো তোমার গর্বে বুক ফেটে যাচ্ছিল। এখন বলো ওদেরকে।'

ডেভ হিসহিস শব্দ শুনল। র‍্যানসম লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরিয়েছে। 'আমি কেন কাজটা করতে যাব, মি. এলিয়ট? আপনার মত কোনও লোকের কাছ থেকে আমি হুকুম নিতে অভ্যস্ত নই।'

'বেশ, তাহলে আমিই বলছি। প্যারট, মাইনা এবং অন্যরা শোনো,

তোমাদের বস কয়েকটি মাথা কেটে খুঁটির মাথায় গেঁথে রেখেছে।' প্রতিক্রিয়া শোনার জন্য বিরতি দিল ডেভ।

'মহিলাদের মস্তক।'

'কেউ, জানে না কে, অবিশ্বাস নিয়ে বিড়বিড় করে একটা গালি দিল।

কঠিন গলায় র‍্যানসম বলল, 'আপনি ভুল করছেন, মি. এলিয়ট। আপনি যদি ভালো করে লক্ষ করতেন তাহলে দেখতেন...'

'যে তুমি মার্গ কোহেনকে জিম্মি করে রেখেছ? না, তুমি তা পারনি। আমি ওর খোঁজ পেয়েছি, ওকে মুক্ত করেছি এবং সে অনেক আগেই এখান থেকে চলে গেছে।

র‍্যানসম ফিসফিসিয়ে বলল, 'কুত্তার বাচ্চা।'

ডেভ দাঁতে দাঁত চেপে কথা বলছে, নিজের কণ্ঠ নিয়ন্ত্রণ করতে বেগ পেতে হচ্ছে। 'তো তোমরা জানলে যে তোমাদের বস মহিলাদের মুণ্ডচ্ছেদ করে বেড়ায়। সে মাথা কাটা রমণীদের দেখিয়ে আমাকে ভয় দেখাতে চেয়েছে। ভিয়েতনামে যুদ্ধ করার সময় একজনকে ভিয়েতনামী মেয়েদের মাথা কাটতে দেখেছিলাম আমি। সেদিন খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তোমাদেরব স ভেবেছে আজও ভয় খেয়ে যাব।'

'মি. এলিয়ট, আপনার বকবকানি যথেষ্ট শুনেছি,' বলল র‍্যানসম। 'মাইনা, তোমাকে হেডকোয়ার্টার্সের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছিলাম। এখনি করো।'

'কোরো না, মাইনা। আমার কথা শোনো। আমার প্রস্তাব মেনে নিলে তোমরা প্রাণে রক্ষা পাবে নয়তো মৃত্যু তোমাদের অনিবার্য।'

নিশ্চুপ রেডিও। টিকটিক শব্দে সেকেন্ড বয়ে যাচ্ছে। ডেভের হাত ঘামছে। রেডিও মেঝেয় নামিয়ে রেখে ঘাম মুছবার সাহস হলো না ওর।

অবশেষে কতা বলল মাইনা, 'বলুন, স্যার। আপনার প্রস্তাবটা শুনি।'

'তুমি আমাকে হতাশ করছ, মাইনা,' বলল র‍্যানসম। 'আমি তোমাকে একটা হুকুম দিয়েছি অথচ তুমি সেটা তামিল করতে চাইছ না।'

ডেভ গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল, 'আমার প্রস্তাবটি অতি সরল। আমি র‍্যানসমকে চাই। তোমরা কিছুক্ষণের জন্য র‍্যানসমকে আমার হাতে তুলে দেবে। আমার কাজ শেষ হয়ে গেলে...'

'মিথ্যাবাদী! গড ড্যাম র‍্যাটফাক লায়ার!'

'আমার কাজ শেষ হয়ে গেলে আমি যা করব তা তোমরাও করতে–বন্দুক ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করব।'

'দিস ইজ বুলশিট! বুলশিট! ওর কথায় কান দিয়ো না।'

ডেভ বলল, 'বিস্ফোরণে বোধহয় এলিভেটর নষ্ট হয়ে গেছে, মাইনা। আমি

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছি। উত্তর দিকের সিঁড়ি। আমার হাতে কোনও অস্ত্র থাকবে না। আমি কোনও কৌশলের আশ্রয় নেব না। মাথার ওপর হাত তোলা থাকবে আমার। তারপরের ব্যাপারটা নির্ভর করবে তোমাদের ওপর। তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলতে চাও তো মারবে। কারণ আমি তো একরকম মরা মানুষই। হেডকোয়ার্টার্সে ফোন করতে চাও তো করবে। যা খুশি করতে পার তোমরা। আমি গ্রাহ্য করি না। আমি শুধু তোমাদের বসের সঙ্গে কয়েকটি একান্ত মুহূর্ত কাটাতে চাই।'

'ইউ প্রিক! তুমি এদেরকে কী বোকা পেয়েছ যে...'

আরেকটি কণ্ঠ বাধা দিল র‍্যানসমকে। প্যাট্রিজের গলা। শান্ত স্বরে বলল, 'আপনি ওকে কীভাবে পেতে চান? ও ওপরে আর আপনি নিচে।'

'আমি বার্নি লেভির অফিসে যাচ্ছি। এক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব ওখানে। রশি আছে। আসলে ওটা একটা তার। ছাদের উত্তর পাশে ঝুলছে। র‍্যানসমকে বেঁধে লেভির জানালা বরাবর নামিয়ে দাও–যে জানালাটা ভাঙা ওদিক দিয়ে নামাবে। তবে আগে ওর জামাকাপড় খুলে নেবে। আমি ওকে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় পেতে চাই।'

ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল র‍্যানসম। 'মি. এলিয়ট, জানতাম না আমাকে নিয়ে আপনার মনে এরকম কুমতলব আছে।'

ডেভ ওর কথায় কান দিল না। 'প্যাট্রিজ? মাইনা? আমার প্রস্তাবে তোমরা রাজি?'

রেডিওর অপর প্রান্তে নীরবতা। নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল ডেভ। পুরো ব্যাপারটা এখন নির্ভর করছে বিশ্বস্ততার ওপরে। র‍্যানসমের লোকেরা তাদের নেতার প্রতি কতটা বিশ্বস্ত? ওরা তাকে কতটা ভালোবাসে? র‍্যানসমের সঙ্গে ওদের আত্মার বন্ধন কতটা দৃঢ়? কোন কোন সৈনিকের মাঝে নেতার প্রতি আনুগত্য থাকে প্রবল। আর এ বন্ধন কেউ ছিঁড়তে পারে না। নেতার জন্য প্রাণ দিতেও তারা দ্বিধা করে না।

তবে অফিসারদের বিশ্বস্ততা অর্জন করতে হয়। র‍্যানসমের এ গুণ আছে বলে মনে করে না ডেভ।

প্যাট্রিজ তার নেতার প্রতি বিশ্বস্ত নয়।

সে সামরিক নেতাদের গলায় বলে উঠল, 'আমরা রাজি।'

হুংকার ছাড়ল র‍্যানসম। 'হারামির বাচ্চা আমার গায়ে হাত দিবি না। তোকে যদি আমি ফায়ারিং স্কোয়াডে না দাঁড়া করাই তো আমি বাপের ছেলে নই। আমাকে ছুঁয়েছিস কী তোর পুরুষাঙ্গ আমি...'

ডেভ ধস্তাধস্তির শব্দ শুনল সে সঙ্গে গালি গালাজ। র‍্যানসমের রেডিও থেকে

অদ্ভুত সব শব্দ আসছে।

'প্যাট্রিজ,' ডাকল ডেভ। 'প্যাট্রিজ, তুমি আছ ওখানে?'

'আছি, মি. এলিয়ট। আপনি কোথায়?'

'লেভির অফিসের প্রায় কাছে। হলওয়েতে।'

'আমরা ওকে নিচে নামানোর জন্য প্রস্তুত।'

'এক মিনিট, প্যাট্রিজ। ও কী সাইজের জুতো পরেছে?'

'বারো। বারো B কিংবা C।'

ডেভ বার্নির অফিসে ঢুকল। 'বেশ। ওর জুতো পায়ে থাক। আর কিছু যেন গায়ে না থাকে। এমনকী মোজাও না। শুধু জুতো। বুঝতে পেরেছ, প্যাট্রিজ?'

'বুঝতে পেরেছি, মি. এলিয়ট।'

'আমাকে ডেভ বলে ডাকবে।'

'ওকে এখন নামানো হচ্ছে...মি. এলিয়ট।'

ডেভ জানালার ধারে হেঁটে গেল। টেনে সরাল ক্যানভাস। তাকাল ওপরে। প্যারাপেটের ঠিক কিনারে র‍্যানসমকে দেখা যাচ্ছে। ফর্সা শরীর। নগ্ন। পেশীবহুল।

র‍্যানসম আর চিৎকার-চেঁচামেচি করছে না। শান্ত গলায়, অ্যাপালাচিয়ান সুরে বলল, 'তোমাদের কর্মকাণ্ডে আমি খুব হতাশ, বন্ধুগণ। তোমাদের মত দক্ষ পেশাদারদের কাছ থেকে এরকম আচরণ আমি আশা করিনি। যা হোক, এখনও সময় আছে...'

ডেভ রেডিওর ট্রান্সমিট বোতামে চাপ দিল। 'প্যাট্রিজ, ওকে দ্রুত নামিয়ে দেয়ার দরকার নেই। আমি যখন থামতে বলব থামবে। আস্তে আস্তে নামাবে যাতে হাত বাড়িয়ে আমি ওকে স্পর্শ করতে পারি।'

'রজার, মি. এলিয়ট।'

'...এ অবস্থার পরিবর্তন করার এখনও সময় আছে। তোমরা আমাকে চেন। আমি সাদা-মনের মানুষ। তোমাদের এ অসহযোগিতার কথা আমি ভুলে যেতে রাজি। তবে তোমরা যা করছ তার নাম বিদ্রোহ। আমি চাই তোমরা...'

র‍্যানসমকে নিচে নামানো হচ্ছে। ও শূন্যে মোচড় খেল। নগ্ন শরীর বাড়ি খেল বিল্ডিং-এর গা থেকে বেরিয়ে থাকা সুচালো পাথরে। ঘষায় শরীরের চামড়া উঠে লেগে থাকল পাথরের গায়ে। চোখ কুঁচকে উঠল ডেভের। কিন্তু র‍্যানসমের কোনও বিকার নেই।

'...বিষয়টি নিয়ে ভাবো। চিন্তা করো তোমাদের কতর্ব্য নিয়ে। তোমাদের ওপর আমার আস্থা আছে। নিজেদের কর্তব্য নিয়ে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে তোমরা ঠিক করছ নাকি ভুল।'

ডেভ রেডিওতে বলল, 'প্যাট্রিজ, আর পাঁচ ফুট নামালেই চলবে।'

'আচ্ছা।'

ছাদে প্যাট্রিজের লোকজন র‍্যানসমের প্রতি মোটেই দয়া দেখায়নি। অত্যন্ত শক্ত করে বেঁধেছে তাকে। মাংসে বসে গেছে রশি, পা জোড়া ইতিমধ্যে বেগুনি রঙ ধারণ করেছে। হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। নিশ্চয় খুব ব্যথা লাগছে র‍্যানসমের কিন্তু চেহারায় ভাবটা ফুটতে দিচ্ছে না। র‍্যানসমের মত লোকেরা কখনও তা করেও না।

ডেভ জানালা থেকে পিছিয়ে গেল। র‍্যানসমের জুতো পরা পা প্রথমে দেখা গেল। তারপর নগ্ন গোড়ালি।

'ব্যস,' বলল ডেভ।

'জ্বী, আচ্ছা।'

ডেভ জানালার ধারে আবার এগিয়ে গেল। র‍্যানসমের বাঁ পা ধরে ফেলল, খুলছে জুতোর ফিতে।

'কী ব্যাপার মি. এলিয়ট, আপনার কি ধারণা আমি জুতোর মধ্যে .৫০ ক্যালিবারের মেশিনগান লুকিয়ে রেখেছি?'

ডেভ র‍্যানসমের ডান পায়ের জুতোও খুলে নিল। তারপর নিজের পায়ে গলাল। বাম পায়ের মত ডান পায়ের জুতোটাও চমৎকার ফিট করল ওর পায়ে। ও ঝুঁকে জুতোর ফিতে বাঁধল। তারপর সিধে হলো। র‍্যানসমের এক পায়ের গোড়ালি ধরে রেডিওতে বলল, 'প্যাট্রিজ, আমার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে র‍্যানসম যা বলেছ শুনেছ তো?'

প্যাট্রিজ বলল, 'জ্বী, স্যার। কিন্তু কেন জিজ্ঞেস করছেন?'

'পুরোটা শুনেছ?'

জ্বী, স্যার।'

'রোগটার তিনটা স্তর আছে। প্রথমে রক্তে জীবাণু ছড়িয়ে পড়বে, তারপর রক্ত রসে, সবশেষে শ্বাস-প্রশ্বাসে।'

'জ্বী, স্যার। জানি।'

'এবং তোমরা জান আমি এখন দ্বিতীয় স্টেজে রয়েছি। এর মানে অসুখটা আমার রক্ত প্রশ্রাব এবং লালার সাহায্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। আমার ব্যবহৃত গ্লাসে কেউ পানি পান করলে, কাউকে যদি আমি ভালোবেসে চুম্বন করি কিংবা কামড় দিই তাহলেও এ রোগ অন্যের দেহে সংক্রামিত হতে পারে, জানো তো?'

'অবশ্যই পারো,' জবাব দিল ডেভ। 'তোমরা ছাদের কিনার দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখো আমি কী করি।'

ডেভিড এলিয়ট তার শত্রুর দিকে তাকাল। লোকটার প্রতি ওর আর ঘৃণা

নেই। বরং সহানুভূতি জাগছে মনে।

র‍্যানসম অগ্নি দৃষ্টি বর্ষণ করল।

হাসল ডেভ। উষ্ণ হাসি।

র‍্যানসমের চোখ জ্বলছে তীব্র ঘৃণায়। 'এসো, এলিয়ট, এসো। তোমার কুৎসিত মনে কী কুমতলব খেলা করছে তা জানার জন্য আমার আর তর সইছে না।'

ডেভের মুখের হাসিটি প্রশস্ত হলো। গলা চড়াল সে যাতে চাদের লোকগুলোও ওর কথা শুনতে পায়।

'আমার মনে কী আছে, বন্ধু? আমার মনে আছে চুম্বন করার বাসনা। আমি তোমাকে শুধু চুমু খাব আর শরীরে ভালোবাসার কয়েকটি কামড় বসাব।'

ডেভিড এলিয়ট মার্গ কোহেনকে দোতলার ভাঙা একটি জানালা দিয়ে যখন বের করে নিয়ে আসছে, তখন দূর থেকে ভেসে এল র‍্যানসমের ভয়ার্ত চিৎকার। র‍্যানসমের উন্মাদের মত চিৎকার ভোর রাতের আকাশ যেন ছিন্নভিন্ন করে ফেলল।

ওই বীভৎস আর্তনাদ শুনতে শুনতে মার্গকে নিয়ে পালাল ডেভ, ভোরের প্রথম আলো গায়ে মেখে।

উপসংহার

ঘোড়ার পিঠে একাকী একজন মানুষ।

মানুষটির নাম ডেভিড এলিয়ট। সে লম্বা, রোগা। এটা তার শেষ যাত্রা। জানে যাত্রার শেষে তার জন্য অপেক্ষা করছে মৃত্যু।

সে জানে তাকে মরতে হবে একাকী। এ অনিবার্যতাকে সে মেনে নিয়েছে। শরৎ কাছে, শীতও বেশি দূরে নয়। আবার গ্রীষ্ম শুরুর আগে তার লাশ কেউ খুঁজে পাবে না।

জীবাণু এখন তিন নম্বরে স্তরে রয়েছে, জীবন্ত হোস্ট খুঁজছে। কিন্তু ডেভ সে সুযোগ জীবাণুকে দেবে না। তার মৃত্যুর সঙ্গে জীবাণুরও মৃত্যু হবে। তার মুখে হাসি। তবে এ হাসির কারণ একান্ত ব্যক্তিগত।

এ মুহূর্তে সে স্যান ফ্রান্সিসকো থেকে দুশো মাইল দূরে, এক বুড়োর কাছ থেকে ঘোড়াটাকে কিনে নিয়েছে। ওই লোকের সঙ্গে ডেভের আর দেখা হবে না।

বুড়োকে কিছু টাকা দিয়েছে ডেভ, সঙ্গে কয়েকটি চিঠি। চিঠিগুলো লেখা হয়েছে বিভিন্ন ঠিকানায়। একটি সাটন প্লেসে, একটি ব্যাসেলের এক অফিসে, তৃতীয়টি কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির ডরমিটরিতে পৌছাবে, শেষ চিঠির ঠিকানা কলোরাডোর এক র‍্যাঞ্চ। বুড়ো অতিরিক্ত বকশিস পেয়ে খুশি। হেসে জানিয়েছে যথাসময়ে সে চিঠিগুলো পোস্ট করে দেবে।

ডেভিড এলিয়ট এখন পশ্চিমে, উঁচু পাহাড় শ্রেণীর দিকে চলেছে। তার লক্ষ্য ক্ষুদ্র একটি উপত্যকা, ওখানে একবার গিয়েছিল ও। কিন্তু জায়গাটির কথা ভোলেনি। স্মৃতির মণিকোঠায় পরিষ্কার ফুটে রয়েছে উপত্যকার পথ ঘাট।

ডেভ দাড়ি কামায়নি। তিনদিনের না কামানো দাড়ি গিজগিজ করছে মুখে। সে পকেট থেকে একটি রুমাল বের করল। মাথার খড়ের টুপির একটা কিনারা উঁচু করে ঘাম মুছল। নিজের গন্তব্য সম্পর্কে সচেতন সে। আর মাত্র ঘণ্টাখানেক লাগবে ওখানে পৌছাতে।

যখন গন্তব্যে পৌছাল সে সূর্য প্রায় পাটে যেতে বসেছে। সোনালি আলোয় ভরা বাতাস। বুক ভরে শ্বাস নিল ডেভ। নিচে তাকাল। ওর নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে

এল। উপত্যকার সৌন্দর্য সত্যি শ্বাসরুদ্ধকর। মাঝখানে সবুজ বোতলের চেয়েও সবুজ এক হ্রদ, পান্না সবুজ তার পানির রঙ। এ হ্রদের কথা সে কোনদিন ভোলেনি। মনে পড়ে সেই সন্ধ্যার হালকা ছায়াগুলোর কথা। সবকিছু স্থির। বাতাসে যেন মদিরার গন্ধ।

এ মুহূর্তটি তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহূর্ত, এ অভিজ্ঞতা অবিস্মরণীয়। এ নিয়ে দ্বিতীয়বার সেই অপূর্ব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে সে। আর সে আনন্দে তার বুকটা ভরে উঠল খুশিতে।

• • •